দাউলার আসল রূপ
সকল পর্ব
উস্তাদ আহমাদ নাবিল
(হাফিজাহুল্লাহ)

দাউলার আসল রূপ

(সকল পর্ব)

উস্তাদ আহমাদ নাবিল হাফিজাহুল্লাহ

দাউলার আসল রূপ

লেখক

উস্তাদ আহমাদ নাবিল

প্রকাশকাল

জানুয়ারি, ২০২০

অর্পণ

- ঐ সকল খারেজী ও তাকফীরীদের প্রতি যারা অন্যায়ভাবে মুসলিমদের এমনকি উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান মুজাহিদীনদেরকেও তাকফীর করছে এবং তাদেরকে হত্যা করা বৈধ মনে করে হত্যা করছে।

- জিহাদ-প্রেমী ঐ সকল যুবকদের প্রতি যারা হকদল নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছে।

- সারা পৃথিবীতে জিহাদরত আমাদের ঐ সকল মুজাহিদ ভাইদের প্রতি যারা হকের পথে আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করার জন্য লড়াই করছে।

এদের সকলের প্রতি কিতাবটি অর্পণ করা হল- যাতে এটা সকলের হেদায়াতের জন্য ওসীলাহ হয়।

মুখবন্ধ

আরব বসন্ত নিয়ে ইদানিং অনেক কথা হচ্ছে। পশ্চিমারা নাকি এতে মাল-মসলা জুগিয়েছে। বাশারের লেলিয়ে দেওয়া শিয়া মিলিশিয়া বাহিনীগুলো রাশিয়া, লেবাননের হিজবুল্লাহ আর ইরানের ছত্রছায়ায় আহলুস সুন্নাহর বসতিগুলো গুড়িয়ে দিচ্ছিল, নারীদের সম্ভ্রম নিয়ে হোলি খেলছিল। তরুণ যুবক অশতিপর বৃদ্ধ কেউ তাদের হিংস্র থাবা থেকে রক্ষা পায়নি। অথচ পশ্চিমা মিডিয়ায় আমাদের আপডেট রাখা হচ্ছিল এ বলে- 'আমেরিকা বাশার আল-আসাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের অত্যাধুনিক অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছে। বাশারকে অনতিবিলম্বে উৎখাত করা হবে।'

উম্মাহ বুঝে ফেলেছিল তাদের হীন উদ্দেশ্য। তাই উম্মাহর প্রকৃত কল্যাণকামী মুজাহিদীনদের তারা সাদরে বরণ করে নেয়। তাদের মাঝে খুঁজে পায় প্রতিশ্রুত আসমানী উদ্ধারকর্তা বাহিনীর প্রতিচ্ছবি। উম্মাহর মায়েরা যে এখনো বীর সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম হয়ে পড়েনি। তারই ঝলক দেখে পৃথিবী সত্যিই যেন অবাক তাকিয়ে রয়। তাগুতদের দম্ভ ধূলোয় গড়াগড়ি খেতে থাকে। মুজাহিদীনদের স্বপ্নময় অভিযাত্রার দ্রুতই পাল্টে যেতে থাকে দৃশ্যপট। ভেড়ার পালের মত লেজ নাড়তে নাড়তে পিছু হটতে থাকে সম্মিলিত তাগুত শক্তির কাপুরুষ সৈনিকরা। একের পর এক অঞ্চল দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত হতে থাকে। মুজাহিদীনদের শক্তিশালী মিডিয়াকর্মীদের কল্যাণে আমরা তার বাস্তব চিত্র দেখে পুলকিত হই। সাধারণ জনতার এ উদযাপন হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হলে প্রথমে জানতে হবে তাদের নিপীড়নের লোমহর্ষক কাহিনী! কতটা অত্যাচার তাদের সহ্য করতে হয়েছে তা না জানলে বিজয়ের আনন্দ উপলব্ধি করা যাবে না।

সব কিছু সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবেই এগোচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই দৃশ্যপটে আগমন ঘটল 'দাউলা'র। তারা মুজাহিদীনদের দখলকৃত অঞ্চলগুলো

পুনঃদখল করতে লাগলো উম্মাদের মতো। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘোষণা চলে এল খিলাফতের। উম্মাদনার যেন নতুনমাত্রা যোগ হল এতে। এতোদিন যে ফেৎনা সিরিয়া ও ইরাকে সীমাবদ্ধ ছিল; খিলাফত ঘোষণার পর তা ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর নানা প্রান্তে। আশ্চর্যজনক ভাবে পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমগুলো এদের ফলাও করে প্রচার করতে লাগলো উম্মাহকে বিভ্রান্ত করার জন্য। শুরুর দিকে কিছুটা অস্পষ্ট থাকলেও দলমত নির্বিশেষে সত্যবাদী উলামা ও মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ তাদের খিলাফত দাবির আসারতা প্রমাণসহ বর্ণনা করতে থাকেন। ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের মাঝে বিভক্তির সূত্র ঘটে ছিল যে খারেজীদের মাধ্যমে, এরাও নব্য খারেজীদের ভূমিকায় আরো ভয়ঙ্কর রূপে আগমন করেছে। মুসলমানদের তাকফীর করতে এরা যেন আধাজল খেয়ে নেমেছে। মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনতার নিস্পাপ রক্তে ভেসে যেতে থাকে পবিত্র জিহাদ ভূমি। সারাটা জীবন যারা কুরবান করলেন উম্মাহর মুক্তি চিন্তায়, জিহাদের রক্তাক্ত পথে। তাদেরকে কথিত খিলাফতের সিংহ (!) সৈনিকেরা শহীদ করতে শুরু করল। তাগুত কুফ্ফারা যে সকল জিহাদী নেতৃবৃন্দকে খুঁজে পায়নি শত প্রচেষ্টার পরও, এরা তাদেরকে পরিবারসহ আত্মঘাতি হামলা করে শহীদ করে দেয়।

প্রিয় পাঠক! বক্ষমান গ্রন্থে লেখক ‘দাওলার সে সব ঘৃণ্য অপতৎপরতা প্রমাণসহ তুলে ধরেছেন। খিলাফত দাবির অসারতা দলিলসহকারে তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে ‘খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ’ প্রতিষ্ঠার শরয়ী পদ্ধতি ও পন্থা সম্পর্কে সারগর্ভ আলোকপাত করেছেন। আশা করি পাঠক নিরপেক্ষ মন-মানসিকতা নিয়ে ঈমানী দায়িত্ব হিসেবে গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করবেন।

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা! তিনি যেন মুসলিম উম্মাহকে সত্য-সুন্দর-সঠিক পথে সিসাঢালা প্রাচীরের মতো একতাবদ্ধ হয়ে দীনের রজ্জুকে

আঁকড়ে ধরে ‘বিশ্ব কুফফার’ শক্তির মোকাবেলা করার হিম্মত দান করেন। হেদায়াতের পথে অবিচল থেকে মুমিনদের প্রতি সদয় আর কাফেরদের প্রতি নির্দয় গুণের অধিকারী হওয়ার তাওফীক দেন। নিশ্চয়ই তিনি তো আমাদের তাওফীক দাতা।

সূচি

দাউলার আসল রূপ - পর্ব-১

দাউলার অপরাধ সমূহ

অপরাধ-১ - আমীরের ইতাআত (আনুগত্য) না করা এবং ওয়াদার বরখেলাফ করা

দাউলা ও জাবহাতুন নুসরার মাঝে যখন মতানৈক্য দেখা দিল তখন সেখানকার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ এই মতানৈক্য দূর করার প্রয়াস চালাতে থাকেন। কারণ তারা বুঝতে পারেন, ভবিষ্যতে এর পরিণাম অত্যন্ত জটিল ও ভয়াবহ হতে পারে। তখন উভয় গ্রুপই বিষয়টি শায়েখ আইমান আয্ জাওয়াহিরী হাফি.'র কাছে পেশ করে এবং তারা এ ব্যাপারে সম্মত হয় যে, শায়েখ আইমান আয্ জাওয়াহিরী হাফি. যে ফায়সালা দিবেন তা উভয়েই মেনে নিবে।

শায়েখ আবু আব্দুল আযীয আল-কাতারী রহ. একজন বর্ষীয়ান মুজাহিদ ছিলেন। যার জীবনের পুরো সময়টা কাটে ময়দানে ও কারাগারে। যিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আফগান জিহাদে, অতপর ইরাক জিহাদে অংশ নিয়েছেন। শায়েখ উসামা রহ. সাথে সময় কাটিয়েছেন। যাকে 'শামের আয্যাম' বলে ডাকা হয়। আদনানী যার ব্যাপারে স্বীয় বয়ান 'মা কানা হাযা মানহাজুনা ওয়ালাই ইয়াকুন' এর মধ্যে প্রশংসা করেছে। দাওলা ও নুসরার মতপার্থক্যের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য লক্ষণীয়,

أنا كنت شاهدا على الشيخ الجولاني وشاهدا على الشيخ البغدادي كليهما قال: نحن ننتظر من الشيخ د.أيمن الظواهري –حفظه الله– إذا جاء الأمر ياشيخ بغدادي ارجع إلى ما كنت عليه في دولة العراق الإسلامية، قال: سمعا وطاعة، أذهب أنا وجنودي إلى ما كنا عليه.. ياشيخ جولاني إذا اتاك الأمر من الشيخ أيمن أن تلتحق بدولة العراق الإسلامية، قال: أنا جندي من جنود الإسلام.

‘আমি নিজেই সাক্ষী আছি শায়েখ জাওলানী ও শায়েখ বাগদাদীর ব্যাপারে। উভয়েই বলেছেন, আমরা অপেক্ষা করছি, শায়েখ আইমান আয্ জাওয়াহিরী হাফি.‘র পক্ষ থেকে ফায়সালা আসার। যখন এই আদেশ আসবে যে, হে শায়েখ বাগদাদী! আপনি যেখানে ছিলেন- আদ-দাউলাতুল ইসলামিয়্যা ইরাকে, সেখানে ফিরে যান। শায়েখ বাগদাদী বলেন, তখন শ্রবণ ও আনুগত্যের সাথে আমি ও আমার সৈনিকরা যেখানে ছিলাম সেখানে ফিরে যাব। ... হে শায়েখ জাওলানী! যদি শায়েখ আইমানের পক্ষ থেকে আপনার জন্য আদেশ আসে, আপনি আদ-দাউলাতুল ইসলামিয়্যার সাথে যুক্ত হয়ে যান? শায়েখ জাওলানী বলেন, আমি তো ইসলামের সৈনিকদের মধ্যে একজন সৈনিক[১]।

একইভাবে দাউলার হলবের (আলেপ্পোর) শরীয়া বিভাগের প্রধান আবু বকর আল-কাহতানী স্বীকার করেন যার অডিও রেকর্ড আমাদের কাছে বিদ্যমান- তিনি বলেন,

فإذا أتى فصل الشيخ أيمن الظواهري فالذي –نصًا– أبو بكر البغدادي قال: أقسم بالله أن كل من بايع الدولة هو بمقتضى أمر الشيخ أيمن الظواهري محلول البيعة.

‘যখন শায়েখ আইমান আয্ জাওয়াহিরী হাফি.‘র পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত আসবে তখন এ ক্ষেত্রে আবু বকর আল-বাগদাদীর স্পষ্ট মত হল: ‘আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যে ব্যক্তিই তখন দাউলাকে বায়আত দিবে, শায়েখ আইমানের আদেশের কারণে তার বায়আতের বৈধতা পাবে।’[২]

---

[১] www.youtube.com/watch?v=b04fQqCitEY

[২] www.youtube.com/watch?v=VoEoYUkBf7w

শায়েখ আবু সুলাইমান আল-মুহাজির হাফি.। যিনি বাগদাদীসহ দাউলার প্রধানদের সাথে অনেক বৈঠক করেছেন। জাবহাতুন নুসরার সাথে মতপার্থক্যের সময় দাউলা তাকেই মধ্যস্থতাকারী হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তিনি নিজেই এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষী রেখে বলেন,

وأذكر هنا حادثة أخرى وقعت أثناءَ واسطتي الأولى فكان مما قالهُ لي البغدادي عندما كنا نناقش حل الخلاف قال: لو أمرني الشيخ أيمن أن أسلم ملف الشام الى غيري لفعلت إنتهى كلامه.

'আমি এখানে অপর একটি ব্যাপার উল্লেখ করছি, যা আমার প্রথম মধ্যস্থতার সময় ঘটেছিল। যখন আমরা মতানৈক্যর সমাধান নিয়ে পর্যালোচনা করছিলাম তখন বাগদাদী বললেন, 'যদি শায়েখ আইমান আয্ জাওয়াহিরী আমাকে শামের ফাইল অন্য কারো হাতে হস্তান্তর করতে আদেশ করেন তাহলে আমি তা-ই করব।'

তিনি আরও বলেন,

ودليلاً آخر على أنهم رضوا بحكم أميرنا وأميرهم آنذاك الشيخ أيمن هو أنهم بعد أن طلبوا مني أن أعقدَ محكمة شرعية تفصل بين الجبهة وجماعة الدولة في الأزمة الاولى رفضوا انعقاد المحكمة وتراجعوا معللين ذالك بأنهم ينتظرون رد الشيخ أيمن – حفظه الله ورعاه – فلا مجال لحكم آخر اللهم إني أشهدك أن البغدادي قد صرّح برضاهُ بالشيخ أيمن الظواهري حكماً وقاضيا وزعم العدناني خلاف ذالك اللهم من كان منا كاذبا فأجعل عليهِ لعنتك وأرنا فيهِ آيةً وأجعلهُ عبرة.

'তারা যে আমাদের আমীর এবং তাদের সে সময়ের আমীর- শায়েখ আইমান আয্ জাওয়াহিরীর ফায়সালা মেনে নিতে সম্মত হয়েছিল তার আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে: সমস্যার প্রথম দিকে যখন অনেকেই আমার কাছে আবেদন করল, যেন আমি একটি শরয়ী মাহকামাহ (আদালত) নির্ধারণ করি, যা দাউলা ও জাবহার বিবাদ নিরসনে কাজ করবে, তখন তারা মাহকামা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি প্রত্যাখ্যান করল। তারা এই কথা বলে পিছুটান

দিল যে, তারা শায়েখ আইমান আয্ জাওয়াহিরী হাফি.‘র জবাবের অপেক্ষা করছে। সুতরাং অন্য কারো ফায়সালার সুযোগ বর্তমানে নেই।

হে আল্লাহ! আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, বাগদাদী শায়েখ আইমানকে বিচারক ও ফায়সালাকারী মানার ব্যাপারে স্পষ্ট সম্মতি প্রকাশ করেছিল অথচ আদনানী এর বিপরীত দাবি করেছে।

হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী আপনি তার উপর আপনার লা‘নত বর্ষণ করুন। আর আমাদেরকে এ ব্যাপারে আপনার নিদর্শন দেখান এবং তার পরিণতিকে (অন্যদের জন্য) উপদেশ বানান।’[৩]

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হল: দাউলা এই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল যে, শায়েখ আইমান থেকে যে আদেশ আসবে, তারা তা মেনে নেবে, চাই তা তাদের মনোঃপুত হোক বা না হোক। ফলে এর মাধ্যমে এই ফিতনারও অবসান হবে, মুসলিমদের মাঝে অন্যায়-রক্তপাত বন্ধও হবে এবং তাদের ঐক্য অটুট থাকবে। অতঃপর শায়েখ আইমান আয্ জাওয়াহিরী হাফি.‘র পক্ষ থেকে ফায়সালা আসল:

ج – تلغى دولة العراق والشام الإسلامية، ويستمر العمل باسم دولة العراق الإسلامية.

د – جبهة النصرة لأهل الشام فرع مستقل لجماعة قاعدة الجهاد يتبع القيادة العامة.

هـ – الولاية المكانية لدولة العراق الإسلامية هي العراق.

و – الولاية المكانية لجبهة النصرة لأهل الشام هي سوريا.

১. ‘দাউলাতুল ইরাক ওয়াশ শাম আল-ইসলামিয়্যা’ বিলুপ্ত হয়ে এখন থেকে কার্যক্রম চলবে ‘দাউলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যা’ নামে।

---

[৩] www.youtube.com/watch?v=QX6zACLGPJU

২. ‘জাবহাতুন নুসরাহ লি-আহলিশ শাম’ কায়েদাতুল জিহাদের ভিন্ন একটি শাখা হিসাবে গণ্য হবে। তা মূল নেতৃত্বের আনুগত্য করবে।

৩. দাউলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যার কাজের স্থান হবে ইরাক।

৪. জাবহাতুন নুসরাহ লি আহলিশ শামের কাজের স্থান হবে সিরিয়া।[8]

আমীরের পক্ষ থেকে এই ফায়সালা আসার পর, ফায়সালা তাদের প্রবৃত্তির অনুকূলে না হওয়ায় তারা তা অমান্য করল। খোঁড়া যুক্তি দিয়ে নিজেদের মতের উপর অটল থাকল ও আমীরের আনুগত্য পরিত্যাগ করল। আমীরের অবাধ্যতা করল। নিজেদের ওয়াদা রক্ষা করল না। যার ফলে ফিতনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেল। অন্যায়-রক্তপাত শুরু হল।

অপরাধ-২ - ওয়াজিব বায়আত ভঙ্গ করা

দাউলার অপরাধসমূহের মধ্যে আরেকটি হচ্ছে, আল-কায়েদার হাতে তাদের যে বায়আত ছিল তারা তা ভঙ্গ করেছে। ২০০৬ সালে আবু মুসআব আয-যারকাবী রহ. এর শাহাদাতের পর, আল-কায়েদার ইরাক শাখার নেতৃত্বে আসেন আবু হামযা আল-মুহাজির রহ.। অতঃপর ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে ইরাকের ৮/১০ টি মুজাহিদীন গ্রুপ একত্রিত হয়ে ‘আদ দাউলাতুল ইসলামিয়্যা ফিল ইরাক’ গঠন করে। এর আমীর নিযুক্ত হন আবু ওমর আল-বাগদাদী রহ.। আর এর মাঝে আল-কায়েদার ইরাক শাখাও অন্তর্ভূক্ত ছিল। আল-কায়েদার ইরাক শাখার আমীর আবু হামযা আল-মুহাজির রহ.কে ‘আদ-দাউলাতুল ইসলামিয়্যা ফিল ইরাকে’র সেনাপতি হিসাবে নির্ধারণ করা হয়।

[8] www.youtube.com/watch?v=A182rGoC_GE

আল-কায়েদা ইরাক শাখার তৎকালীন নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে তাদের মূল আল-কায়েদার আমীরদের সাথে কোন ধরণের পরামর্শ বা আদেশ ছাড়াই এ পদক্ষেপ গ্রহণ করে ফেলে। অতঃপর শায়েখ আবু হামযা আল-মুহাজির রহ. এ ব্যাপারে মূল আল-কায়েদার আমীরদের সাথে যোগাযোগ করে এ ওজর পেশ করেন যে, নিরাপদ যোগাযোগ সম্ভব না হওয়ার কারণে আমীরদের সাথে মাশওয়ারা করা সম্ভব হয়নি। অথচ ইরাকের মুজাহিদীনের ঐক্য রক্ষার জন্য এটা (দাওলা প্রতিষ্ঠা) খুব জরুরী ছিল।

তবে তিনি আল-কায়েদার মূল আমীরদেরকে অবগত করেন যে, তিনি আবু ওমর আল-বাগদাদী রহ. কে এই শর্তে বায়আত প্রদান করেছেন যে, 'আদ-দাউলাতুল ইসলামিয়্যা ফিল ইরাক' মূল আল-কায়েদার অধীনেই থাকবে। দাউলার তৎকালীন নেতৃত্ব এর সাথে সহমত-পোষণ করেন।

এরপর দাউলার দায়িত্বশীলগণ তানযীমু কায়িদাতিল জিহাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে থাকেন; কিন্তু তানযীমু কায়িদাতিল জিহাদের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়, দাউলা যে আল-কায়েদার অনুগত এটা যেন প্রকাশ করা না হয়। আর এটা ছিল রাজনৈতিক কৌশল। কারণ শত্রুরা আল-কায়েদার গন্ধ শুনলেই সেখানে শকুনের পালের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যাপারটি আর প্রকাশ করা হয় নি। কখনো সাংবাদিক বা মিডিয়াতে শায়েখদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তারা তাউরিয়া (দ্ব্যার্থবোধক কথা) অবলম্বন করতেন। তাদের উত্তরটা হত এ রকম ইরাকে আল-কায়েদা নামে কিছু নেই। ইরাকে আল-কায়েদা দাউলার মাঝে একাকার হয়ে গেছে। শায়েখদের এই উত্তর সঠিক ছিল। কারণ, ইরাকে যে আল-কায়েদার শাখা তা আল-কায়েদা নামে নামকরণ করা হয়নি; তা 'আদ-দাউলাতুল ইসলামিয়্যা ফিল ইরাক' নামে ছিল।

দাউলা আল-কায়েদার বায়আতে আবদ্ধ হওয়ার এবং আল-কায়েদার শাখা হওয়ার প্রমাণসমূহ

প্রমাণসমূহের মধ্যে দাউলার পক্ষ থেকে আল-কায়েদাকে প্রেরিত কয়েকটি চিঠির অংশবিশেষ পেশ করা হচ্ছে, যা শায়েখ আইমান আয্ জাওয়াহিরী হাফি. দাউলার ব্যাপারে তাঁর ঐতিহাসিক শাহাদাতে উল্লেখ করেছেন। এই শাহাদার পরিপ্রেক্ষিতে, দাউলার মুখপাত্র আবু মুহাম্মদ আদনানী 'উযরান আমীরাল কায়েদাহ' নামে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন, সেখানে তিনি এই চিঠির এই অংশগুলো সত্য হবার স্বীকারোক্তি প্রদান করেন, তিনি বলেন,

إنّ كل ما ذكرتَ من شهادتك صحيح،

'আপনার শাহাদাতে যা কিছু উল্লেখ করেছেন তা সত্য।'[৫]

প্রমাণ: এক

২০১০ সালে আবু ওমর আল-বাগদাদী ও আবু হামযা আল-মুহাজির রহ. এর শাহাদাতের পর দাউলার পক্ষ থেকে আবু বকর আল-বাগদাদীকে দাউলার আমীর নিযুক্ত করা হয়।

তখন শায়েখ উসামা রহ. শায়েখ আতিয়্যাতুল্লাহ আল-লিবী রহ. কে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, যাতে বাগদাদীর ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য শায়েখের নিকট প্রেরণ করা হয়। শায়েখ পত্রে লিখেন,

"حبذا أن تفيدونا بمعلوماتٍ وافيةٍ عن أخينا أبي بكرٍ البغداديِ، الذي تم تعيينُه خلفًا لأخينا أبي عمرَ البغداديِ –رحمه اللهُ– والنائبِ الأولِ له وأبي سليمانَ الناصرِ لدينِ اللهِ، ويستحسنُ أن تسألوا عنهم مصادرَ عديدةً من إخوانِنا الذين تثقون بهم هناك، حتى يتضحَ الأمرُ لدينا بشكلٍ كبيرٍ."

---

[৫] দাউলার অফিশিয়াল মিডিয়া 'আল-ফুরকান' থেকে তাদের মুখপাত্র আবু মুহাম্মদ আদনানীর কণ্ঠে প্রকাশিত অডিও- উযরান আমীরাল কায়েদা

‘অনেক ভাল হবে, যদি আপনারা আমাদের কাছে আমাদের ভাই আবু বকর আল-বাগদাদী, যাকে আবু ওমর আল-বাগদাদীর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে, তাঁর ও তাঁর প্রধান নায়েব আবু সুলাইমান আন-নাসের লি-দিনিল্লাহের ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রেরণ করেন। আমরা ভাল মনে করছি, যদি ওখানে আমাদের যারা বিশ্বস্ত ভাই আছেন, তাদের মাধ্যমে একাধিক উৎস থেকে তাদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা হয়; যাতে আমাদের কাছে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়।’

আবু ওমর বাগদাদীর শাহাদাতের পর শায়েখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহ. দাউলার নেতৃবৃন্দের কাছে চিঠি দেন,

"نقترحُ على الإخوةِ الكرامِ في القيادةِ: أن يُولّوا قيادةً مؤقتةً تديرُ الشؤونَ ريثما يتمُ التشاورُ،

‘নেতৃত্বে থাকা সম্মানিত ভাইদেরকে আমরা প্রস্তাব করছি যে, তারা যেন কর্ম পরিচালনার জন্য অস্থায়ীভাবে কোন আমীর নিযুক্ত করে নেন, যতক্ষণ না এ ব্যাপারে মাশওয়ারা সম্পূর্ণ হয়।’

এর প্রতি উত্তরে দাউলার মাজলিসে শূরার প্রতিনিধি শায়েখ আতিয়্যাতুল্লাহকে যে চিঠি প্রেরণ করেন তাতে তারা উল্লেখ করেন,

نحيطُكم علمًا مشايخَنا وولاةَ أمرِنا الكرامَ أن دولتَكم الإسلاميةَ في بلادِ الرافدين بخيرٍ ومتماسكةٍ

‘হে আমাদের মাশায়েখ ও সম্মানিত দায়িত্বশীলগণ! আমরা আপনাদেরকে জানাতে চাই, বিলাদুর রাফিদাইনে (ইরাকে) আপনাদের দাউলাতুল ইসলামিইয়্যাহ কল্যাণ ও ঐক্যর সাথে আছে।’

তিনি আরও লিখেন,

أجمع الإخوةُ هنا وفي مقدمتِهم الشيخُ أبو بكرٍ –حفظه اللهُ– ومجلسُ الشورى على أنه لا مانعَ من أن تكونَ هذه الإمارةُ مؤقتةً.

‘আমাদের এখানকার ভাইয়েরা, -যাদের সম্মুখভাগে আছেন শায়েখ আবু বকর হাফি. ও মজলিসে শুরা- একমত হয়েছেন যে, এই ইমারাহ অস্থায়ী হতে কোন বাঁধা নেই।’

আরও লিখেন,

شيوخَنا الأفاضلَ.. بعد مقتلِ الشيخينِ حاول مجلسُ الشّورى تأخيرَ الإعلانِ عن الأميرِ الجديدِ حتى يأتينا أمرٌ منكم بعد تأمينِ الاتّصالِ، ولكننا لم نستطعْ تمديدَ فترةِ التأخيرِ أكثرَ لعدةِ أسبابٍ، من أهمِها تربّصُ الأعداءِ في الداخلِ والخارجِ،

‘আমাদের সম্মানিত শায়েখগণ! শায়েখদয়ের শাহাদাতের পর, মজলিসে শুরা চেষ্টা করেছিল, নিরাপদ যোগাযোগের মাধ্যমে আপনাদের পক্ষ থেকে আদেশ আসা পর্যন্ত নতুন আমীরের ব্যাপারে ঘোষণা দিতে দেরী করা হবে; কিন্তু একাধিক কারণে আমাদের পক্ষে খুব বেশি বিলম্ব করা সম্ভব হয়নি। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি ছিল ভিতরে ও বাইরে শত্রুদের ওঁৎ পেতে থাকা।’

এরপর তারা লিখেন,

وإنّ إرسالَ أيِ شخصٍ من قبلِ المشايخِ عندكم –إن رأوا أن ذلك من تمامِ تحقيقِ المصلحةِ– ليتسلمَ الإمارةَ فلا مانعَ لدينا، وسيكونُ الجميعُ هنا جنودًا له عليهم واجبُ السّمعِ والطّاعةِ، وهذا الالتزامُ مجمعٌ عليه من مجلسِ الشّورى والشيخِ أبي بكرٍ حفظهم الله."

‘যদি আপনাদের ওখানকার শায়খদের পক্ষ থেকে কাউকে প্রেরণ করা হয়, তার হাতে ইমারাকে হস্তান্তর করার জন্য, তাতে আমাদের পক্ষ থেকে কোন আপত্তি নেই; যদি তারা মনে করেন এর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ সাধিত হবে। আমরা সকলে সাথে সাথে তাঁর সৈনিক হয়ে যাব, সকলের উপর তার শ্রবণ

ও আনুগত্য করা ওয়াজিব মনে করব। আর এই কর্তব্যের ব্যাপারে মজলিসে শুরা ও শায়েখ আবু বকর হাফি. সকলেই একমত পোষণ করেছেন।'[৬]

দাউলা যদি আল-কায়েদার শাখা না হত, আল-কায়েদার সাথে তাদের বায়আত না থাকত, তাহলে কিভাবে তারা তাদের ইমারার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করে যে, বাগদাদীর নেতৃত্বে যে ইমারা, তা একটি অস্থায়ী ইমারা? আল-কায়েদার উমারাগণ চাইলে এই ইমারা নাও রাখতে পারেন।

দাউলা যদি আল-কায়েদার অনুগত না হত তাহলে কেন তাদের মজলিসে শুরা চেষ্টা করছিল আল-কায়েদার শায়েখদের থেকে আদেশ আসার আগ পর্যন্ত নতুন আমীরের নাম ঘোষণা না দিতে, কিন্তু দ্রুত যোগাযোগ সম্ভব না হওয়ায় বাধ্য হয়ে বাগদাদিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, যাতে শত্রুরা সুযোগ নিতে না পারে!

দাউলার পক্ষ থেকে বলা হয়, খোরাসান থেকে শায়েখগণ যদি কাউকে পাঠান, তাহলে তার হাতে ইমারার দায়িত্ব হস্তান্তর করা হবে। বাগদাদীসহ সকলেই তার সৈনিক হয়ে যাবে। সকলের উপর ওয়াজিব হবে তার কথা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা।

সুবহান আল্লাহ! দাউলার প্রস্তাব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, দাউলা আল-কায়েদার একটি শাখা ছিল, যার আমীর ছিলেন শায়েখ উসামা রহ.।

প্রমাণ: দুই

দাউলার পক্ষ থেকে যিনি আল-কায়েদার মূল নেতৃত্বর সাথে যোগাযোগের দায়িত্বে ছিলেন, শায়েখ উসামা রহ. এর শাহাদাতের পর ১৪৩২ হিজরীর ২০

[৬] দেখুনঃ দাউলার ব্যাপারে শায়েখ আইমান হাফি. এর সাক্ষ্যপ্রদান। আর দাউলার মুখপাত্র আদনানী নিজেও এই চিঠিগুলো সত্য হবার সাক্ষ্য দিয়েছেন

জুমাদাল উখরা তিনি শায়েখ আতিয়্যাতুল্লাহকে একটি চিঠি প্রেরণ করেন, সেখানে তিনি লিখেন,

"أوصى الشّيخُ –حفظه اللهُ– أن نطمئنَكم على الأوضاعِ هنا، فالأمورُ في تحسّنٍ وتطوّرٍ وتماسكٍ ولله الحمد، وهو يسألُ عن المُناسبِ من وجهةِ نظرِكم عند إعلانِ الأميرِ الجديدِ للتنظيمِ عندكم، هل تُجدّدُ الدّولةُ بيعتَه علنًا أم تكون سرّاً كما هو معلومٌ معمولٌ به سابقًا؟، وهذا لتعلموا أنّ الإخوةَ هنا سهامٌ في كنانِتكم.

'শায়েখ বাগদাদী হাফি. আমাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন এখানের অবস্থার ব্যাপারে আপনাদেরকে আশ্বস্ত করি। আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের কার্যক্রম উন্নতি অগ্রগতি ও দৃঢ়তার সাথে চলছে। তিনি (বাগদাদী) জানতে চেয়েছেন, আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? যখন আপনাদের পক্ষ থেকে তানযীমের নতুন আমীর ঘোষণা দেওয়া হবে, তখন কি দাউলা প্রকাশ্যে নতুনভাবে বায়আত প্রদান করবে, না বায়আত গোপনই থাকবে, যেমনটি পূর্ব থেকেই ছিল? আর এটা এ কারণে, যাতে আপনারা জানতে পারেন যে, এখানকার ভাইয়েরা আপনাদের তূণীরের তীর মাত্র।'

এই চিঠিটি শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি. দাউলার ব্যাপারে দেওয়া তার শাহাদতের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আর আদনানী নিজেই তার বয়ান 'উযরান আমীরাল কায়িদাহ'র মধ্যে স্বীকার করেছেন যে, শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী যে চিঠিগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন তা সত্য।[৭]

এখানে দাউলার পক্ষ থেকে শায়েখ আতিয়্যাতুল্লাহ্র কাছে জানতে চাওয়া হচ্ছে, যখন আপনাদের পক্ষ থেকে তানযীমের নতুন আমীর ঘোষণা দেওয়া

[৭] দেখুনঃ দাউলার ব্যাপারে শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি. এর সাক্ষ্যপ্রদান। দাউলার মুখপাত্র নিজেই এই চিঠিগুলো সত্য হবার সাক্ষ্য দিয়েছেন

হবে, তখন কি দাউলা প্রকাশ্যে নতুনভাবে বায়আত প্রদান করবে নাকি বায়আত গোপনই থাকবে, যেমনটি পূর্ব থেকেই ছিল?

অতএব এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হল, দাউলা আল-কায়েদার একটি শাখামাত্র এবং আল-কায়েদার হাতেই তাদের বায়আত ছিল।

প্রমাণ: তিন

১৪৩৩ হিজরীর ৭ জিলহজ্ব আবু বকর আল-বাগদাদী শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি. এর কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করেছেন, সেখানে তিনি লিখেন,

"إلى أميرنا الشيخ الدكتور أبي محمّد أيمن الظّواهري حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته."

'পত্রটি আমাদের আমীর শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি. এর নিকট। আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'

অতঃপর চিঠিতে উল্লেখ করেন,

"شيخنا المبارك؛ نودّ أن نبيّن لكم ونعلن لجنابكم أننا جزءٌ منكم، وأنّنا منكم ولكم، وندين الله بأنكم ولاةُ أمورنا ولكم علينا حقّ السّمع والطّاعة ما حيينا، وأنَّ نُصحكم وتذكيركم لنا هو حقٌّ لنا عليكم، وأمركُم مُلزم لنا، ولكن قد تحتاج المسائل أحياناً بعض التبيين لمعايشتنا واقع الأحداث في ساحتنا، فنرجو أن يتّسع صدركم لسماع وجهة نظرنا، ولكم الأمر بعد ذلك وما نحن إلا سهامٌ في كنانتكم."

'সম্মানিত শায়েখ! আমি আপনাদের সামনে স্পষ্ট করছি ও ঘোষণা দিচ্ছি যে, আমরা আপনাদের সংগঠনের একটি অংশ। আমরা আপনাদের থেকে এবং আপনাদের জন্যই। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আপনারা হচ্ছেন আমাদের 'উলুল আমর' (দায়িত্বশীল)। আমরা যতদিন জীবিত আছি, ততদিন আমাদের উপর আপনাদের এই হক রয়েছে যে, আমরা আপনাদের নির্দেশ শ্রবণ করব আর সেগুলোর আনুগত্য করব। আর আপনারা আমাদেরকে উপদেশ

দিবেন ও নসিহত করবেন; এটা আপনাদের উপর আমাদের হক। আপনাদের আদেশ আমাদের জন্য অবশ্যপালনীয়। কিন্তু কখনো কখনো আমাদের ভূমির বাস্তব হালাত ও অবস্থার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং আমরা আশা রাখি, আপনারা আমাদের মতামত শোনার জন্য আপনাদের হৃদয়গুলো প্রশস্ত রাখবেন। সর্বোপরি আদেশ শুধু আপনাদের পক্ষ থেকেই। আমরা শুধু আপনাদের তূণীরের তীর মাত্র।'

উক্ত চিঠিতে আপনারা বাগদাদীর শব্দগুলোর প্রতি একটু লক্ষ্য করুন-

أننا جزءٌ منكم،

'আমরা আপনাদের সংগঠনের একটি অংশ।'

وأنّنا منكم ولكم

'আমরা আপনাদের থেকে এবং আপনাদের জন্যই।'

وندين الله بأنكم ولاةُ أمورنا

'আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আপনারা হচ্ছেন আমাদের উলুল আমর (দায়িত্বশীল)।'

ولكم علينا حقّ السّمع والطّاعة ما حيينا،

'আমরা যতদিন জীবিত আছি ততদিন আমাদের উপর আপনাদের এ হক রয়েছে যে, আমরা আপনাদের কথা শ্রবণ করব আর তার আনুগত্য করব।'

وأمركُم مُلزم لنا

'আপনাদের আদেশ আমাদের জন্য অবশ্যপালনীয়।'

ولكم الأمر بعد ذلك

'তবে সর্বোপরি নির্দেশ শুধু আপনাদের পক্ষ থেকেই।'

وما نحن إلا سهامٌ في كنانتكم

‘আর আমরা শুধু আপনাদের তূণীরের তীর মাত্র।’[৮]

বাগদাদীর উক্ত চিঠি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, বাগদাদীর শরয়ী আমীর হচ্ছেন শায়েখ আইমান হাফি.। দাউলা হচ্ছে আল-কায়েদার অনুগত; যা বাগদাদী নিজেই স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন। এতটা নিশ্চিতভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, এ ব্যাপারে ধূম্রজাল সৃষ্টি করার বিন্দুমাত্র অবকাশ কারো নেই।

প্রমাণ: চার

দাউলার মুখপাত্র আদনানী শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি. এর কাছে একটি সাক্ষ্যপ্রদান লিখে পাঠায়, সাক্ষ্যপ্রদানটি শেষ করে এভাবে-

"كتبها العبدُ الفقيرُ أبو محمدٍ العدنانيُّ

في 19/جمادى الاولى / 1434هـ

معذرةً إلى اللهِ تعالى، ثم إلى الأمةِ، ثم إلى أمرائه الشيخِ الدكتورِ أيمنَ الظواهريِ، ثم الى الشيخِ الدكتورِ أبي بكرٍ البغداديِ حفظهم اللهُ."."

‘লিখেছে: অসহায় বান্দা আবু মুহাম্মদ আল-আদনানী

১৯ জুমাদাল উলা, ১৪৩৪ হিজরী।

সে অপারগতা প্রকাশ করছে, আল্লাহ তাআলার কাছে, অতঃপর উম্মাহরকাছে, অতঃপর তার আমীর শায়েখ ডঃ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি. ও শায়েখ আবু বকর আল-বাগদাদীর কাছে।’

---

[৮] দেখুনঃ দাউলার ব্যাপারে শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি. এর সাক্ষ্যপ্রদান। আর দাউলার মুখপাত্র নিজেই এই চিঠিগুলো সত্য হবার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

এখানে আদনানী নিজেই নিজের আমীর হিসাবে শায়েখ আইমানের নাম উল্লেখ করেছেন।[৯]

প্রমাণ: পাঁচ

২৯ জুমাদালঊলা ১৪৩৪ হিজরীতে বাগদাদী শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি. 'র প্রতি সর্বশেষ চিঠি প্রেরণ করে। তাতে তিনি শায়েখকে সম্বোধন করে বলেন,

"فإلى أميرِنا الشيخِ المفضالِ."

'আমাদের আমীর সম্মানিত শায়েখের প্রতি।'

অতঃপর লিখেন,

"وقد وصلني الآنَ أن الجولانيَ أخرج كلمةً صوتيةً يُعلنُ فيها البيعةَ لجنابِكم مباشرةً،

'আমরা জানতে পারলাম, জাওলানী একটি অডিও প্রকাশ করেছে, তাতে তিনি সরাসরি আপনাদের কাছে বায়আত দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।'

এখানে বাগদাদী বলছেন, 'জাওলানী সরাসরি আপনাদের কাছে বায়আত দিয়েছেন।' এর অর্থ কি এই নয় যে, আগে জাওলানীর বায়আত ছিল বাগদাদীর হাতে, আর বাগদাদীর বায়আত ছিল শায়েখ আইমানের হাতে। কিন্তু এখন জাওলানী সরাসরি শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি.'র

[৯] দেখুনঃ দাউলার ব্যাপারে শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি. এর সাক্ষ্যপ্রদান। আর দাউলার মুখপাত্র নিজেই এই চিঠিগুলো সত্য হবার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

কাছে বায়আত প্রদানের ঘোষণা দিচ্ছেন! অন্যথায় এখানে ‘সরাসরি’ শব্দের প্রয়োগ কখনোই হত না।[১০]

প্রমাণ: ছয়

শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি. যখন বাগদাদীকে নির্দেশ দিলেন, দাউলার প্রসার শামে না ঘটাতে, বরং শামের রণক্ষেত্র জাবহাতুন নুসরার জন্য ছেড়ে দিন। তখন দাউলা সিদ্ধান্ত নিল তারা শামে থাকবে, আর এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা মূল আল-কায়েদার একজন আমীরের কাছে চিঠি লেখে,

فما قررنا البقاءَ إلا بعد أن تبين لنا أن طاعتَنا لأميرِنا معصيةٌ لربنا ومهلكةٌ لمن معنا من المجاهدين وخاصّةً المهاجرين، فاطعنا ربَنا وآثرنا رضاه على رضا الأميرِ، ....، ولا يقال عمّن عصى أمرًا لأميرٍ يرى فيه مهلكةً للمجاهدين ومعصيةً للهِ تعالى أنه أساءَ الأدبَ.

‘আমরা শামে থাকার সিদ্ধান্ত তখনি গ্রহণ করেছি, যখন আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে যে, আমাদের আমীরের নির্দেশের আনুগত্য করা আমাদের জন্য রবের অবাধ্যতা ও আমাদের সাথে যে মুজাহিদগণ আছেন তাদের জন্য ক্ষতিকর হবে। বিশেষ করে মুহাজিরদের জন্য। তাই আমরা আমাদের রবের আনুগত্য করলাম ও তাঁর সন্তুষ্টিকে আমীরের সন্তুষ্টির উপর প্রাধান্য দিলাম। ...... আর যে আমীরের এমন আদেশ লঙ্ঘন করে, যার মধ্যে সে মুজাহিদদের ধ্বংস ও আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা দেখে, তার ব্যাপারে একথা বলা যাবে না যে, সে বেয়াদবী করেছে।’

আল-কায়েদার মূল নেতৃত্বকে দেওয়া সর্বশেষ চিঠিতেও বাগদাদী শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি. কে নিজ আমীর বলে স্বীকার করেছেন।

[১০] দেখুনঃ দাউলার ব্যাপারে শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি.‘র সাক্ষ্যপ্রদান। আর দাউলার মুখপাত্র নিজেই এই চিঠিগুলো সত্য হবার সাক্ষ্য দিয়েছেন

আর তাঁর আদেশ পালন করতে অক্ষম হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর আদেশ পালন করলে রবের অবাধ্যতা করা হবে, তাই তা পালন করা সম্ভব নয়। যদি দাউলার বায়আত আল-কায়েদার হাতে না থাকত তাহলে তার আদেশ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে এই প্রমাণ পেশের কোন প্রয়োজনই ছিল না। আর তার আদেশ না মানা রবের অবাধ্যতা হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না।[১১]

প্রমাণ: সাত

শায়েখ আবু সুলাইমান আল-মুহাজির হাফি.। যিনি বাগদাদীসহ দাউলার প্রধানদের সাথে অনেক বৈঠক করেছেন। জাবহাতুন নুসরার সাথে বিবাদের সময় দাউলা তাকেই মধ্যস্থতাকারী হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তিনি নিজেই এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষী রেখে বলেন,

في الأزمة الأولى بعد إعلانهم الدولة فعندما بدأت الأخبار تنتشر أن بيعتهم للبغدادي كانت بيعةً متصلة للشيخ أيمن الظواهري وليست بيعةً كاملة وإنما هي بيعة نصرة ومحبةً فقط على حد وصف شرعيهم أبي بكر القحطاني ولا أدري ما نوع هذه البيعة التي يتكلم عنها , فتعجبنا لهذا الأمرِ وواجهنا البغدادي بنفسه بهذا الكلام في حضرة شرعيهم هذا فكان رد البغدادي: معاذ الله إن في عنقي بيعة حقيقة للشيخ أيمن على السمع والطاعة في المنشط والمكرة والعسر واليسر إنتهى كلامه فأكد لنا ما كنا نعلمهُ بدايةً من أنهُ جندي من جنود تنظيم قاعدة الجهاد يسمع ويطيع لأميرهِ كباقي مسؤولي الأقاليم. اللهم إني أشهدك أني سمعت البغدادي نفسه يقول أن في عنقه بيعة للشيخ أيمن الظواهري.

‘দাউলা ঘোষণার পর প্রথম সঙ্কটের সময় যখন এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, বাগদাদীর প্রতি তাদের বায়আত শায়েখ আইমানের বাইআতের সঙ্গে যুক্ত

---

[১১] দেখুনঃ দাউলার ব্যাপারে শায়েখ আইমান আয্-জাওয়াহিরী হাফি.‘র সাক্ষ্যপ্রদান। আর দাউলার মুখপাত্র নিজেই এই চিঠিগুলো সত্য হবার সাক্ষ্য দিয়েছেন

ছিল মাত্র। একক ও পূর্ণাঙ্গ বায়আত ছিল না; বরং তাদের শরীয়া বিভাগের দায়িত্বশীল আবু বকর আল-কাহতানীর সংজ্ঞা অনুযায়ী (শায়েখ আইমানকে দেওয়া বায়আতটি ছিল) ভালবাসা ও সাহায্যের বায়আত। আমরা জানি না, এটা আবার কোন ধরণের বায়আত, কাহতানী যার স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন। আমরা এর কারণে হতভম্ব হলাম। অতঃপর স্বয়ং বাগদাদীর সামনে তাদের শরীয়া বিভাগের দায়িত্বশীলের নিকটই এই ব্যাপারটি পেশ করলাম। তখন সে কথাটিকে বাগদাদী এভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন, 'আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, নিশ্চয় আমার কাঁধে সুখে-দুঃখে স্বচ্ছলতায়-অস্বচ্ছলতায় শ্রবণ ও আনুগত্যের উপর শায়েখ আইমানের হাকিকী (প্রকৃত) বায়আত বিদ্যমান।' বাগদাদী আমাদের সামনে এমন একটি ব্যাপার নিশ্চিত করলেন, যা আমরা পূর্বে জানতাম যে, তিনিও আল-কায়েদার সৈনিকদের মধ্য থেকে একজন সৈনিক। অন্যান্য অঞ্চলের দায়িত্বশীলদের মত তিনিও তার আমীরের কথা শুনেন ও মানেন।

হে আল্লাহ! আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি, আমি নিজেই বাগদাদীকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় তাঁর কাঁধে শায়েখ আইমানের বায়আত বিদ্যমান।'[১২]

উপরোক্ত প্রমাণসমূহ থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হল, দাউলা তানযীমু কায়িদাতিল জিহাদের একটি শাখা ছিল ও তানযীমের হাতে তাদের বায়আত ছিল। কিন্তু কোন শরয়ী কারণ ছাড়া তারা এই ওয়াজিব বায়আত ভঙ্গ করেছে। খিলাফত ঘোষণার পূর্বে তারা যে অপরাধগুলো করেছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে ওয়াজিব বায়আত ভঙ্গ করা।

---

[১২] www.youtube.com/watch?v=QX6zACLGPJU

অপরাধ-৩ - মিথ্যা বলা

তাদের অপরাধ সমূহের মধ্যে আরেকটি হচ্ছে মিথ্যা বলা। যা একাধিকবার তাদের মুখপাত্র আদনানীর মুখে অফিসিয়ালভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

মিথ্যাঃ ১ - দাউলা কখনো কায়েদাতুল জিহাদের অধীনে ছিল না।

যেমন, আদনানী তার বয়ানে বলেছেন,

الدولةُ ليست فرعاً تابعاً للقاعدة، ولم تكن يوماً كذلك،

'দাউলা আল-কায়েদার আনুগত কোন শাখা নয়, আর কখনও এমন ছিলও না।'[১৩]

আমরা পূর্বে প্রমাণ করেছি, দাউলা যে আল-কায়েদার একটি শাখা ছিল তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। বাগদাদী নিজ মুখেই তা স্বীকার করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি আল্লাহ তাআলার শপথও করেছেন। কিন্তু তারই মুখপাত্র বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অকপটে জোর গলায় মিথ্যা বলছেন। যেহেতু তিনি মুখপাত্র, সুতরাং এর দায়ভার শুধু তার উপরেই বর্তাবে না, বরং তার আমীর বাগদাদী এবং দাউলার উপর বর্তাবে। তারাও মিথ্যাবাদী হিসাবে বিবেচিত হবে।

মিথ্যাঃ২ - দুনিয়ায় এমন কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি নেই, যে শরয়ী মাহকামা চালাতে পারে!

শামে যখন মুজাহিদীনের মাঝে দ্বন্দ্ব শুরু হল, রক্তের বণ্যা আর দোষারোপের চর্চা বেগবান হল; যার ফলে সত্যবাদী প্রতিটি মুমিনের হৃদয়ে

[১৩] দাউলার অফিশিয়াল মিডিয়া 'আল-ফুরকান' থেকে তাদের মুখপাত্র আবু মুহাম্মদ আদনানীর কণ্ঠে প্রকাশিত অডিও- উযরান আমীরাল কায়েদা

রক্তক্ষরণ শুরু হল, তখন উম্মাহর অনেক মুখলিস ব্যক্তি এই সংঘর্ষ বন্ধের প্রায়াস চালান। তারা উভয় পক্ষের সামনে নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের মাধ্যমে সালীশ আদালত গঠন করার প্রস্তাব পেশ করলেন। কারণ এটা ছাড়া অন্যায়-রক্তপাত বন্ধের আর কোন উপায় নেই।

দাউলা বুঝতে পারল নিরপেক্ষ আদালাত গঠিত হলে তাদের অপরাধ প্রকাশ পেয়ে যাবে, তাই তারা এটাকে প্রত্যাখ্যান করল, আর এর কারণ হিসাবে নতুন এক মিথ্যার অবতারণা করল। শায়েখ আইমান আয জাওয়াহিরী হাফি. উপর এক অবাস্তব মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দিল। দাউলার মুখপাত্র তার বয়ানে বলল,

لأنكَ شققت المسلمين شقّين لا ثالثَ لهُما؛ شقّ مع الدولة وأنصارها، وشقّ مع الفرق المُطالبة بالمحكمة المستقلّة

কারণ, আপনি (শায়েখ আইমান) সকল মুসলিমকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন, তৃতীয় কোন পক্ষ বাকি নেই। এক পক্ষ দাউলা ও দাউলার সাহায্যকারীদের সাথে। আর আরেক পক্ষ স্বতন্ত্র সালীশ আদালত তলবকারীদের সাথে।[১৪]

নিজেদের অপরাধকে ঢাকতে অকপটে কীভাবে ডাহা মিথ্যা বলা হল। আসলেই কি ঐ সময় সকল মুসলিম দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, তৃতীয় কোন পক্ষ নেই বলে স্বতন্ত্র সালীশ সম্ভবপর ছিল না? এ দাবি কতটা যৌক্তিক।

অথচ তখন কত মুজাহিদীন, উলামা ও তালিবুল ইলম নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিলেন। উম্মাহর অনেক মুজাহিদীন ও সেনাপতি নিরপেক্ষভাবে মুজাহিদীনের মাঝে প্রবাহিত এই অন্যায়-রক্তপাত বন্ধের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা

---

[১৪] প্রাগুক্ত

ব্যয় করছিলেন, যেমন: শায়েখ সুলাইমান আল-উলওয়ান, শায়েখ আবু আব্দিল আযীয রহ., শায়েখ আব্দুল্লাহ আল-মুহাইসিনী, শায়েখ ইব্রাহিম আর-রুবাইশ, শায়েখ আবু সুলাইমান আল-মুহাজির প্রমুখ।

অপরাধ-৪ - রক্তপাত বন্ধে স্বতন্ত্র শরয়ী মাহকামা (আদালত) প্রত্যাখ্যান

দাউলার অপরাধসমূহের মধ্যে একটি বড় অপরাধ হচ্ছে, স্বতন্ত্র শরয়ী মাহকামাকে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বার বার প্রত্যাখ্যান করা। আর এটা এমন একটি অপরাধ, যার ফলে হাজার হাজার মুজাহিদীনের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত হচ্ছে। এর সুবিধা প্ররোটাই নিচ্ছে আমাদের শত্রুরা। মহান আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করেন,

﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾

‘আর যখন তাদেরকে আহবান করা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে, যাতে তিনি তাদের মাঝে ফায়সালা করেন, তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দল মুখ ফিরিয়ে নেয়।’[১৫]

এর বিপরীত মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

‘আর যখন মুমিনদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহবান করা হয়, যাতে তিনি তাদের মাঝে ফায়সালা করেন, তখন তারা বলে- আমরা শ্রবণ করেছি ও আনুগত্য করেছি, আর তারাই হচ্ছে সফলকাম।’[১৬]

---

[১৫] সূরা নূর, আয়াত - ৪৮

[১৬] সূরা নূর, আয়াত - ৫১

মুমিনদের প্রতি মহান আল্লাহ তাআলার একটি নির্দেশ হচ্ছে, মুমিনদের মধ্যে দুটি দল যদি বিবাদে লিপ্ত হয়, তাহলে অন্য মুমিনরা তাদের মাঝে মিমাংসা করে দিবে। এটা তাদের উপর ওয়াজিব।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ﴾

'যদি মুমিনদের মাঝে দুটি দল পরষ্পর সংঘাতে লিপ্ত হয় তাহলে তোমরা তাদের মাঝে সমাধান করে দাও। অতঃপর একদল যদি অপর দলের উপর সীমালঙ্ঘন করে তাহলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী দলের বিরুদ্ধে কিতাল কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ তাআলার বিধানের দিকে ফিরে আসে।'[১৭]

যখন দাউলা ও শামের অন্যান্য মুজাহিদীনের মাঝে বিবাদের সূচনা হল, তখন অনেক সম্মানিত আলেম ও মুজাহিদগণ কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী এর সমাধানের প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। দাউলার নেতৃবর্গ যেমন- আবু বকর আল-বাগদাদী, আবু আলী আল-আনবারী, তাদের সাথে তাঁরা বার বার বৈঠক করলেন; কিন্তু প্রতিবারই তারা নানা অজুহাতে সমাধানের পথকে প্রত্যাখ্যান করে।

যারা এ প্রচেষ্টায় জড়িত ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- শায়েখ আব্দুল্লাহ আল-মুহাইসিনী, শায়েখ আবু সুলাইমান আল-মুহাজির, শায়েখ মাকদিসী, শায়েখ আবু আব্দিল আযীয ও ইয়ামানের মুজাহিদীনগণ। আরও অনেক ওলামা ও মুজাহিদীন, যারা সে সময় নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিলেন ও প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন সমাধানের।

---

[১৭] সূরা হুজুরাত, আয়াত - ৯

শায়েখ আবু সুলাইমান আল-মুহাজিরের সাক্ষ্যপ্রদান

ودليلاً آخر على أنهم رضوا بحكم أميرنا وأميرهم آنذاك الشيخ أيمن هو أنهم بعد أن طلبوا مني أن أعقدَ محكمة شرعية تفصل بين الجبهة وجماعة الدولة في الأزمة الاولى رفضوا انعقاد المحكمة وتراجعوا معللين ذالك بأنهم ينتظرون رد الشيخ أيمن – حفظه الله ورعاه – فلا مجال لحكم آخر اللهم إني أشهدك أن البغدادي قد صرّح برضاهُ بالشيخ أيمن الظواهري حكماً وقاضيا وزعم العدناني خلاف ذالك اللهم من كان منا كاذبا فأجعل عليهِ لعنتك وأرنا فيهِ آيةً وأجعلهُ عبرة

'তারা যে আমাদের আমীর এবং তাদের তখনকার আমীর- শায়েখ আইমান আয্‌-জাওয়াহিরীর ফায়সালা মেনে নিতে সম্মত হয়েছিল তার আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে- সমস্যার প্রথম দিকে যখন অনেকেই আমার কাছে আবেদন করল, যেন আমি একটি শরয়ী মাহকামাহ (আদালত) নির্ধারণ করি, যা 'দাউলা' ও 'জাবহার' মাঝে ফায়সালা করবে, তখন তারা মাহকামা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি প্রত্যাখ্যান করল। তারা এই কথা বলে পিছুটান দিল যে, তারা শায়েখ আইমানের জবাবের অপেক্ষা করছে। সুতরাং অন্য কারো ফায়সালার সুযোগ এখন নেই।

হে আল্লাহ! আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, বাগদাদী শায়েখ আইমানকে বিচারক ও ফায়সালাকারী মানার ব্যাপারে স্পষ্ট সম্মতি প্রকাশ করেছে অথচ আদনানী এর বিপরীত দাবি করেছে।

হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী আপনি তার উপর আপনার লা'নত বর্ষণ করুন। আর আমাদেরকে এ ব্যাপারে আপনার নিদর্শন দেখান এবং তার পরিণতিকে (অন্যদের জন্য) উপদেশ বানান।[১৮]

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল-মুহাইসিনীর সাক্ষ্যপ্রদান

---

[১৮] www.youtube.com/watch?v=QX6zACLGPJU

فلما رأيتُ بوادرَ الخلافِ باديةً، ونواةَ الشقاقِ موجودةً عرضتُ ذلك على كتابِ اللهِ فألْفَيْتُهُ نصاً محكماً بيناً (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) فعَمدتُ حينئذٍ إلى (مبادرةِ المحكمةِ الإسلاميةِ) فأَبلَغنِي قادةُ الدولةِ باديَ الأمرِ بموافقتِهم المبدئيةِ فاستبشرتُ خيراً وأتممتُ التفاوضَ مع البقيةِ..

ونظراً لتباينِ الكتائبِ الموجودةِ فكرياً ومنهجياً فقد اقترحتُ أن ينحصرَ القُضاةُ في الكتائبِ التي عُرفتْ بمنهجِها الصافي بعيداً عن الإرجاءِ أو التبعيةِ أو غير ذلك، فما كان لنا أن ندعوَ للتحاكمِ إلى قُضاةٍ تَشُوبُ منهجَهُم الشوائبُ، وبعد قطعِ مراحلَ في المبادرةِ وموافقةِ الجميعِ صُدِمْتُ بموقفِ الدولةِ النهائي برفضِ (مبادرةِ المحكمةِ) فطلبتُ التعليلَ لذلك، فقالوا لي: لوجودِ ملاحظاتٍ على بعضِ الجماعات،

قلتُ إذاً ليكن القضاةُ من فصائلٍ عُرِفَ منهجُها وظهرت خبرتُها في ساحاتِ الجهادِ، كصقورِ العزِ والكتيبةِ الخضراءِ وشامِ الإسلام وغيرِها، فاعتذَروا لي من ذلك، قلتُ: إذاً ليكن قاضياً عدلاً مستقلاً، فاقترحتُ أسماءَ شَهِدَ لها أهلُ المنهجِ بالحقِ والإمامةِ كشيخِنا العلامةِ العلوان أو الشيخِ المجاهدِ إبراهيمَ الربيش أو غيرِهم؛ فرفضوا، فعرضتُ أن يكونَ القاضيْ من طلابِ العلمِ في ساحةِ الشامِ كالإخوةِ الشرعيين القادمين من خرسان المستقلين؛ فرفضوا،

فقلتُ للإخوةِ في الدولةِ: إذاً أَعطوني أيَّ مبادرةٍ للحكمِ بشرعِ اللهِ لنمتثلَ أمرَ اللهِ فيما بينَنا ولنُحَكِّمه على أنفسِنا وإخوانِنا، نحن بحاجةٍ لمحكمةٍ تقضي بين المجاهدين أنفسِهم لا يكون فيها الخصمُ حكماً، وقلتُ لإخوتي في الدولةِ: إن إخوانَكم في الجماعاتِ الجهاديةِ الأخرى يقولون كيف تريدُنا أن نحتكمَ إلى محاكمِ الدولةِ في خلافِنا معهم، فكيف يكون الخصمُ حكماً؟! ثم هل يرضون أن نحتكمَ وإيَّاهُمْ إلى محاكمِنا؟! ألم يقلِ اللهُ :((إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) فما بال إخواننا لا يقولون سمعنا وأطعنا؟! ومع ذلك رفض إخوتي في الدولة المبادرة، واللهُ المستعان.

'আমি যখন দেখতেপেলাম বিরোধের আলামত স্পষ্ট, মতানৈক্যের বীজ বিদ্যমান, তখন আমি বিষয়টি কিতাবুল্লাহর সামনে পেশ করলাম। কিতাবুল্লাহ থেকে আমি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট জবাব পেলাম: 'তোমরা যদি

দীনের কোন বিষয়ে মতভেদ করো, তাহলে তার বিধান হবে আল্লাহর বিধান।’

আর তাই আমি ‘ইসলামী মাহকামার’ উদ্যোগ গ্রহণের মনস্থ করলাম। আর তখন দাউলার দায়িত্বশীলরাও আমাকে জানালেন যে, তারাও এ ক্ষেত্রে একমত। এতে আমি আনন্দিত হলাম এবং অন্যদেরকেও বিষয়টি অবগত করলাম।

শামে যুদ্ধরত বাহিনীগুলোর মাঝে চিন্তা-চেতনা ও মানহাজগত পার্থক্য থাকার কারণে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম, বিচারকগণ শুধু এমন দল হবেন, যাদের মানহাজ সাফ। যারা ইরজা, অন্ধানুকরণ বা অন্যান্য সমস্যা থেকে মুক্ত। কেননা যাদের মানহাজ সঠিক নয় তাদের আমরা বিচারক বানাতে পারি না। অনেক চেষ্টার পর যখন মাহকামার উদ্যোগ গ্রহণের কাজ সম্পন্ন হল এবং এ ব্যাপারে সকলে একমত পোষণ করলেন। তখন দাউলার সর্বশেষ অবস্থান দেখে আমি মর্মাহত হলাম। তারা মাহকামার সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করল। আমি তাদের কাছে এর কারণ জানতে চাইলাম। তারা আমাকে বলল, কতিপয় জামাতের মধ্যে কিছু সমস্যা বিদ্যমান।

আমি বললাম, তাহলে বিচারকগণ এমন পক্ষ থেকে হোক, যাদের মানহাজ স্পষ্ট, জিহাদের মাঠে যাদের অভিজ্ঞতাও পরিপক্ক যেমন- ‘সকুরুল ইজ’, ‘আল-কাতিবাতুল খাজরা’, শামুল ইসলাম ইত্যাদি।

তারা আমার কাছে অপারগতা প্রকাশ করল। তখন আমি বললাম, তাহলে এ সকল গ্রুপ থেকে পৃথক কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বিচারক হোক। আমি এমন ব্যক্তিদের নাম পেশ করলাম, যাদের হক হওয়ার এবং দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে মানহাজের অনুসারী ব্যক্তিগণ একমত। যেমন আমাদের শায়েখ

আল্লামা আলাওয়ান অথবা শায়েখ আল-মুজাহিদ ইরবাহীম আর-রুবাইশ অথবা অন্য কেউ। তারা তাও প্রত্যাখ্যান করল।

আমি আরজ করলাম, তাহলে শামের তালিবুল ইলমগণ বিচারক হোক। যেমন ঐ সমস্ত ভাইয়েরা, যারা ইতিপূর্বে খোরাসানে শরীয়া বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছেন।

তারা সেটাও প্রত্যাখ্যান করল। তখন আমি দাউলার ভাইদেরকে বললাম, তাহলে আপনারা আমাকে এমন কোন সিদ্ধান্তের কথা বলুন, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার শরীয়া অনুযায়ী ফায়সালা করা সম্ভব হবে। আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার আদেশ আমরা পালন করতে পারব, যাকে আমরা নিজেদের মাঝে ফায়সালাকারী বানাব। আমাদের তো এমন একটি মাহকামার প্রয়োজন, যা মুজাহিদীনদের বিবাদগুলো নিরসণ করবে। এখানে তো বাদীরা বিচারক হলে হবে না।

আমি দাউলার ভাইদেরকে বললাম, আপনাদের আদালতকে যদি আমরা বিচারক বানাতে চাই তাহলে তো তারা বলবেন, কিভাবে আপনি আমাদেরকে দাউলার আদালতে ফায়সালা করাতে বলছেন, অথচ আমাদের বিরোধই হল তাদের সাথে?!!! প্রতিপক্ষ বিচারক হয় কিভাবে? ওরা কি এতে রাজি হবে যে, তাদের এবং আমাদের ফায়সালা হবে আমাদের আদালতে? আল্লাহ তাআলা কি বলেননি 'মুমিনদেরকে যখন ফায়সালার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম। আর তারাই সফলকাম।' তাহলে আমাদের ভাইদের কী হল। তারা কেন শুনছে না এবং আনুগত্য করছে না?

এতদ্বসত্ত্বেও দাউলার ভাইয়েরা উক্ত উদ্যোগকে প্রত্যাখ্যান করল। আল্লাহই সাহায্যকর্তা।[১৯]

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যদি তারা একদল অপর দলের উপর সীমালঙ্ঘন করে' এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেছেন, 'অর্থাৎ তাদের একদল যদি সমাধানকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে।' তাহলে আল্লাহ তাআলা পরবর্তী নির্দেশ দিচ্ছেন, 'তাহলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী দলের বিরুদ্ধে কিতাল কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ তাআলার বিধানের দিকে ফিরে আসে।'

এ থেকে স্পষ্ট হয়, যে দল সমাধানকে প্রত্যাখ্যান করবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সীমালঙ্ঘনকারী বা বাগী বলে আখ্যায়িত করছেন। তাদের বিরুদ্ধে কিতালের নির্দেশ দিচ্ছেন। সুতরাং দাউলা সমাধানকে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘনকারী বাগীদের সূচিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

শায়েখ আবু মুহাম্মদ আল-মাকদিসী বলেন,

قد مورست علي ضغوط معنوية لأتراجع عن البيان الذي أصدرته بعد ثمرة التواصل الطويل مع الأطراف المعنية للصلح أو التحكيم الذي رفضه جماعة الدولة؛

'আমাকে খুব চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে করে আমি আমার পূর্বের অবস্থান থেকে ফিরে আসি। দীর্ঘ যোগাযোগের পর যা আমি প্রকাশ করেছিলাম, 'দাওলাহ' নামক দলটির সাথে অন্যান্যদের সমঝোতা চুক্তি অথবা উভয়ের মাঝে তাহকীমের (সালীশ) চেষ্টা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর। 'দাওলাহ' জামাত যে সালীশ প্রত্যাখ্যান করেছিল।'[২০]

---

[১৯] www.youtube.com/watch?v=0hEY397JBgs

[২০] দেখুন – শায়েখের রিসালাহ - هذا بعض ما عندي وليس كله

তিনি আরও বলেন,

ولعلكم تعلمون أننا حاولنا جاهدين التدخل في الإصلاح كما حاول غيرنا من الأفاضل والعلماء والمجاهدين، وأننا راسلنا المعنيين في هذا الخلاف والإقتتال ومنهم البغدادي، وناصحناه سرا كما ناصحنا تنظيم الدولة علنا، وردنا على بعض تجاوزات ناطقهم العدناني فيما قدرنا على إخراجه من السجن، وإلا فما يستحق الرد عليه في مجازفاته وتجاوزاته أكثر من ذلك.

وقد راسلنا أخانا الشيخ القائد المجاهد أيمن الظواهري حفظه الله، ووضعناه في صورة سعينا في القيام في مبادرة إصلاح أو تحكيم بين تنظيم الدولة وجبهة النصرة، وأننا سنوكل في القيام في ذلك بعض خواص طلبتنا الذين نثق بهم، ممن تنطبق عليهم أيضا شروط تنظيم الدولة التي تعنتوا سابقا بها لرفض مبادرات التحكيم، وهو الشيء الذي أحطنا به البغدادي أيضا، ونبهناه إلى أن رفضه لهذه المبادرة سيحملهم المسؤولية أمام كافة المجاهدين، وسيحصدون عواقبه الوخيمة.

كما أننا راسلنا بعض مسؤولي الدولة الشرعيين، ولدينا وثائق بهذه المراسلات تظهر تدليسهم ولفهم ودورانهم وافتراءهم على قادة المجاهدين وكذبهم،

‘হয়তো আপনারা এটাও জানেন যে, আমরা উদ্ভত সমস্যার সমাধান করার জন্য চেষ্টা করেছি। যেমনিভাবে অন্যান্য সম্মানিত আলেম ও মুজাহিদগণও নিজেদের প্রচেষ্টা ব্যয় করছেন। আমরা এই মতানৈক্য ও লড়াইয়ের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করেছি। যাদের মাঝে বাগদাদিও আছেন।

আমাদের ভাই সেনাপতি মুজাহিদ শায়েখ আইমান আয-জাওয়াহিরী হাফি. এর সাথেও যোগাযোগ করেছি। আমরা তাকে এমন একটি কাঠামো দাঁড় করাতে বলেছি, যার মাধ্যমে আমরা দাউলা ও জাবহতুন নুসরার মধ্যকার বিরোধ নিস্পত্তি করার চেষ্টা করতে পারবো। এটা বাস্তবায়নের জন্য আমরা আমাদের আস্থাভাজন বিশেষ কিছু ছাত্রকে দায়িত্ব দেবো। এমন কিছু ছাত্র যাদের মাঝে ঐ শর্তসমূহও বিদ্যমান থাকবে যেগুলোর ব্যাপারে একগুঁয়েমি করে ইতিপূর্বে দাউলা তাহকিমের (ফায়সালার) সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করেছিল।

আর আমরা এই বিষয়টি বাগদাদিকেও অবগত করেছিলাম। আমরা তাকে সতর্ক করেছিলাম, সে যদি এই সিদ্ধান্তকেও উপেক্ষা করে তাহলে তাদেরকে সকল মুজাহিদদের সামনে জবাবদিহিতা করতে হবে এবং এর মন্দ পরিণাম তাদেরকে ভোগ করতে হবে।

আমরা দাউলার শরীয়া বিভাগের কতিপয় দায়িত্বশীলদের সাথেও যোগাযোগ করেছি। উক্ত চিঠিগুলো প্রমাণ হিসাবে আমাদের কাছে বিদ্যমান আছে, যাতে তাদের প্রতারণা, মিথ্যাবাদিতা, মুজাহিদ উমারাদের প্রতি অপবাদ আরোপের বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে উঠে এসেছে।[২১]

অপরাধ-৫ - তাকফীরের ক্ষেত্রে চরম বাড়াবাড়ি

মুসলমানদের তাকফীর করার ভয়াবহতা

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এতে যেমন বাড়াবাড়ির অবকাশ নেই তেমনি সুযোগ নেই ছাড়াছাড়িরও। উম্মাহর পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহির কারণ হচ্ছে এই বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أن النبي ﷺ قال: (إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين.

'তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাক, কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির কারণেই ধ্বংস হয়েছে।'[২২]

---

[২১] দেখুন – শায়েখের রিসালাহ - الدولة الإسلامية في العراق والشام " والموقف الواجب تجاهها

[২২] মুসনাদে আহমাদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ

ইমাম তাবারানী রহ. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وروى الطبراني في الكبير وغيره أن النبي ﷺ قال: (صنفان من أمتي لن تنالهم شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، وكل غال مارق) وهو حديث حسن

'আমার উম্মাহরমধ্যে দু'ধরণের লোক আমার শাফাআত লাভ করবে না; অত্যাচারী জালিম শাসক ও সীমালঙ্ঘনকারী পথভ্রষ্ট।'[২৩]

তাকফীর (কাফের আখ্যাদান) একটি শরয়ী হুকুম। আর এটি দীনের মধ্যে সর্বাধিক স্পর্শকাতর একটি বিধান। কারণ এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে মুসলিমদের গণ্ডি থেকে বের করে কাফেরদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তার জান-মালের হুরমত (সম্মান ও নিরাপত্তা) থাকে না। তার সাথে মুসলিমের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে, তার মিরাসের হুকুমের মধ্যে পরিবর্তন আসে। এধরণের নানান হুকুম কার্যকর হয় এর উপর ভিত্তি করে। আর এ জন্যই ইসলামে এই হুকুম আরোপের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

ছাবিত বিন দাহহাক রাযি. রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

ومن رمى مؤمناً بالكفر فهو كقتله

'যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে কাফের আখ্যায়িত করল, সে যেন তাকে হত্যা করল।'[২৪]

---

[২৩] তাবারানী

[২৪] বুখারী

আবু যর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

عن أبي ذر أنه سمع النبي ﷺ يقول: (لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، أن لم يكن صاحبه كذلك)

'যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে ফাসেক বা কাফের আখ্যা দেয়, আর ঐ ব্যক্তি যদি বাস্তবে তেমন না হয় তাহলে তা (যে বলেছে) তার দিকেই ফিরে আসে।'

অপর হাদীসে এসেছে, জুন্দুব বিন আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عن جندب بن عبد الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: (قال رجل والله لا يغفر الله لفلان ، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى عليّ أن لا أغفر له ؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك

'এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে বলল, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাআলা অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তাআলা বললেন, কে সে, যে আমার উপর কসম করছে যে, আমি তাকে ক্ষমা করব না? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম, আর তোমার আমলগুলো বিনষ্ট করে দিলাম।'[২৫]

আল্লামা শাওকানী রহ. বলেন,

اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما ...) وساق الأحاديث ثم قال: (ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر، وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير.) 578/4

[২৫] মুসলিম

‘কোন মুসলিম ব্যক্তির ব্যাপারে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া ও কুফরে প্রবেশ করার হুকুম আরোপ করা এমন বিষয় যে, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মুসলিমের জন্য দিবালোকের চেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে এই দিকে অগ্রসর হওয়া উচিৎ নয়। কেননা, সাহাবীদের এক জামাত থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে: যদি কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে বলে, ‘হে কাফের’ তাহলে সেটা দু’জনের যে কোন একজনের দিকে ফিরে আসবে। (আরও একাধিক হাদীস উল্লেখ করে তিনি বলেন,) এই হাদীস সমূহ এবং এই মর্মে আরও যা বর্ণিত হয়েছে, তাতে তাকফীরের হুকুমের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করার ব্যাপারে কঠিন ধমক ও অনেক বড় উপদেশ বিদ্যমান।’[২৬]

উম্মাহর বিদগ্ধ আলেমগণ তাকফীর করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। এর ভয়াবহতা সম্পর্কে উম্মাহকে সজাগ করেছেন। কেননা, এটা দীনের মধ্যে একটি স্পর্শকাতর মাসআলা। গভীর ইলমের অধিকারীগণ ব্যতীত অন্যদের এ ক্ষেত্রে পদস্খলনের সমূহ সম্ভবনা রয়েছে।

তাকফীরের ক্ষেত্রে দাউলার বাড়াবাড়ি

মাসআলাতুত তাকফীরের ক্ষেত্রে দাউলা চরম অসহিষ্ণুতা দেখিয়েছে। কোন মুসলিমকে তাকফীর করা তাদের সদস্যদের কাছে যেন দুধ-ভাত। তারা মুজাহিদগণকে, মুজাহিদীন শায়েখদেরকে এমনকি মুজাহিদীন আলেমদেরকেও তাকফীর করেছে। তাকফীরের প্রবণতা তাদের মাঝে এত বেশি যে, তাদের শরীয়া বিভাগের দায়িত্বশীলরা পর্যন্ত স্বীকার করেছে- তাদের মধ্যে খাওয়ারেজ আছে।

শায়েখ আবু মুহাম্মদ আল-মাকদীসী হাফি. বলেন,

---

[২৬] আস-সাইলুল জেরার, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৭৮

وتعلمون أن تنظيم الدولة قد سفك الدماء المحرمة؛ وهذا موثق، ورفض الإنصياع لقادة المجاهدين ومشايخهم ومبادراتهم ونصائحهم؛ وهذا مشهور معلوم وموثق أيضا، وأن الغلو قد نخر في صفوف بعض أفرادهم بل وشرعييهم، واعترف بعضهم علنا أن في صفوفهم خوارج.

'আপনারা জানেন, দাউলা অনেক নিষ্পাপ-রক্ত প্রবাহিত করেছে, যা নিশ্চিত। তারা মুজাহিদ উমারা ও মাশায়েখদের আনুগত্য করতে অস্বীকার করেছে, তাদের সিদ্ধান্ত ও উপদেশগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছে; এটি প্রসিদ্ধ, জানা ও প্রমাণিত একটি বিষয়। তাদের কতিপয় সদস্য; বরং শরীয়া বিভাগের কতিপয় দায়িত্বশীলদের মাঝে সীমালঙ্ঘন বাসা বেঁধেছে। এমনকি তাদের কেউ কেউ তো প্রকাশ্যে স্বীকার করেছে যে, তাদের মাঝে খাওয়ারেজ বিদ্যমান আছে।'[২৭]

তাকফীরের ক্ষেত্রে দাউলা অনেক কিছু মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত নিম্মোক্ত মূলনীতি দাঁড় করিয়েছে, যা তাদের মুখপাত্রের কণ্ঠে অফিসিয়ালভাবে ঘোষিত হয়েছে:

১. কোন মুসলিম তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলে তার বিধান হবে মুরতাদের বিধান। মায়াযাল্লাহ!!

আদনানী বলেছেন,

(فاحذر فإنك بقتال الدولة الإسلامية تقع بالكفر، من حيث تدري أو لا تدري) [العدناني، بيان بعنوان: يا قومنا أجيبوا داعي الله، مؤسسة الفرقان، الدقيقة: 14]

'সাবধান হোন! কেননা দাউলাতুল ইসলামিয়্যার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলে আপনি কুফরীতে লিপ্ত হবেন, জেনে হোক বা না জেনে হোক।[২৮]

---

[২৭] দেখুন – শায়েখের রিসালাহ - الدولة الإسلامية في العراق والشام " والموقف الواجب تجاهها

[২৮] আদনানী, 'হে আমাদের স¤প্রদায়! আল্লাহর পক্ষ থেকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া দাও' শীর্ষক অডিওবার্তা। আল-ফুরকান মিডিয়া সেন্টার। মিনিট:১৪

দাউলার এই মাযহাব আদনানী উক্ত বয়ানেই আরও বিস্তারিতভাবে স্পষ্ট করছেন যে, কেউ তাদের সাথে যে নিয়তেই যুদ্ধ করুক, তারা তার উপর মুরতাদের হুকুম বাস্তবায়ন করবেন,

منكم من يقاتلنا لديننا لا يريد دولة إسلامية، كرهًا لشرع الله ونصرة للطواغيت ورضى بالقوانين الوضعية، وهؤلاء قليل ولله الحمد وكثير منكم يقاتلنا رغم أنه يريد تحكيم شرع الله ولكنه ضلّ ولم يهتدِ بعد ومنكم من يقاتلنا ظنًا أننا عدوًا صائلًا ومن يقاتل لبعض متاع الدنيا أو راتب يناله من الفصائل ومنكم من يقاتل حميّة أو شجاعة و إلى ما هناك من النيات وسوء البضاعة فاعلموا أننا لا نميز بين هذه الأصناف والمقاصد، وحكمهم عندنا بعد القدرة واحد: طلقة في الرأس فالقة أو سكينة في العنق حاذقة.

'তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের সাথে যুদ্ধ করে আমাদের দীনের কারণে, সে ইসলামী রাষ্ট্র চায় না। আল্লাহর শরীয়তকে অপছন্দ করে, তাগুতদেরকে সাহায্য করে, মানবরচিত আইন পছন্দ করে। তবে এই শ্রেণীর লোক সংখ্যায় কম। আল-হামদুলিল্লাহ। আর তোমাদের মধ্যে অনেকে আল্লাহর শরীয়ার শাসন চায়; তথাপি আমাদের সাথে যুদ্ধ করে-কারণ সে পথভ্রষ্ট হয়েছে, অতঃপর সঠিক পথ পায়নি। তোমাদের মধ্যে কেউ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমাদের আগ্রাসী শত্রু আখ্যা দিয়ে। আবার কেউ আছে লড়াই করে কিছু পার্থিব স্বার্থের জন্য, কেউ বিভিন্ন দল থেকে বেতন-ভাতাও পায় গর্ব ও বীরত্ব প্রকাশের কারণে। এ ধরণের আরও বিভিন্ন নিয়ত ও হীনস্বার্থ রয়েছে।

তোমরা জেন রেখ, আমরা এত মতলব বাছাই করবো না। আমাদের আয়ত্বে আসলে তাদের হুকুম একটাই; মাথায় বিদীর্ণকারী বুলেট অথবা গলায় ধারাল ছুরি।'[২৯]

আদনানী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন যে, যে কারণেই তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা হোক, তাকে ধরতে পারলে তার বিধান একটাই; তাকে হত্যা করে ফেলা। বুলেট দিয়ে মস্তক বিদীর্ণ করে ফেলা অথবা গালায় ধারাল ছুরি চালানো। এমনকি যদি তার ইচ্ছা থাকে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা, অথবা তারা আক্রমণের কারণে সে তাদেরকে আগ্রাসী ভেবে যুদ্ধ করে তথাপি গ্রেফতারের পর হত্যাই তার চূড়ান্ত বিধান।

এর মাধ্যমে আদনানী উম্মাহর সামনে দাউলার এই আকীদাহ পরিষ্কার করল যে, যে কেউ যে কোন কারণেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুক, তারা তাকে মুরতাদ হিসাবেই গণ্য করবে এবং তার উপর মুরতাদের হুকুম কার্যকর করবে। কারণ তাদেরকে যদি তারা বাগী (বিদ্রোহী) ভাবতো, তাহলে কখনোই গ্রেফতারের পরও তাদেরকে হত্যা করার ঘোষণা দিত না। কারণ, বাগীকে গ্রেফতারের পর হত্যা করা বৈধ নয়।

আল্লামা ইবনে আব্দিল বার রহ. বলেন,

"ولو خرجت على الإمام باغية لا حجة لها قاتلهم الإمام العادل بالمسلمين كافة أو بمن فيه كفاية، ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في الجماعة فإن أبوا عن الرجوع والصلح قوتلوا ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع منهزمهم ولا يذفف على جريحهم ولا تسبى ذراريهم ولا أموالهم [الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 486)

---

[২৯] দেখুনঃ দাউলার অফিসিয়াল মিডিয়া আল-ফুরকান থেকে প্রকাশিত, তাদের মুখপাত্রের কণ্ঠে বিবৃতি- قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ

'যদি কোন বাগী কোন প্রমাণ ছাড়াই খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখন ন্যায়পরায়ণ খলীফা সকল মুসলিম বা যতজন প্রয়োজন ততজন মুসলিমকে সঙ্গে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। তবে প্রথমে তাদেরকে আনুগত্যের দিকে আহবান করবেন ও জামাতের মধ্যে প্রবেশ করতে বলবেন। যদি তারা ফিরে আসতে ও সন্ধি করতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। তাদের বন্দীদেরকে হত্যা করবেন না। তাদের পরাজিতদের পিছু ধাওয়া করবেন না। তাদের আহতদেরকে আক্রমণ করবেন না। তাদের পরিবারকে বন্দী করবেন না। তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করবেন না।'[৩০]

মুজাহিদীনকে তাকফীর করা

তাদের তাকফীরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বোঝার জন্য সর্ব প্রথম একটি পরিভাষা জেনে নেওয়া আবশ্যক। কারণ মুজাহিদীনকে তাকফীরের ক্ষেত্রে তারা এই পরিভাষাটিই ব্যবহার করে থাকে।

পরিভাষাটি হচ্ছে: 'সহওয়াত' (الصحوات)। 'সহওয়াত' শব্দটি (الصحوة) 'সহওয়াহ' শব্দের বহুবচন, যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে জাগরণ, চেতনা ইত্যাদি।

পরিভাষায়, 'সহওয়াত' শব্দটি আমেরিকা ঐ সমস্ত কথিত সুন্নী গোত্রগুলোর জন্য ব্যবহার করত, যারা ইরাক আক্রমণের পর মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য করেছে। শরয়ী দৃষ্টিকোন থেকে তারা আমেরিকাকে সাহায্য করার কারণে মুরতাদে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে ইসলামের পরিভাষায় এই ধরণের মুরতাদদেরকেই 'সহওয়াত' বলে সম্বোধন করা হয়।

দাউলা কর্তৃক প্রকাশিত ম্যাগাজিন 'দাবিক' এর মধ্যে 'সহওয়াত' শব্দকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে-

---

[৩০] আল-কাফী ফী-ফিকহি আহলিল মদীনা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৮৬

(الصحوات مصطلح سبكته البيادق الأمريكية لتجميل مرتديهم) [مجلة دابق، العدد الأول، رمضان 1435هـ، ص20

'আস-সহওয়াত' একটি পরিভাষা, আমেরিকান পদাতিক সৈনিকরা তাদের সহযোগী মুরতাদদেরকে সুন্দর নামে সজ্জিত করতে যা আবিষ্কার করেছে।[৩১]

আর দাউলা 'সহওয়াত' শব্দটি ঐ সকল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপরই প্রয়োগ করে যাদেরকে তারা মুরতাদ মনে করে।

জাবহাতুন নুসরাকে তাকফীর

দাউলা কর্তৃক প্রকাশিত ম্যাগাজিন 'দাবিকে'র মধ্যে, জাবহাতুন নুসরাকে মুরতাদ আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর ঘোষণা করা হয়েছে 'তাদের মৌখিক ইসলামের দাবি ও আল্লাহ তাআলার বিধান প্রতিষ্ঠার দাবি' তাদেরকে (কুফর ও রিদ্দার) এই হুকুম থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

দাবিকের বর্ণনা

الادعاء الظاهري بالانتماء للإسلام والنية المزعومة بتحكيم الشريعة، كما هو الحال في جبهة الجولاني وغيرها في هذا التحالف، لا يؤثر على هذا الحكم.. فهؤلاء بتحالفهم مع هذه الطوائف الممتنعة وبقتالهم معها ضد الدولة الإسلامية؛ فهم في الحقيقة يشنون الحرب على الشريعة القائمة مستبدلين بها غيرها، وهذا كفر وردّة [مجلة دابق، العدد العاشر، رمضان، 1436هـ، ص54

'ইসলামের সাথে সম্পর্কের বাহ্যিক দাবি ও শরীয়ত প্রতিষ্ঠার কথিত ইচ্ছা, যেমনটি 'জাবহাতুল জাওলানি' (জাবহাতুন নুসরাহ) ও এই জোটের অন্যান্য গ্রুপের অবস্থা, তা এই (কুফর ও রিদ্দার) হুকুম প্রয়োগে কোন প্রভাব ফেলবে না। তারা এ সকল শরীয়ত বর্জনকারী গ্রুপগুলোর সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে ও তাদের সাথে মিলে 'দাউলাতুল ইসলামিয়্যা'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ

[৩১] দাবিক ম্যাগাজিন, প্রথম সংখ্যা, রমজান ১৪৩৫ হিজরী, পৃ:২০

করার দ্বারা মূলত সুপ্রতিষ্ঠিত শরয়ী শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাকে ভিন্ন শাসনব্যবস্থায় রুপান্তরিত করার জন্য। আর এটা 'কুফর ও রিদ্দাহ'।'[৩২]

কী আশ্চর্য! তারা 'জাবহাতুন নুসরা'র উপর কীভাবে মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে তাদেরকে তাকফীর করছে। আর ঘোষণা করছে, তাদের বাহ্যিক ইসলাম ও শরীয়ত প্রতিষ্ঠার কথিত ইচ্ছা, কুফর ও রিদ্দার এই হুকুম থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

বাস্তব অবস্থা পুরো উল্টো। শামে তারাই আগে 'জাবহাতুন নুসরা'র উপর আক্রমণ করেছে, ধর্মত্যাগী নুসাইরী বাহিনীর হাত থেকে মুক্তকরা স্থানগুলো দখল করেছে, মুজাহিদদেরকে হত্যা করেছে। শামের ময়দান সম্পর্কে যারা খবর রাখেন তাদের সকলের কাছেই এটা স্পষ্ট।

এমনকি দাউলার রাজধানী 'রাক্কা' নুসাইরীদের থেকে মুক্ত করেছে 'জাবহাতুন নুসরা' ও 'আহরারুশ শাম আল-ইসলামিইয়্যাহ'। শামে দাউলার আগমনের আগেই এ অঞ্চল মুক্ত হয়েছে। কিন্তু তারা অন্যায়ভাবে মুজাহিদীনের উপর আক্রমণ করে তা দখল করেছে এবং তাদের 'কথিত খিলাফাতের' রাজধানী বানিয়েছে!

মুজাহিদগণ যখন তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করছেন, তখন তারা সেটাকে বানিয়েছে 'ইসলামী শরীয়তকে পরিবর্তনের জন্য এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ'। সুতরাং তারা সকলে 'মুরতাদ'।

'জাবহাতুন নুসরা'র মুজাহিদীনের ব্যাপারে 'দাবিকে'র মন্তব্য,

---

[৩২] দাবিক ম্যাগাজিন, দশম সংখ্যা, রমজান, ১৪৩৬ হিজরী, পৃ:৫৪

أما بعد أن تركهم –أي جبهة الجولاني– من كان في قلبه حبة خردل من خير مِن الجنود، والتحقوا بصف الدولة الإسلامية، فلم يبق من جنودهم إلا أولئك الذين أُشرِبت قلوبهم عجل الإرجاء والحزبية، بل موالاة المرتدين ضد المسلمين)[مجلة دابق، العدد العاشر، رمضان، 1436هـ، ص72

'জাবহাতুল জাওলানির' সৈনিকদের মধ্যে যাদের হৃদয়ে সরিষা পরিমাণ কল্যাণ ছিল সে তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে এবং 'দাউলাতুল ইসলামিইয়্যা'র কাতারে এসে মিলিত হয়েছে। তাদের মধ্যে শুধু ঐ সকল সৈনিকরাই রয়ে গেছে, যাদের হৃদয় পূর্ণ ইরজা ও গোঁড়ামি দ্বারা; বরং মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুরতাদদের ভালোবাসায় পূর্ণ।'[৩৩]

এটা নিশ্চিত, কারো হৃদয় যদি 'ইরজা' ও মুসলিম-বিরোধী মুরতাদদের ভালবাসায় পূর্ণ থাকে, সে কখনোই মুসলিম থাকতে পারে না। আর 'দাউলা'র মতে 'জাবহাতুন নুসরা'র সকল মুজাহিদীনের হৃদয় 'ইরজা' ও মুসলিমদের বিরোধী মুরতাদদের ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

সালাহুদ্দীন আশ-শিশানীর শাহাদাহ (সাক্ষ্য)

২০১৪ সালের ৬ নভেম্বর 'জাইশুল মুহাজিরীন ওয়াল আনসারে'র আমীর সালাহুদ্দীন আশ-শিশানী হাফি. দাউলার খিলাফতের রাজধানী 'রাক্কা'য় যান। সেখানে দাউলার সেনাপতি ওমর শিশানী ও অন্যান্য প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর ফিরে এসে তিনি এই সাক্ষ্যপ্রদান করেন-

قابلت ممثلي الدولة في الرقة قبل يومين وعرضت عليهم الهدنة والإصلاح مع الفصائل ولكن رفضوا جماعة الدولة تعتقد فعلياً بكفر جبهة_النصرة و الجبهة_الإسلامية طلبوا مني بيعة البغدادي، وأكدت لهم أني كنت مبايعا لدوكو عمروف –رحمه الله– والآن أجدد البيعة لأبو مُحَّد الداغستاني" في الشيشاني.

---

[৩৩] দাবিক ম্যাগাজিন, দশম সংখ্যা, রমজান ১৪৩৬ হিজরী, পৃ:৭২

‘আমি দু’দিন পূর্বে ‘রাক্কা’য় দাউলার প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। আমি তাদের সামনে অন্যান্য গ্রুপগুলোর সাথে সমাধান ও সন্ধিয় প্রস্তাব পেশ করি, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। দাউলা বাস্তবিকভাবেই ‘জাবহাতুন নুসরা’ ও ‘আল-জাবহাতুল ইসলামিয়্যা’কে তাকফীর করে। তারা আমাকে বাগদাদীর হাতে বায়আত দেওয়ার জন্য আহবান করে। আমি তাদের সামনে স্পষ্ট করি, আমি ‘দোকো আমরুফ’ রহ. এর হাতে বায়আত ছিলাম এখন নতুন করে শিশানের শায়েখ আবু মুহাম্মদ আদ-দাগিস্তানির কাছে বায়আত নবায়ন করছি।[৩৪]

জাইশুল ফাতাহকে তাকফীর

দাউলা ‘জাইশুল ফাতাহে’র ব্যাপারে অভিযোগ করে যে, তাদের মাঝে ঈমান ভঙ্গের দুটি কারণ পাওয়া যায়: এক. কুফফার-মুরতাদদের সাথে বন্ধুত্ব; দুই. আল্লাহ তাআলার শরীয়ত দ্বারা ফায়সালা না করা। তারা লিখেছে,

هذا "جيش الفتح" الذي تم تشكيله مؤخراً، والمدعوم من قبل طواغيت قطر وتركيا وآل سلول، والذي تغلّب مؤخراً على بعض المناطق من ولاية إدلب: فهل حكمها بالشريعة؟ أم أنهم ما يزالون ممتنعين عن الكثير من أحكام الشريعة..، وواقع ولايتي إدلب وحلب، وهما المنطقتان اللتان يسيطر عليهما تحالف الصحوات، أنها غابات وحشية تحكمها قوانين الفصائل..،[مجلة دابق، العدد العاشر، رمضان، 1436هـ، ص54–55

‘এই জাইশুল ফাতহ, যা পরে গঠন করা হয়েছে। কাতার, তুরস্ক ও সৌদির তাগুতদের সহযোগিতায়, যারা পরে ইদলিবের কিছু স্থান দখল করেছে, তারা কি এ অঞ্চল শরয়ী বিধান দ্বারা শাসন করে, না তারা এখনো শরীয়ার অনেক বিধান থেকে নিবৃত? ‘ইদলিব’ ও ‘হালব’, যে দু’টিতে ‘সহওয়াতদে’র

[৩৪] www.youtube.com/watch?v=gGbAh12FYmM

জোট বিজয় লাভ করেছে, এগুলোর অবস্থা হিংস্র জঙ্গলের মত। এগুলো পরিচালিত হয় এই গ্রুপগুলোর আইন দ্বারা।’

জাবহাতুল ইসলামিয়্যাকে তাকফীর

দাবিক ম্যাগাজিনের মধ্যে ‘আল-কায়েদা’ ইয়ামেন শাখার সমালোচনা করে লিখা হয়েছে, তাদের একটি সমস্যা হচ্ছে ‘মুরতাদ তথা আহরারের আমীরদের ব্যাপারে সহানুভূতি প্রকাশ’।

وفي بعضها الترحّم على مرتدي الصحوات السلولية، قادة أحرار الشام [مجلة دابق، العدد السادس، ربيع الأول، 1436هـ، ص23

‘তাদের কিছু বয়ানের মধ্যে ‘আস-সহওয়াতুস সুলুলিয়্যা’র (আল-জাবহাতুল ইসলামিয়্যার) আহরারুশ শামের মুরতাদ নেতাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা হয়েছে।’[৩৫]

আরও লিখেছে,

الجبهة الإسلامية المرتدة.. [مجلة دابق، العدد العاشر، رمضان، 1436هـ، ص7]

‘মুরতাদ ‘জাবহাতুল ইসলামিইয়্যা’।[৩৬]

দাবিকে উল্লেখ করা হয়, অনেকে যেসব কারণে দাউলার বিরোধিতা করে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে, দাউলা ‘জাবহাতুল ইসলামিয়্যা’কে তাকফীর করে,

على سبيل المثال: كانوا ينكرون على الدولة الإسلامية لإعلانها تكفير "الجبهة الإسلامية".. مجلة دابق، العدد العاشر، رمضان، 1436هـ، ص75

---

[৩৫] দাবিক ম্যাগাজিন, ষষ্ঠ সংখ্যা, রবীউল আউয়াল, ১৪৩৬ হিজরী পৃ:২৩

[৩৬] দাবিক ম্যাগাজিন, দশম সংখ্যা, রমজান ১৪৩৬ হিজরী পৃ:৭

‘তারা ‘দাউলাতুল ইসলামিয়্যা’র বিরোধিতা করতো, ‘দাউলাতুল ইসলামিইয়্যা’ ‘জাবহাতুল ইসলামিইয়্যা’কে তাকফীরের ঘোষণা দেওয়ার কারণে।’[৩৭]

তালেবানকে তাকফীর

দাউলার একজন আলেম (বলা হয়, সে হচ্ছে শরীয়া বিভাগের দায়িত্বশীল) আবু মাইসারাহ আশ-শামী, যে নিয়মিত দাবিকের মধ্যে লেখা লেখি করেন। সে ‘ফাদিহাতুশ শাম’ শিরোনামে তার একটি প্রবন্ধে লিখেছে:

وأكثر أمرائهم –أي طالبان– لهم علاقات مع طوائف التجسس المرتدة في باكستان (الـ "آي إس آي")، وكثير من جنودهم على شرك أكبر مخرج من الملة بدعاء الأموات والاستشفاع بهم والنذر والذبح لهم والسجود لقبورهم، وكثير من طوائفهم يحكمون الآن بالفصول القبلية دون الأحكام الشرعية في مناطق يدّعون فيها التمكين..) [مقالة "فاضحة الشام"، المحال لها في مجلة دابق، العدد العاشر، ص20]

‘তালেবানদের অধিকাংশ আমীরদের সম্পর্ক রয়েছে পাকিস্তানী মুরতাদ গোয়েন্দা সংস্থা আই.এস.আই. এর সাথে। তাদের অনেক সৈনিক ‘শিরকে আকবারে’ লিপ্ত, যা ধর্ম থেকে খারিজ করে দেয়। যেমন, মৃত ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা করা, তাদের কাছে আরোগ্য কামনা, তাদের নামে মান্নত করা, তাদের জন্য জবেহ করা, তাদের কবরে সেজদা করা। তাদের অনেক দল যে স্থানগুলোতে তাদের কর্তৃত্ব লাভের দাবি করে, সেখানে শরীয়ার বিধানের বিপরীত স্বরচিত আইন দ্বারা শাসন করে।’

তিনি আরও লিখেছেন,

---

[৩৭] দাবিক ম্যাগাজিন, দশম সংখ্যা, রমজান ১৪৩৬ হিজরী পৃ:৭

لا تَعارُض بين قتال الصليبيين وقتال الموالين للطواغيت، فكما أن الدولة الإسلامية قاتلت الصليبيين في العراق وقاتلت الصحوات.. كذلك ستقاتل الصليبيين في خراسان وتقاتل طوائف طالبان [مقالة "فاضحة الشام"، المحال لها في مجلة دابق، العدد العاشر، ص20

'ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ও তাগুতদের বন্ধুদের বিরুদ্ধে কিতালের মাঝে কোনই পার্থক্য নেই, তাই যেমনিভাবে 'দাউলাতুল ইসলামিয়্যা' ইরাকে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যেমন যুদ্ধ করেছে তেমনি সহওয়াতদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছে। ঠিক তেমনিভাবে অচিরেই তারা খোরাসানেও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ও তালেবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

পাঠক কী বুঝলেন? একথার মাধ্যমে তালেবানকে ইরাকের সহওয়াতদের সাথে তুলনা করে পরোক্ষভাবে তাকফীর করা হল!

তার উপরোক্ত বক্তব্য যে কত জঘন্য মিথ্যা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ আমরা যারা উপমহাদেশে থাকি তারা তালেবানদের আকীদাহ সম্পর্কে ভালভাবেই জানি।

তারা তালেবান মুজাহিদীনের ব্যাপারে বলছে, তাদের অনেক সৈনিক 'শিরকে আকবারে' লিপ্ত, যা ধর্ম থেকে বের করে দেয়। যেমন, মৃত ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা করা, তাদের কাছে আরোগ্য কামনা, তাদের নামে মান্নত করা, তাদের জন্য জবেহ করা, তাদের কবরে সেজদা করা ইত্যাদি।

আল-কায়েদাকে তাকফীর

আল-কায়েদা সম্পর্কে আদনানী বলেন,

القاعدة انحرفت وتبدّلت وتغيّرت، إن الخلاف بين الدولة والقاعدة ليس على قتل فلان أو بيعة فلان أو قتال صحوات..، ولكن القضية قضية دين اعوجّ ومنهج انحرف، منهج استبدل الصدع بملة إبراهيم والكفر بالطاغوت والبراءة من أتباعه وجهادَهم؛ بمنهج يؤمن بالسلمية ويجري خلف

الأكثرية، منهج يستحي من ذكر الجهاد والصدع بالتوحيد، [أبو مُحَمَّد العدناني، بيان بعنوان: ما كان هذا منهجنا ولن يكون، مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي، الدقيقة:11

'আল-কায়েদা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, বিকৃত ও বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। 'দাউলা' ও 'আল-কায়েদা'র মধ্যে ইখতিলাফ- অমুককে বায়আত প্রদান, অমুককে হত্যা বা সহওয়াতদের বিরুদ্ধে কিতাল নিয়ে নয়; বরং মূল বিষয় হচ্ছে আল-কায়েদার দীন ও মানহাজ বিকৃত হয়ে গেছে । যারা ইব্রাহিমী আদর্শকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা, তাগুতকে অস্বীকার করা, তাগুতের অনুসারীদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা ও তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নীতিকে পরিবর্তন করে এমন মানহাজ গ্রহণ করেছে, যা (কাফেরদের সাথে) আপোষকামিতায় বিশ্বাস করে এবং সংখ্যাধিক্যের পিছনে চলে। এমন মানহাজ, যা লজ্জা পায় জিহাদের আলোচনা করতে এবং তাওহীদের ঘোষণা দিতে।'[৩৮]

নিঃসন্দেহে এর মাধ্যমে অকাট্যভাবে আল-কায়েদাকে তাকফীর করা হয়েছে। কারণ এখানে সে বলেছেন, তাওহীদের মূল রোকন- 'কুফর বিত তাগুতে'র মানহাজ আল-কায়েদা পাল্টে ফেলেছে- যে মানহাজ জিহাদের আলোচনা করতে লজ্জা পায়, তাওহীদের ঘোষণা করতে লজ্জা পায়। যে মানহাজে মিল্লাতে ইব্রাহিমীর অনুকরণ নেই, নিশ্চিত সেটা ইসলামের মানহাজ নয়।

সে আরো বলেছেন, আল-কায়েদা কাফেরদের তৈরী সাইকস-পিকট বর্ডার অনুসরণ করে। অর্থাৎ, কুফরের আনুগত্য করে।

Al-HamduLILLAH. That ALLAH has showed finally really the truth. And "Dawlah" removed the mask from her face. So the Press officer (their official speaker) of "Dawlah" al-Adnaani made a

---

[৩৮] আবু মুহাম্মদ আল-আদনানী, 'লাম ইয়াকুন হাযা মানহাজুনা ওয়ালাই ইয়াকুনা' শিরোনামে ভাষণ, আল-ফুরকান মিডিয়া প্রকাশনা সেন্টার, মিনিট:১১

statement under the title: "THIS WAS NEVER OUR MANHAJ (methodology) AND NEVER WILL BE."

They say (Dawlah/ISIS) we do not make Takfeer of Muslimeen (we dont excommunicate them, dont accuse them of disbelief/Riddah). So what do these words mean "they no longer make amend the Tawaagheet (singular is Taaghoot)" and "the majority of them admits to democracy" and "they recognize the borders of the Sykes-Picot"? If this is not to make Takfeer, we do not know how otherwhise to label it.[৩৯]

মুজাহিদীন উলামা ও শায়েখদেরকে তাকফীর

মুজাহিদীন উলামা-উমারাগণ তাদের তাকফীরের হাত থেকে রক্ষা পাননি। এ ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এর একটি উক্তি প্রসঙ্গত উল্লেখ করার মতো:

تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض

'মুসলমানদের আলেমদেরকে তাকফীর করার জন্য জাহেলদের মুখে তাকফীরের বুলি জঘন্য অপরাধসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর এর মূল উৎপত্তি হয়েছে খারিজী ও রাফিজীদের থেকে।[৪০]

মোল্লা আখতার মানসূরকে তাকফীর

২০১৫ সালের ১৬ নভেম্বর দাউলার অফিসিয়াল মিডিয়া 'আল-হায়াত' একটি ভিডিও প্রকাশ করে। يا قاعدة اليمن – إلى أين تذهبون؟ শিরনামে সেখানে দাউলার

[৩৯] http://kavkazcenter.com/arab/

[৪০] মাজমূউল ফাতাওয়া

তিনজন ইয়ামানী সদস্য আলোচনা করে। তাদের একজন মোল্লা আখতার মানসুর হাফি. ব্যাপারে বলে,

المعتوه الطاغوت أختر يحمل علاقة ود مع إيران المجوسية، ويحمي المزارات الشركية، ويتعاون مع المخابرات الباكستانية."

'উন্মাদ তাগুত আখতার, অগ্নিপূজারী ইরানের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক রক্ষা করে, শিরকী মাযারগুলো রক্ষা করে এবং পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থাকে সাহায্য করে।'

শায়েখ আইমান সম্পর্কে

أي انحراف عن الحق هذا؟ يبايع طاغوت طالبان وينصره

'এ কেমন সত্যভ্রষ্টতা? তালেবানদের তাগুতকে বায়আত দিচ্ছে ও সাহায্য করছে?'

শায়েখ আইমান সম্পর্কে দাবিক ম্যাগাজিনে উল্লেখ করা হয়েছে,

الظواهري تبنى سياسات جديدة معارضة لسياسات المجاهد الشيخ أسامة بن لادن، لذلك فإن الظواهري جعل أراضي الصليبيين في أمان، وجعل الطواغيت في أمان، وجعل طواغيت ما بعد الربيع العربي في أمان، وجعل طواغيت جماعة الإخوان في أمان، وجعل جيوش الردة في أمان، وجعل عوام الرافضة وهمجهم في أمان.. بل تجاوز الأمر ذلك إلى أن صارت المصلحة الظاهرة هي في ترك تطبيق الشريعة) [مجلة دابق، العدد العاشر، رمضان، 1436هـ، ص67]

'জাওয়াহিরী নতুন রাজনীতি নিয়ে এসেছে, যা শায়খুল মুজাহিদ উসামা বিন লাদেন রহ.-এর পলিসির সাথে সাংঘর্ষিক। জাওয়াহিরী ক্রুসেডারদের ভূমিগুলোকে, তাগুতদেরকে, আরব বসন্তের পরে সৃষ্ট তাগুতদেরকে, ইখওয়ানের তাগুতদেরকে, মুরতাদ সেনাবাহিনীগুলোকে এবং রাফিজী ও তাদের ইতর শ্রেণীকে সমর্থন ও নিরাপত্তা দিয়েছে। বিষয়টা শুধু এখানেই

ক্ষান্ত থাকেনি; বরং স্পষ্ট স্বার্থসিদ্ধি দেখা গিয়েছে ইসলামী শরীয়াহ কার্যকর না করার মধ্যে।'[৪১]

একটু সামনে এগিয়ে লিখা হয়েছে,

أوقع الظواهري الكثير من الناس في حبائل فكره المعوج المضاد للجهاد وحمل السلاح، ودعوته إلى منهج السلمية واتباع الحاضنة الشعبية، والتي أدت إلى تولي فراعنة جدد لبلاد الكنانة وغيرها من البلدان)[مجلة دابق، العدد السادس، ربيع الأول، 1436ه، ص51]

'জাওয়াহিরী তার জিহাদ ও অস্ত্রধারণ-বিরোধী বক্র দৃষ্টিভঙ্গির ফাঁদে অনেক মানুষকে ফেলেছে। শান্তিপূর্ণ মানহাজ ও জনসেবার দিকে তার আহবান মিসর ও অন্যান্য রাষ্ট্রে নতুন নতুন ফেরাউনকে ক্ষমতায় বসিয়েছে।'[৪২]

দাবিকে আরও লিখেছে, শায়েখ আইমান শায়েখ জাওলানিকে মুরতাদদের সাথে মিলিত হতে আদেশ করেছেন:

الظواهري أمر الجولاني بالانضمام إلى الجبهة الإسلامية المرتدة [مجلة دابق، العدد العاشر، رمضان، 1436ه، ص7]

'জাওয়াহিরী জাওলানীকে মুরতাদ জাবহাতুল ইসলামিয়্যার সাথে মিলিত হতে আদেশ করেছে।'[৪৩]

তারা শায়েখ আইমানের বিরুদ্ধে চারটি অভিযোগ উত্থাপন করেছে, যার প্রত্যেকটিই ঈমান ভঙ্গের কারণঃ

---

[৪১] দাবিক ম্যাগাজিন, দশম সংখ্যা, রমজান ১৪৩৬ হিজরী পৃ:৬৭

[৪২] দাবিক ম্যাগাজিন, ষষ্ঠ সংখ্যা, রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ হিজরী, পৃ:৫১

[৪৩] দাবিক ম্যাগাজিন, দশম সংখ্যা, রমজান ১৪৩৬ হিজরী পৃ:৭

১.ক্রুসেডার, তাগুত, তাগুতের বাহিনীসমূহ, রাফিজী ও শিয়াদেরকেসহ সবধরনের কাফেরদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া। যা প্রকারান্তরে তাদেরকে সাহায্য করা এবং ঈমান ভঙ্গের কারণও বটে।

২.আল্লাহ তাআলার শরীয়া প্রতিষ্ঠা করতে না দেওয়া।

৩.যুগের ফেরাউনদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে বারণ করে তাদেরকে ক্ষমতায় বসানো।

৪.জাবহাতুন নুসরাকে মুরতাদদের (!) সাথে মিলিত হতে আদেশ করা।

এই মিথ্যা অপবাদসমূহ তারা শায়েখের উপরে আরোপ করে। যেগুলোকে তারা নিজেরাও কুফর বলে বিশ্বাস করে ও প্রচার করে। কিন্তু তারা শায়েখের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে কুফর বা রিদ্দাহ শব্দের ব্যবহার করে না।

শায়েখ জাওলানিকে তাকফীর

তারা শায়েখ জাওলানিকে সহওয়াতদের মূল খেলোয়াড় বলে উল্লেখ করেছে:

الجولاني دخل كلاعب أساس في مؤامرة الصحوات الخبيثة) [مجلة دابق، العدد العاشر، رمضان، 1436هـ، ص51]

‘খবিস সহওয়াতদের মূল খেলোয়াড় হিসাবে জাওলানীর অবতরণ হয়েছে।’[88]

জাবহাতুল ইসলামিয়্যার আমীরদেরকে তাকফীর

দাবিক ম্যাগাজিনে আল-কায়েদা ইয়ামেন শাখার সমালোচনা করে লেখা হয়েছে, তাদের একটি সমস্যা হচ্ছে ‘মুরতাদ তথা আহরারের আমীরদের ব্যাপারে সহানুভূতি প্রকাশ’।

[88] দাবিক ম্যাগাজিন, দশম সংখ্যা, রমজান ১৪৩৬ হিজরী পৃ:৫১

وفي بعضها الترحّم على مرتدي الصحوات السلولية، قادة أحرار الشام) [مجلة دابق، العدد السادس، ربيع الأول، 1436هـ، ص23]

'তাদের কারো কারো বয়ানের মধ্যে 'আস-সাহওয়াতুস সুলুলিয়্যার (জাবহাতুল ইসলামিয়্যার) আহরারুশ শামের মুরতাদ নেতাদের প্রতি সহমর্মিতা দেখানো হয়েছে।[৮৫]

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুহাইসিনীকে তাকফীর

শায়েখ মুহাইসিনীকে তারা সম্বোধন করেছে এভাবে:

داعم الصحوات عبد الله المحيسني...) [مجلة دابق، العدد التاسع، شعبان، 1436هـ، ص59]

'সহওয়াতদের পৃষ্ঠপোষক আব্দুল্লাহ আল-মুহাইসিনী।'[৮৬]

শায়েখ মাকদিসীকে তাকফীর

শায়েখকে কাফেরদের বুটের ফিতা বলা হয়েছে, যা শায়েখ নিজেই উল্লেখ করেছেন। পাইলট বনাম বন্দী বোনের বিনিময়ের ব্যাপারে মধ্যস্থতার সময়। এভাবেই তাদের তাকফীর থেকে রক্ষা পাননি মুজাহিদীনরা। মুজাহিদীন উলামারা। মুজাহিদীন উমারাগণ। এমনকি আকীদার ক্ষেত্রে সবচেয়ে দৃঢ় বলে পরিচিত আল-কায়েদাও তাদের তাকফীর থেকে রক্ষা পায়নি। আল-কায়েদার ক্ষেত্রে যদি তাদের এই অবস্থান হয় তাহলে উম্মাহর অন্যান্য সদস্যদের ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস কেমন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

[৮৫] দাবিক ম্যাগাজিন, রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ হিজরী পৃ:২৩

[৮৬] দাবিক ম্যাগাজিন, নবম সংখ্যা, শাবান ১৪৩৬ হিজরী, পৃ:৫৯

অপরাধ-৬ - অন্যায়ভাবে মুসলিমদের রক্তপাত

মহান আল্লাহ তাআলার কাছে তার মুসলিম বান্দাদের রক্তের মূল্য অনেক অনেক বেশি। অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমের রক্ত প্রবাহিত করা কুফর ও শিরকের পর অন্যতম কবিরা গুনাহ। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾

'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হবে জাহান্নাম। সেখানে সে থাকবে চিরকাল। আল্লাহ তাআলা তার উপর রাগান্বিত হবেন। তাকে লা'নত করবেন। তার জন্য প্রস্তুত করে রাখবেন মহা শাস্তি।'[৪৭]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

(والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا)

'সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! একজন মুমিনকে হত্যা করা পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চেয়েও আল্লাহ তাআলার কাছে গুরুতর অপরাধ।'[৪৮]

আবুদ দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

وعن أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ ، إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا ، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا)

---

[৪৭] সূরা নিসা, আয়াত - ৯৩

[৪৮] নাসায়ী

'সব ধরনের গুনাহের ব্যাপারে আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা তা ক্ষমা করে দিবেন, তবে যে মুশরিক হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে অথবা যে কোন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে তারা ছাড়া।'[৪৯]

আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ)

'যদি আসমান ও জমিনবাসী সকলে মিলেও কোন একজন মুমিনের রক্তপাতে অংশ নেয়, আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে জাহান্নামের মধ্যে উল্টো করে ফেলবেন।'[৫০]

ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিম হত্যার ভয়াবহতা সম্পর্কিত সকল আসমানী বাণীসমূহ শ্রবণ করলে হৃদয় শিহরিত হয়, অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। এ কারণেই শায়খুল মুজাহিদ আতিয়্যাতুল্লাহ আল-লিবী রহ. বলেন,

ويكفي في بيان عظمة وضخامة قدر النفس المؤمنة وحرمة دم المسلم قول النبي ﷺ لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم فلتزل الدنيا ولْنفنَ ولْتفنَ تنظيماتنا وجماعاتنا ومشاريعنا ولا يراق على أيدينا دم مسلم بغير حق إنها مسألة حاسمة في غاية الوضوح

'মুমিনের জীবনের মহত্ব ও গুরুত্ব এবং মুসলিমের রক্তের মূল্য বোঝার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদীসটিই যথেষ্ট– আল্লাহ তাআলার নিকট একজন মুসলিমকে হত্যার চেয়ে পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে

---

[৪৯] আবু দাউদ, নাসায়ী

[৫০] তিরমিযী ১৩৯৮

যাওয়াও তুচ্ছ। দুনিয়া ধ্বংস হোক, আমরা নিঃশেষ হয়ে যাই, আমাদের তানযীমগুলো শেষ হয়ে যাক, আমাদের পরিকল্পনাগুলো বিফলে যাক, তথাপি অন্যায়ভাবে যেন আমাদের হাতে কোন একজন মুসলিমের রক্ত না ঝরে। এটিই চূড়ান্ত ও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত।'

দাউলার অন্যায়-রক্তপাত

শামে মুজাহিদীনের মধ্যে রক্তপাতের সূচনা ও ধীরে ধীরে তা চরম পর্যায়ে পৌঁছার পিছনে অন্যতম অপরাধী হচ্ছে দাউলা। কেননা, এই ফেৎনা অঙ্কুরেই নির্মূল করার জন্য স্বতস্ফূর্ত উলামা ও উমারাগণের শত প্রচেষ্টা সফলতার মুখ দেখেনি একমাত্র দাউলার কারণেই। যে সত্য ইতিমধ্যে প্রমানিত হয়েছে।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, এ রক্তপাত বন্ধের একটিমাত্র উপায় বাকি ছিল। আর তা হচ্ছে, একটি নিরপেক্ষ মাহকামা (আদালত) গঠন। যেখানে বিবাদমান পক্ষগুলোর বিচার শরীয়ত সম্মত পন্থায় পরিচালিত হবে। নিরপেক্ষ উমারা ও আলেমগণ বার বার উভয় পক্ষের সামনে এই প্রস্তাব পেশ করেন; কিন্তু দাউলা বার বার বিভিন্ন অজুহাতে তা প্রত্যাখ্যান করে। যার ফলে এই রক্তপাত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে।

জাবহাতুন নুসরার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ

জাবহাতুন নুসরার বিরুদ্ধে দাউলাই সর্বপ্রথম অস্ত্র ধরে এবং এক অন্যায়-রক্তপাতের সূচনা করে। তারা সর্বপ্রথম জাবহাতুন নুসরার 'রাক্কা'র আমীর আবু সাদ আল-হাদরামী রহ. কে শহীদ করে। বাগদাদীর নায়েব আবু আলী আল-আনবারী জাবহাতুন নুসরার মুখপাত্রের কাছে হত্যার কথা স্বীকারও করে। তাকে যখন এর কারণ জিজ্ঞেস করা হল তখন তিনি জবাব দেন-

‘সে মুরতাদ হয়ে গেছে’। কেন মুরতাদ হয়েছে? কারণ সে ‘জাইশুল হুর’ (ফ্রি সিরিয়ান আর্মি) এর কিছু ব্যক্তির থেকে নুসাইরীদের বিরুদ্ধে জিহাদের বায়আত নিয়েছেন। হায়! আফসোস এটা কি করে রিদ্দাহ হয়?! এর মাধ্যমেই দাউলা আল-কায়েদার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম অস্ত্র ধারণ করে।[৫১]

নির্বিচারে নারী-শিশুদের হত্যা

দাউলার চারজন সদস্য, ‘জাবহাতুন নুসরা’র ইদলিবের আমীর আবু মুহাম্মদ আল-ফাতিহ-এর ভাই আবু রাতিব রহ.-এর বাসায় প্রবেশ করে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দিয়ে শায়েখ আবু মুহাম্মদ, শায়েখ আবু রাতেবসহ তার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে হত্যা করে। এমনকি ছোট ছোট বাচ্চারাও তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

পরে ‘জাবহাতুন নুসরা’র মুজাহিদগণ হত্যাকারীদের কয়েকজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন। গ্রেফতারের পর প্রকাশ পায় তারা দাউলার সদস্য। তারা এ হত্যার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করে।[৫২]

তাদের ধারণা অনুযায়ী যদি তারা মুরতাদও (!) হয় তাহলে মহিলা ও ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার কারণ কী? এটা কি অন্যায়-রক্তপাত নয়? এর জবাব কি ‘দাউলা’কে দিতে হবে না?

---

[৫১] দেখুনঃ জাবহাতুন নুসরার মুখপাত্র আবু ফারেস সূরী হাফি. এর সাক্ষ্যপ্রদান:

লিংক - www.youtube.com/watch?v=5bUu5NpnGRU

[৫২] www.youtube.com/watch?v=GOmDYzYdZNw

হত্যার পর অঙ্গহানী

২০১৩ সালের শেষের দিকে 'আহরার' ও তাদের মাঝে কয়েকজন বন্দী বিনিময়ের ব্যাপারে সমাঝোতা হয়। আহরারের বন্দীদের মধ্যে হুসাইন সুলাইমান আবু রাইয়্যান নামে একজন দায়িত্বশীল মুজাহিদ ছিলেন। দাউলা ৩১ ডিসেম্বর তাকে আহরারের কাছে হস্তান্তর করে। দেখা যায় একটি লাশ। জিজ্ঞাসা করা হল লাশ কেন? তিনি তো আপনাদের কাছে বন্দী ছিলেন? তারা জবাব দেয় ভুলক্রমে নিহত হয়েছে। কাফন সরালে দেখা যার তার সমস্ত শরীর জখমে পূর্ণ। নির্যাতন ও আঘাতের চিহ্ন সমস্ত শরীরে স্পষ্ট। মাথার ভিতর গুলি বিস্ফরিত হয়েছে, কাঁধে ও পায়ে একাধিক গুলির ক্ষত চিহ্ন। ধারাল অস্ত্র দ্বারা কান কাটা। আর এই হত্যা নাকি ঘটেছে ভুলক্রমে?!!![৫৩]

মুজাহিদীন কমান্ডারদেরকে জবাই করে উল্লাস

তারা অনেক মুজাহিদকে জবাই করে শহীদ করেছে এবং করে চলেছে। জবাই করার পর উল্লাস প্রকাশের অনেক প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

মুজাহিদদের উপর আত্মঘাতী আক্রমণ

তাদের আরেকটি জঘন্য কাজ হচ্ছে মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী আক্রমণ। এর মাধ্যমে তারা সিরিয়ার শত শত মুজাহিদীনকে শহীদ করেছে।

তাদের স্বীকারোক্তি

তাদের দু'জন আত্মঘাতীঃ জাররাহ শামী ও আবু বকর কুরদী, জাবহাতুন নুসরাসহ অন্যান্য মুজাহিদীনের উপর আত্মঘাতী আক্রমণ করে অনেক মুজাহিদীনকে শহীদ করেছে। এ ব্যাপারে তারা গর্ব করে বলেছে,

---

[৫৩] www.youtube.com/watch?v=V6GeEhueb00

هذه الهجمات وقعت خلال اجتماع للجبهة الشامية مع فصائل أخرى بما في ذلك جبهة الجولاني، لتوسيع حربهم ضد الدولة الإسلامية، وهذه العمليات نجحت في قتل ما يزيد على ثمانين من أفراد الصحوات وجرح العشرات منهم..) [مجلة دابق، العدد التاسع، شعبان، 1436هـ، ص28

‘এই হামলাগুলো এমন সময় পরিচালনা করা হয়, যখন জাবহাতুশ শামিয়্যা অন্যান্য গ্রুপের সঙ্গে বৈঠক করছিল, যাদের মাঝে জাবহাতুল জাওলানীও ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল দাউলাতুল ইসলামিয়্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধকে আরও স¤প্রসারণ করা। এই হামলাগুলো ৮০ এর অধিক সহওয়াত সদস্যকে হত্যা করতে সফল হয় এবং তাদের মধ্যে আহত হয় কয়েক শত।’

অন্যান্য ভূখণ্ডে মুজাহিদদেরকে হত্যা

তাদের এই অন্যায়-রক্তপাত শুধু শামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তারা এর বিস্তার ঘটিয়েছে। লিবিয়ায় তাদের অনুসারীরা অন্যান্য মুজাহিদদেরকে মুরতাদ ফতোয়া দিয়ে হত্যা করছে। তাদের উপর আত্মঘাতী হামলা চালাচ্ছে।

খোরাসানে দাউলার অনুসারীরা তালেবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। এভাবে তারা এই ফেৎনার ভয়াল থাবা বিস্তৃত করার চেষ্টা করছে।

মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যা

তাদের জিঘাংসা মেটানোর জন্য তারা হত্যার এক নতুন রূপ বেছে নিয়েছে। মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যা। দাউলার অনুসারীরা আফগানিস্তানে কিছু সাধারণ ব্যক্তিবর্গকে গ্রেফতার করে। পরে দাবি করে তারা দাউলার বিরোধিতাকারী। তারা তাদেরকে মাটিতে পুঁতে মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যা করে। যা তাদের ওলায়াতে খোরাসান অফিসিয়ালভাবে পাবলিশ করে।

কথিত খিলাফতকে মুজাহিদদেরকে হত্যার লাইসেন্স বানানো

মুসলিমদের রক্তের পিপাসা তাদের দিন দিন বেড়ই চলছিল। তাদের জিঘাংসা মিটছিল না। কিন্তু এই পিপাসা ও জিঘাংসা শতগুণে বৃদ্ধি পেল যখন তারা এই হত্যার অবৈধ লাইসেন্স গ্রহণ করল, অর্থাৎ খিলাফত ঘোষণা করল। তাদের মুখপাত্র আদনানী ঘোষণা দিল:

سنفرّق الجماعات ونشق صفوف التنظيمات نعم؛ لأنه مع الجماعة لا جماعات، وسحقًا للتنظيمات سنقاتل الحركات والتجمعات والجبهات سنمزق الكتائب والألوية والجيوش حتى نقضي بإذن الله على الفصائل

'শীঘ্রই আমরা সকল জামাতসমূহের মধ্যে ফাটল ধরাব, তানযীমগুলোর সারিগুলোকে ছিন্নভিন্ন করব। হ্যাঁ করব। কারণ, হক থাকে জামাতের সাথে, বহু দলের সাথে নয়। আর বহু সংগঠন তো দূরের কথা। অচিরেই আমরা সকল আন্দোলন, দল ও সংগঠনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। অচিরেই আমরা সকল ব্যাটালিয়ন, সকল ঝাণ্ডা ও সকল বাহিনীকে ভেঙ্গে খান খান করব। আল্লাহর হুকুমে সকল দলের অবসান হওয়ার আগ পর্যন্ত।'[৫৪]

এভাবেই তারা বিশ্বের অন্য সকল মুজাহিদীনকে নিঃশেষ করার হুমকি দেয়। বাস্তবে তারা এই আকীদাই ধারণ করে। আশ্চর্য! যে জিহাদী তানযীম বছরের পর বছর ধরে ক্রুসেডার ও তাগুতদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে। এমন একটি তানযীম, যার জিহাদের বয়স ১০ বছর পূর্ণ হয়নি, নিজেদের তানযীমকে খিলাফত দাবি করে অন্য সকল মুজাহিদীনের জিহাদকে বাতিল হিসাবে আখ্যায়িত করছে। বিশ্বব্যাপী তাগুত ও মুরতাদদের মসনদে যারা কম্পন তুলছে তাদেরকে হত্যার ঘোষণা দিচ্ছে! বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার!!

---

[৫৪] দাউলার অফিসিয়াল মিডিয়া আল-ফুরকান থেকে প্রকাশিত, তাদের মুখপাত্রের কণ্ঠে বিবৃতি- قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় দাউলার আসল রূপ। তাদের অপরাধ ও অবাধ্যতা। তাদের জিঘাংসা ও অন্যায়-রক্তপাত। যা উম্মাহরউপর আরোপিত হয় নতুন এক ফিতনারূপে। ক্ষতবিক্ষত করে দেয় সত্যবাদী মুমিনদের হৃদয়কে। আঘাতে জর্জরিত উম্মাহরউপর নেমে আসে নতুন বিপদ।

তাদের এই ফিৎনা যখন বিস্তার লাভ করতে থাকে ও অতি-আবেগপ্রবণ জ্ঞানহীন যুবকেরা তাদের ফাঁদে পা দিতে থাকে তখন উম্মাহরহক্কানী উলামা ও উমারাগণ উম্মাহকে সতর্ক করতে থাকেন। কিন্তু তারা তাদের এই অপরাধসমূহকে বৈধ করতে পরিধান করে নতুন চাদর, খিলাফতেরচাদর। ইনশাআল্লাহ আমরা সামনে তাদের কথিত খিলাফত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাদের ফিৎনা থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

দাউলার আসল রূপ - পর্ব-২

খিলাফত কী?

খিলাফত একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে: প্রতিনিধিত্ব, উত্তরাধিকারত্ব, স্থলাভিষিক্ত হওয়া। আর খলীফা অর্থ: প্রতিনিধিত্বকারী, উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষিক্ত। খিলাফত হচ্ছে ইসলামী শরীয়ার শাসনব্যবস্থার নাম। কোন একজন মুসলিম নেতাকে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বানিয়ে ইসলামী শরীয়ার আলোকে যে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা হয় তাকে খিলাফত বলে।

খিলাফতকে (প্রতিনিধিত্বকে) খিলাফত নামকরণের কারণ হচ্ছে, যিনি এই শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন তিনি দীনের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধি বা খলীফা। যার দায়িত্ব: ইসলামী রাষ্ট্র ও

মুসলিমদের নেতৃত্ব দেওয়া। আর এ কারণেই খলীফার মূল দায়িত্ব হল, ইসলামী শাসনব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও কার্যকর করা এবং জিহাদ ও দাওয়াতের মাধ্যমে বিশ্বের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

খিলাফতের উদ্দেশ্য

খিলাফতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, শত্রুদের থেকে মুসলিমদেরকে হেফাজত করা, আল্লাহ তাআলার দীনের হেফাজত ও তা পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করা এবং মুসলিমদের পার্থিব বিষয়গুলোকে উত্তমভাবে পরিচালনা করা।

হাদীস শরীফে এসেছে, আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

روَى البخاريُّ ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيرة ﷺ، أنَّه سمِع رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: إنَّما الإمامُ جُنَّة، يُقاتَل مِن ورائه، ويُتقَّى به.

'ইমাম/খলীফা হলেন ঢাল স্বরূপ, যাঁর ছায়ায় থেকে কিতাল করা হবে ও যাঁর মাধ্যমে আত্মরক্ষা করা হবে।'[৫৫]

আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ কিতাবে ইমাম মাওয়ারদী রহ. বলেন,

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا.) الأحكام السلطانية **[3 / 1]**

'খিলাফতের অস্তিত্বই হয়েছে, দীনের সংরক্ষণ ও দুনিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে নুবুওয়াতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য।'[৫৬]

আল্লামা জুওয়াইনী রহ. বলেন,

---

[৫৫] বুখারী:২৯৫৭, মুসলিম:১৮৪১

[৫৬] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:৩

الإمامة رياسة تامة، وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا.

'খিলাফত হচ্ছে এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ নেতৃত্ব ও ব্যাপক দায়িত্বশীলতা, যা সাধারণ-বিশেষ সকল মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর সাথে সম্পৃক্ত।'[৫৭]

খিলাফত প্রতিষ্ঠার হুকুম

ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية . واه مسلم

'যে এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, তার ঘাড়ে কোন বায়আত নেই, সে জাহিলিয়্যাতের মরণ মরল।'[৫৮]

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় যে, মুসলিমদের জন্য খলীফা নির্ধারণ করা ওয়াজিব। উম্মাহর উলামায়ে কেরামের ইজমা অনুসারে পুরো উম্মাহর জন্য এমন একজন খলীফা নির্বাচন করা ওয়াজিব, যিনি উম্মাহর নেতৃত্ব দিবেন, যার অধীনে উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হবে।

ইমাম কুরতুবী রহ. উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

ولا خلاف في وجوب ذلك بين الامة ولا بين الائمة إلا ما روي عن الاصم حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه،

[৫৭] গিয়াছুল উমাম, পৃষ্ঠা:১৫

[৫৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস:১৮৫১

‘খলীফা নির্ধারণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে উম্মাহর মাঝে বা ইমামদের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই। তবে শুধুমাত্র ‘আসাম’ থেকেই ভিন্নমত বর্ণিত আছে, যে মূলত: শরীয়ার ব্যাপারেও আসাম (বধির)। এমনিভাবে যে ব্যক্তি তার সুরে কথা বলে এবং তার মত মাজহাব অনুসরণ করে সে ভিন্নমত পোষণ করে।’[৫৯]

আল-আহকামুস সুলতানিয়্যার মধ্যে ইমাম মাওয়ারদী রহ. বলেন,

وعقدها لمن يقوم بها واجب بالإجماع، وإن شذ عنهم الأصم–

‘খিলাফতের যোগ্য ব্যক্তিকে খলীফা নির্ধারণ করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। যদিও এ ব্যাপারে আসাম ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।’[৬০]

ইমাম নববী রহ. বলেন,

وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة..

‘উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, একজন খলীফা নিযুক্ত করা মুসলিমদের উপর ওয়াজিব।’[৬১]

খলীফা নির্বাচন পদ্ধতি

খলীফা নির্বাচনের সর্বসম্মত ৩টি পদ্ধতি রয়েছে। খিলাফতে রাশেদার যুগে সাহাবায়ে কেরাম এই তিনপদ্ধতির কোন এক পদ্ধতিতেই খলীফা নির্বাচন করেছেন,

---

[৫৯] তাফসীরে কুরতুবী, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:২৬৪

[৬০] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৫

[৬১] শরহু মুসলিম লিন-নববী, খণ্ড:১২, পৃষ্ঠা:২০৫

১) ইস্তিখলাফ।

২) শুরা।

৩) ইখতিয়ার।

ইস্তিখলাফ

পূর্ববর্তী খলীফা ওফাতের পূর্বে খিলাফতের যোগ্য কোন ব্যক্তিকে পরবর্তী খলীফা হিসাবে নির্বাচন করে যাওয়া।

এই পদ্ধতিতে ওমর রাযি. খলীফা হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। আবু বকর রাযি. ওফাতের পূর্বে তার পরবর্তী খলীফা হিসাবে ওমর রাযি. কে নির্ধারণ করে গিয়েছিলেন।

শুরা

শুরা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, পূর্ববর্তী খলীফা কর্তৃক নির্ধারিত শুরা। অর্থাৎ ওফাতের পূর্বে খলীফা যদি পরবর্তী খলীফা নির্ধারণের জন্য কোন শুরা বানিয়ে দিয়ে যান, যাদের দায়িত্ব হবে তাদের মধ্যে থেকে কোন একজনকে পরবর্তী খলীফা নির্ধারণ করা। ওমর রাযি. মৃত্যুর পূর্বে ছয়জনের শুরা নির্ধারণ করে গিয়েছিলেন। পরে তাদের মধ্যে উসমান রাযি. কে খলীফা মনোনিত করা হয়।

ইখতিয়ার (নির্ধারণ)

আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ কর্তৃক মুসলিমদের মধ্যে খিলাফতেরযোগ্য কোন ব্যক্তিকে খলীফা হিসাবে নির্ধারণ করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম ‘সাকিফায়ে বনি সায়িদায়’ একত্রিত হয়ে আবু বকর রাযি. কে খলীফা

মনোনিত করেন। এরপর মসজিদে অন্যান্য সকলের থেকে আম (সাধারণ) বায়আত গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

ইমাম নববী রহ. বলেন,

أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة.

'উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, খিলাফত ইস্তিখলাফের (পূর্ববর্তী খলীফা কাউকে নির্ধারণ করে দিয়ে যাওয়া) মাধ্যমে গঠিত হতে পারে । আর খলীফা যদি কাউকে নির্ধারণ করে দিয়ে না যান, তাহলে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদে'র নির্ধারণ করার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। তারা এ ব্যাপারেও একমত পোষণ করেছেন যে, খলীফার জন্য (পরবর্তী খলীফা নির্ধারণের) দায়িত্বটি একটি জামাতের পরামর্শের উপর ছেড়ে দেওয়া জায়েয আছে। যেমন ওমর রাযি. ছয়জনের জিম্মায় করে গিয়ে ছিলেন।'[৬২]

উপরোক্ত তিন পদ্ধতিতেই খিলফাত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ বাস্তবায়িত হয়েছে। আর এই তিন পদ্ধতিই হচ্ছে খলীফা নির্ধারণের শরয়ী বৈধ পদ্ধতি। এই তিন পদ্ধতি ব্যতীত খলীফা নির্বাচিত হওয়ার আরেকটি পদ্ধতি আছে, যা শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত নয়। কেউ এই পদ্ধতি গ্রহণ করলে সে অপরাধী ও কবিরাহ গুনাহকারী ফাসিক বলে বিবেচিত হবে। তথাপি যদি কেউ উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে, তবে তাকে শর্ত সাপেক্ষে খলীফা বলে গণ্য করা হবে। তবে সেটি 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওওয়াহ' হবে না। সেই পদ্ধতিটি হচ্ছে:

---

[৬২] শরহু মুসলিম লিন-নববী, খণ্ড:১২, পৃষ্ঠা:২০৫

আত-তাগাল্লুব (জবরদখল)

ইমাম নববী রহ. বলেন,

وأما الطريق الثالث، فهو القهر والاستيلاء، فإذا مات الامام، فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة، وقهر الناس بشوكته وجنوده، انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين،

'খলীফা নির্ধারণের তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে, জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল। যেমন, ইমাম মৃত্যুবরণ করল, তখন ইস্তিখলাফ বা ইখতিয়ার ব্যতীত এমন কেউ খিলাফতেরজন্য প্রবৃত্ত হল, যার মাঝে খলীফা হওয়ার শর্তাবলী বিদ্যমান। অতঃপর সে শক্তি ও সৈন্যবলে সকলকে সামলে নিল, তাহলে এমতাবস্থায় মুসলমানদের ঐক্য ধরে রাখার জন্য তার খিলাফত কার্যকর হবে।'[৬৩]

আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ - কারা?

'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' হলেন, উম্মাহর প্রখ্যাত উলামা ও প্রভাবশালী দায়িত্বশীলগণ।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم.﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তোমাদের মধ্যে যারা 'উলুল আমর' (দায়িত্বশীল) তাঁদের আনুগত্য করো।'[৬৪]

উক্ত আয়াতে 'উলুল আমর' দ্বারা উদ্দেশ্য হল: উলামা ও উমারা (দায়িত্বশীলগণ)। আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. এ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেন,

---

[৬৩] রওজাতুত তলিবীন, খণ্ড:১০, পৃষ্ঠা:৪৬

[৬৪] সূরা নিসা, আয়াত:৫৯

وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس ﷺ : (وأولي الأمر منكم) يعني أهل الفقه والدين، وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية: (وأولي الأمر منكم) يعني العلماء، والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء.

'আলী ইবনে আবি তালহা রাযি. ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর' অর্থাৎ, ফকীহ ও দীনদারগণ। মুজাহিদ, আতা ও হাসান বসরী রহ. থেকেও এমনটি বর্ণিত আছে। আবুল আলিয়া রহ. বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা 'উলুল আমর' এর অর্থ আলেমগণ। আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন, আয়াতের জাহের (বাহ্যিক দিক) এটাই দাবি করে যে, এখানে সকল 'উলুল আমর'ই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ উলামা ও উমারা।'[65]

আল্লামা ইবনে নুজাইম হানাফী রহ. বলেন,

وتنعقد بيعة أهل الحل والعقد من العلماء المجتهدين والرؤساء

'(খলীফাহ নির্ধারণ হবে) আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ, অর্থাৎ মুজতাহিদ উলামা ও দায়িত্বশীলবর্গের বায়আতের মাধ্যমে।'[৬৬]

আল্লামা মুহাম্মদ খরাশী মালেকী রহ. বলেন,

لأن العلماء، وهم أهل الحل والعقد.

'কেননা আলেমগণই হলেন আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ।'[৬৭]

ইমাম দুসুকী মালেকী রহ. বলেন,

---

[৬৫] তাফসীরে ইবনে কাছীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর

[৬৬] বাহরুর রায়েক, খণ্ড:১৭, পৃষ্ঠা:৩৮২

[৬৭] শরহু মুখতাসারিল খলীল

وهم من اجتمع فيهم ثلاثة أمور: العلم بشروط الإمام، والعدالة، والرأي.

'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' হলেন ঐ সমস্ত ব্যক্তি, যাদের মাঝে তিনটি জিনিস বিদ্যমান: ১. খলীফার জন্য যে সমস্ত শর্ত থাকা আবশ্যক তার ইলম। ২. আদালত (ন্যায়পরায়ণতা)। ৩. সিদ্ধান্তের যোগ্যতা।'[৬৮]

ইমামুল হারামাইন ইমাম জুওয়াইনী আশ-শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

إنّ عقد الإمامة هو اختيار أهل الحلّ والعقد... وهم الأفاضل المستقلّون الذين حنّكتهم التجارب وهذّبتهم المذاهب وعرفوا الصفات المرعيّة فيمن يناط به أمر الرعيّة.

'খলীফা নির্ধারণ হবে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের নির্বাচনের মাধ্যমে। আর আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ হলেন, 'সে সকল যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ, যারা নানা অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিপক্ক, নানা পথ ও মত সম্পর্কে যাঁদের রয়েছে বিস্তর অভিজ্ঞতা এবং পরিচালনা বিষয়ক ঐ সমস্ত গুণাবলী সম্পর্কে যারা জ্ঞাত, যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি জনগণকে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়।'[৬৯]

আল্লামা ইবনে মুফলেহ হাম্বলী রহ. বলেন,

ولابد من بيعة أهل الحل والعقد من العلماء و وجوه الناس.

'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ অর্থাৎ উলামা ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের বায়আত গ্রহণ আবশ্যক।'[৭০]

---

[৬৮] আশ শরহুল কাবীর

[৬৯] গিয়াছুল উমাম, পৃষ্ঠা:৮২

[৭০] শারহুল মুকনে, খণ্ড:১০, পৃষ্ঠা:৮

‘আল মাউসূয়াতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ’ এর মধ্যে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে,

أهل الشوكة من العلماء والرؤساء و وجوه الناس، الذين يحصل بهم مقصود الولاية، وهو القدرة والتمكين.

‘প্রভাবশালী উলামা, নেতৃবর্গ ও সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ, যাদের মাধ্যমে বিলায়াতের উদ্দেশ্য অর্থাৎ শক্তি ও ক্ষমতা অর্জিত হবে।’[৭১]

উপরোক্ত দলীলসমূহের আলোকে পূর্ণরূপে স্পষ্ট হচ্ছে, আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ হলেন উম্মাহর প্রভাবশালী বিচক্ষণ আলেমগণ ও শক্তিধর দায়িত্বশীল আমিরগণ।

আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের যোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত

আল-আহকামুস সুলতানিয়্যায় আল্লামা মাওয়ারদী রহ. ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের’ যোগ্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত বর্ণনা করেছেন,

فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة: أحدها العدالة الجامعة لشروطها والثاني العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها. والثالث الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف.

‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদে’র জন্য গ্রহণযোগ্য শর্ত তিনটি

১. তার আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) ঠিক থাকতে হবে। আদালতের (ন্যায়পরায়ণতার) শর্তসমূহসহ পাওয়া যেতে হবে। অর্থাৎ আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) প্রমাণিত হওয়ার জন্য আলেমগণ যে শর্তসমূহ বর্ণনা করেছেন তা তার মাঝে বিদ্যমান থাকতে হবে।

---

[৭১] আল মাউসুয়াতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ, খণ্ড:৮, পৃষ্ঠা:১৩৮

২. এতটুকু জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে যার মাধ্যমে সে বুঝতে পারে, খিলাফতের গ্রহণযোগ্য শর্তগুলোর উপর ভিত্তি করে কে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত।

৩. সিদ্ধান্ত প্রদানের যোগ্যতা ও প্রজ্ঞা, যার মাধ্যমে সে এমন কাউকে নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে, যিনি খিলাফতের অধিক উপযুক্ত এবং উম্মাহর কল্যাণ সাধনে অধিক যোগ্য ও অভিজ্ঞ।[৭২]

খলীফা নির্ধারণের জন্য কতজনের আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের সম্মতি আবশ্যক

খিলাফত বাস্তবায়নের জন্য খলীফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কতজনের 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' সম্মতি ও বায়আত আবশ্যক, এ ব্যাপারে উম্মাহর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। খিলাফতে রাশেদার যুগে এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম থেকে তিনটি মতামত পাওয়া যায়:

১. পুরো উম্মাহর ঐক্যমত আবশ্যক ।

২. সকল 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' ঐক্যমত আবশ্যক।

৩. জমহুর 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' ঐক্যমত আবশ্যক।

পুরো উম্মাহর ঐক্যমত আবশ্যক

সাহাবাদের মধ্যে অনেকের মত ছিল, খলীফা নির্ধারণের জন্য সকল মুসলিমের একত্রিত হয়ে কোন একজনকে খলীফা নির্ধারণ করতে হবে। আল্লামা ইবনে খালেদুন রহ. আলী রাযি. এর বায়আতের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

---

[৭২] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, খণ্ড:১,পৃষ্ঠা:৮

ومنهم من توقف حتى يجتمع الناس و يتفقوا على إمام كسعد و سعيد و ابن عمر و أسامة بن زيد و المغيرة بن شعبة و عبد الله بن سلام و قدامة بن مظعون و أبي سعيد الخدري و كعب بن مالك و النعمان بن بشير و حسان بن ثابت و مسلمة بن مخلد و فضالة بن عبيد و أمثالهم من أكابر الصحابة.

'সাহাবাদের মধ্যে অনেকে বায়আত প্রদান থেকে বিরত ছিলেন, যাতে সকল মুসলিম একত্রিত হয়ে কোন একজন খলীফার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন। যেমন সাদ, সায়ীদ, ইবনে ওমর, উসামা বিন যায়েদ, মুগীরা বিন শুবা, আব্দুল্লাহ বিন সালাম, কুদামা বিন মাযউন, আবু সাঈদ খুদরী, কাব বিন মালেক, নুমান বিন বশীর, হাসসান বিন ছাবেত, মাসলামা বিন মুখাল্লাদ, ফুজালা বিন উবায়েদ রাযি. সহ অন্যান্য বড় বড় সাহাবাগণ।'[৭৩]

প্রখ্যাত সাহাবী ইবনে ওমর রাযি. এর মতও এটাই ছিল। ইবনে সাদ রহ. বর্ণনা করেন,

وعن ميمون قال :دس معاوية عمرو بن العاص وهو يريد أن يعلم ما في نفس ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن! ما يمنعك أن تخرج فنبايعك، وأنت صاحب رسول الله – ﷺ – وابن أمير المؤمنين، وأنت أحق الناس بهذا الأمر. فقال: قد اجتمع الناس كلهم على ما تقول؟ قال: نعم، إلا نفر يسير قال: لو لم يبق إلا ثلاثة أعلاج بهجر لم يكن لي فيها حاجة.

'মাইমুন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুআবিয়া রাযি. ইবনে ওমর রাযি. এর ইচ্ছা জানার জন্য আমর ইবনুল আস রাযি. কে পাঠালেন। ইবনুল আস: হে আবু আব্দুর রহমান! কেন আপনি গৃহ থেকে বের হচ্ছেন না? আমরা আপনার কাছে বায়আত দেব। আপনি হচ্ছেন আল্লাহ তাআলার রাসূলের সাহাবী, আমীরুল মুমিনীনের পুত্র। সুতরাং খিলাফতের ব্যাপারে আপনিই সবচেয়ে উপযুক্ত। ইবনে উমর: আপনি যা বললেন সে ব্যাপারে কি সকল

---

[৭৩] মুকাদ্দামাতু ইবনে খালেদুন, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:১১১

মানুষ একমত পোষণ করেছেন? ইবনুল আস: হ্যাঁ! তবে সামান্য কিছু মানুষ ব্যতীত। ইবনে উমর: যদি শুধু মাত্র তিনজন গেঁয়ে লোকও দূরে থাকে তাহলে আমার এই জিনিসের কোন প্রয়োজন নেই।’[৭৪]

ইমাম ইবনুল আছীর রহ. বর্ণনা করেন,

وجاؤوا بسعد بن أبي وقاص فقال علي : بايعْ . فقال : لا حتى يبايعَ الناسُ ، والله ما عليك مني بأس . فقال : خلوا سبيله. وجاؤوا بابن عمر فقالوا : بايعْ . قال : لا، حتى يبايع الناسُ.

‘তারা সা‘দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযি. এর কাছে এলেন। আলী রাযি. বললেন, বায়আত দিন। তিনি বললেন, না যতক্ষণ না মানুষেরা বায়আত দেয়। আল্লাহর শপথ! আমার পক্ষ থেকে কোন আপত্তি নেই। আলী রাযি. বললেন তার পথ ছেড়ে দাও। তারা ইবনে উমরের কাছে এলেন তাঁরা বললেন, বায়আত দিন। তিনি বললেন, না, যতক্ষণ না মানুষেরা বায়আত দেয়।’[৭৫]

ইমাম শিহাবুদ্দীন রহ. উল্লেখ করেন, মুসলিম বিন উকবা রাযি. দুমাতুল জান্দালের অধিবাসী সাহাবী ও তাবিয়ীগণকে মুআবিয়া রাযি. এর বায়আত দেওয়ার আহবান করলেন; কিন্তু তারা অস্বীকৃতি জানাল। এ খবর আলী রাযি. এর কাছে পৌঁছলে তিনি সাহাবী মালিক বিন কাব আল-হামাজানিকে পাঠালেন।

ইমাম শিহাবুদ্দীন রহ. লিখেন,

---

[৭৪] আত-তাবাকাত, খণ্ড:৪, পৃষ্ঠা:১৬৪, সনদ সহীহ

[৭৫] আল-কামিল ফিত-তারীখ, খণ্ড:১৪,পৃষ্ঠা:৭৫

وقام مالك أياماً يدعو أهل دومة الجندل إلى بيعة علي، فأبوا وقالوا: لا نبايع حتى يجتمع الناس على إمام، فانصرف عنهم وتركهم.

'মালিক দুমাতুল জান্দালের অধিবাসীদেরকে আলি রাযি. এর হাতে বায়আত দেওয়ার আহবান করার জন্য কিছুদিন সেখানে অবস্থান করলেন। তারা অস্বীকৃতি জানাল এবং বলল, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত বায়আত দেব না, যতক্ষণ না সকল মানুষ কোন একজন ইমামের ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। তিনি তাদের থেকে চলে এলেন ও তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিলেন।'[৭৬]

দুমাতুল জান্দালের সাহাবী ও তাবিয়ীগণ আলী রাযি. কে বায়আত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। অথচ জমহুর সাহাবাগণ তাকে বায়আত দিয়েছিলেন।

ইমামদের মধ্যে যারা উপরোক্ত মত ব্যক্ত করেছেন

এ মতটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. থেকে বর্ণিত দুটি মতের একটি। ইমাম আহমদ রহ. কে নিম্মোক্ত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল,

من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية.

'যে এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, তার কোন ইমাম (খলীফা) নেই, সে জাহিলিয়্যাতের মরণ মরল।'

এর উত্তরে তিনি বললেন,

أتدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون، كلهم يقول: هذا إمام. فهذا معناه.

---

[৭৬] -নেহায়াতুল আরব ফী-ফনূনিল আদাব, খণ্ড:১,পৃষ্ঠা:৩৬৯

‘তুমি কি জান, ইমাম (খলীফা) দ্বারা উদ্দেশ্য কি? ইমাম হলেন তিনি, যার ব্যাপারে সকল মুসলিম একমত পোষণ করবেন এবং সকলেই বলবেন তিনিই ইমাম, এটাই হচ্ছে ইমামের অর্থ।’[৭৭]

ইমাম আহমদ রহ. খলীফার আনুগত্য আবশ্যক হওয়ার জন্য শর্ত করেছেন, এমন কেউ খলীফা হতে হবে, যাকে সকল মুসলিম মেনে নিয়েছেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ইমাম আহমদ রহ. এর উপরোক্ত মাজহাবটি বর্ণনা করেন,

ولهذا قال أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار (أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ﷺ ...إلى أن قال: ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس، ورضوا به.

‘এ কারণেই আবদুস বিন মালিক আল-আত্তারের প্রতি প্রেরিত চিঠিতে ইমাম আহমদ রহ. বলেন ‘আমাদের নিকট সুন্নাহর মূলনীতি হল, সাহাবায়ে কেরাম যে অবস্থার উপর ছিলেন তা আঁকড়ে থাকা’ একটু সামনে গিয়ে তিনি বলেন ‘যে ব্যক্তি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন অতঃপর জনসাধারণ তার ব্যাপারে একমত পোষণ করবেন ও সন্তুষ্ট হবেন।’[৭৮]

ইমাম লালিকায় রহ. আহমদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন,

ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين.

‘যে ব্যক্তি মুসলিমদের এমন ইমামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে, যে ইমামের ব্যাপারে জনসাধারণ একমত পোষণ করেছে এবং যার খিলাফতকে সকলে

---

[৭৭] দেখুন, কিতাবুস সুন্নাহ লিল-খাল্লাল, খণ্ড:১ পৃষ্ঠা:৮০ ও মিনহাজুস সুন্নাহ, খণ্ড:১ পৃষ্ঠা:১১২

[৭৮] মিনহাজুস সুন্নাহ, খণ্ড:১ পৃষ্ঠা:৩৬৫

মেনে নিয়েছে, চাই সন্তুষ্টিচিত্তে বা তার প্রভাবশালী হয়ে যাওয়ার কারনে, তাহলে এই বিদ্রোহী মুসলিমদের ঐক্যকে ভেঙ্গে ফেলল।’[৭৯]

তিনি আরো বর্ণনা করেন,

والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به.

‘খলীফা ও আমিরুল মুমিনীনদের কথা শ্রবণ ও আনুগত্য আবশ্যক চাই তিনি নেককার হোন বা গুনাহগার হোন এবং ঐ ব্যক্তিরও শ্রবণ ও আনুগত্য আবশ্যক, যিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর সকল মানুষ তার ব্যাপারে একমত ও সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন।’[৮০]

উপরোক্ত বর্ণনাতেও ইমাম আহমদ রহ. উল্লেখ করেছেন, কোন ইমাম তখনই শরয়ী ইমাম বা খলীফা হওয়ার হকদার হবেন, যখন জনগণ তাকে মেনে নিবে। হাদীসের প্রখ্যাত ইমামদের একজন আলী ইবনুল মাদিনী রহ.ও একই শর্ত ব্যক্ত করেছেন:

ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم ، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام ، برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين.

‘যে ব্যক্তি সকল মানুষের ঐক্যমতে ও সন্তুষ্টিতে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তিনিই আমিরুল মুমিনীন বলে বিবেচিত হবেন। আল্লাহ তাআলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির জন্য তাঁকে ইমাম হিসাবে গ্রহণ করা ব্যতীত

---

[৭৯] দেখুন, ই’তেকাদু আহলিস্ সুন্নাহ লিল-লালিকাঈ, খণ্ড:১,পৃষ্ঠা:১৬০

[৮০] দেখুন, ই’তেকাদু আহলিস্ সুন্নাহ লিল-লালিকাঈ, খণ্ড:১,পৃষ্ঠা:১৬০

এক রাত অতিবাহিত করা বৈধ হবে না চাই তিনি নেককার হোন বা বদকার হোন।'[৮১]

আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের সকলের ঐক্যমত আবশ্যক

সাহাবায়ে কেরামের অপর একটি জামাতের মাজহাব হল, কোন ব্যক্তি খলীফা নির্ধারিত হওয়ার জন্য সকল 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' বায়আত প্রদান আবশ্যক।

ইমাম ইবনে খালদুন রহ. বর্ণনা করেন,

و رأى الآخرون أن بيعته لم تنعقد لافتراق الصحابة أهل الحل و العقد بالآفاق و لم يحصر إلا قليل و لا تكون البيعة إلا باتفاق أهل الحل و العقد و لا تلزم بعقد من تولاها من غيرهم أو من القليل منهم و إن المسلمين حينئذ فوضى فيطالبون أولاً بدم عثمان ثم يجتمعون على إمام وذهب إلى هذا معاوية و عمرو بن العاص و أم المؤمنين عائشة و الزبير و ابنه عبد الله و طلحة و ابنه مُحَمَّد و سعد و سعيد و النعمان بن بشير و معاوية بن خديج

'কিছু লোকের মত ছিল, আলী রাযি. এর বায়আতগ্রহণ গৃহীত হয়নি। কারণ সাহাবাদের মধ্যে যারা 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' ছিলেন, তারা ছিলেন বিভিন্ন স্থানে। তাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই একত্রিত হয়েছিলেন। আর 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' ঐক্যমত ছাড়া বায়আত হতে পারে না। তারা ছাড়া অন্য কেউ খলীফা নির্ধারণ করলে বা তাদের মধ্যেই অল্পসংখ্যক কাউকে নির্ধারণ করে ফেললে সেটা সর্বমান্য হবে না। মুসলিমরা তখন ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। তাদের দাবি ছিল, প্রথমে উসমান হত্যার বদলা নিতে হবে, তারপর মুসলিমরা কোন একজন ইমামের ব্যাপারে একমত হবেন। আর এই মতটি ছিল মুআবিয়া, আমর বিন আস, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা,

---

[৮১] দেখুন, ই'তেকাদু আহলিস্ সুন্নাহ লিল-লালিকাঈ, খণ্ড:১,পৃষ্ঠা:১৬৮

জুবায়ের, তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ, তালহা, তার পুত্র মোহাম্মদ, সাদ, সায়ীদ, নুমান বিন বশীর, মুআবিয়া বিন খাদীজ রাযি. প্রমুখের।’[৮২]

এটি হল ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় মত। আল্লামা আবু ইয়ালা রহ.সহ হাম্বলী মাজহাবের অন্যান্য অনেক ফকীহ এ মত গ্রহণ করেছেন। ইসহাক বিন ইবরাহীম বর্ণনা করেন, ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন,

الإمام الذي يجتمع قول أهل الحل والعقد عليه.

‘ইমাম হলেন, যার ব্যাপারে ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ একমত পোষণ করেছেন।’[৮৩]

কাজী আবু ইয়া‘লা রহ. বলেন,

ظاهر كلام أحمد ﷺ أنها لا تنعقد إلا بجماعتهم.

‘ইমাম আহমদ রহ. এর বাহ্যিক বক্তব্য এটাই বোঝায় যে, সকল ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের’ ঐক্যমত ছাড়া খিলাফত সংঘটিত হবে না।’[৮৪]

জমহুর আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের ঐক্যমত আবশ্যক

ইবনে খালদুন রহ. বর্ণনা করেন,

أما واقعة علي فإن الناس كانوا عند مقتل عثمان مفترقين في الأمصار فلم يشهدوا بيعة علي و الذين شهدوا فمنهم من بايع و منهم من توقف حتى يجتمع الناس و يتفقوا على إمام.

---

[৮২] তারিখে ইবনে খালদুন, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:১১১

[৮৩] আল-আহকামুস্ সুলতানিয়্যাহ, লি আবি ইয়ালা, পৃষ্ঠা:২৩

[৮৪] আল-মু‘তামাদ ফী উসূলিদ্দীন, পৃষ্ঠা:২৩৮/২৩৯

‘আর আলী রাযি. এর ব্যাপারটা হচ্ছে, উসমান রাযি. নিহত হওয়ার সময় মুসলিমরা বিভিন্ন শহরের অধিবাসী ছিল। ফলে তারা (সকলে) আলী রাযি. এর বায়আতে অংশ নিতে পারেননি। যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের অনেকে বায়আত দিয়েছেন আর অনেকে অপেক্ষা করেছেন, যাতে সকল মুসলিম একত্রিত হয়ে কোন একজন খলীফার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন।’[৮৫]

আর সাহাবীদের মধ্যে যারা আলী রাযি. এর বায়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন ও বায়আত প্রদান করেছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। শায়েখ ইয়াহইয়া বিন আবিল খায়ের আল-ইমরানী রহ. বর্ণনা করেন,

قد ثبتت بيعة علي وإمامته بيعة الجمهور من الصحابة قبل ذلك، وانقادوا له وصارت له الشوكة بطاعتهم له.

‘আলী রাযি. এর বায়আত ও খিলাফত সাব্যস্ত হয়েছে, সবার আগে জমহুর সাহাবায়ে কেরামের বায়আত প্রদানের মাধ্যমে। তাঁরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন এবং তাদের আনুগত্যের দ্বারাই তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।’[৮৬]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

وعلي بايعه أهل الشوكة وإن كانوا لم يجتمعوا عليه كما اجتمعوا على من قبله لكن لا ريب أنه كان له سلطان وقوة بمبايعة أهل الشوكة له وقد دل النص على أن خلافته خلافة نبوة.

---

[৮৫] তারিখে ইবনে খালেদুন, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:১১১

[৮৬] আল-ইন্তেসার ফির রদ্দি আলাল-মুতাজিলাতিল কদরিয়্যা, খণ্ড:৩,পৃষ্ঠা:৯০

‘আলী রাযি. কে প্রভাবশালী লোকজন বায়আত প্রদান করেছিলেন। যদিও পূর্বের খলীফাদের মত তার ব্যাপারে সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেননি, কিন্তু নিঃসন্দেহে প্রভাবশালী লোকদের বায়আত প্রদানের ফলেই তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর শরয়ী বর্ণনাও প্রমাণ করে, তাঁর খিলাফত ছিল ‘খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ।’[৮৭]

উপরের প্রমাণ থেকে স্পষ্ট হয়, আলী রাযি. কে সকল ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ বায়আত প্রদান না করলেও জমহুর ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ বায়আত প্রদান করেছিলেন। আর এর মাধ্যমেই তিনি খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সুতরাং সকল ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ তাকে বায়আত না দেওয়া সত্ত্বেও যে সমস্ত সাহাবাগণ তাকে খলীফা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, তারা এই ভিত্তিতেই গ্রহণ করেছিলেন যে, তাকে জমহুর ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ বায়আত দিয়েছেন। সুতরাং এ থেকে প্রতীয়মান হয়, অধিকাংশ সাহাবার মত ছিল, জমহুর ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ কাউকে খলীফা হিসেবে নির্ধারণ করলেই তিনি মুসলিমদের খলীফা হিসাবে স্বীকৃত হবেন। সকলের ঐক্যমত আবশ্যক নয়।

উপরোক্ত তিনটি মত ব্যতীত শাফী মাজহাবের অনেক আলেমদের মত হচ্ছে ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের’ মধ্যে যাদের একত্রিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে তাদের ঐক্যমত আবশ্যক। শাফী মাজহাবের অধিকাংশ ফকীহ এই মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম নববী রহ. বলেন,

العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم.

---

[৮৭] মিনহাজুস সুন্নাহ, খণ্ড:৮, পৃষ্ঠা:৩১৬

‘উলামা, উমারা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, যাদের সহজে একত্রিত হওয়া সম্ভব হয়।’[৮৮]

তিনি আরো বলেন,

أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر اجتماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس.

‘খলীফার বায়আত গ্রহণের ব্যাপারে আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, তা সহীহ হওয়ার জন্য সকল মানুষের বায়আত গ্রহণ শর্ত নয়। এমনকি প্রত্যেক ‘আহলুল হাল্লি আকদের’ বায়আত গ্রহণও শর্ত নয়; বরং উলামা, উমারা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাদের সহজে একত্রিত হওয়া সম্ভব হয় তাদের বায়আত-গ্রহণ শর্ত।’[৮৯]

আল্লামা আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-কলকসেন্দী রহ. উপরোক্ত অভিমত উল্লেখ করে বলেন,

وهو الأصح عند أصحابنا الشافعي.

‘আর আমাদের শাফী আলেমদের নিকট এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধমত বলে ধর্তব্য।’[৯০]

শাফী মাজহাবের কারও কারও মতে ৪০ জন ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ এর বায়আত আবশ্যক। এ ছাড়া কেউ কেউ বলেছেন ৫জন, ৪জন, ৩জন, ২জন, ১জন হলেও খলীফা নির্ধারণ গ্রহণযোগ্য হবে।

---

[৮৮] দেখুন, নেহায়াতুল মুহতাজ

[৮৯] দেখুন, শরহে মুসলিম লিন-নববী

[৯০] দেখুন, মায়াছিরুল ইনাফাহ ফী মাআলিমিল খিলাফহ, খণ্ড:১,পৃষ্ঠা:৪৪

আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের সংখ্যার ব্যাপারে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য মত

উপরোক্ত মতসমূহের মধ্যে গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে:

খলীফা নির্ধারণের জন্য জমহুর "আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের" সম্মতি আবশ্যক। আর এটি কয়েকটি কারণে:

এক.

এ মতটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

{من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد}
[حديث صحيح، رواه أحمد في المسند: 114، 177، والنسائي في السنن الكبرى: 9219 – 9221، وأسانيدهما صحيحة .

'তোমাদের মধ্যে যে জান্নাতে আবাসস্থল লাভের আশা করে, সে যেন জামাতকে আকড়ে ধরে। কেননা শয়তান একজনের সাথে। দুজন থেকে সে অপেক্ষাকৃত দূরে থাকে।'[৯১]

এ হাদীসের মধ্যে একাকী চলতে নিষেধ করা হয়েছে, কারণ এর ফলে শয়তান সুযোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করে। রাসূল স. সবাইকে মুসলিম জামাতের সাথে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর ১/২ জন যদি কোন ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে নিশ্চিত এর ফলে জামাত বিনষ্টহবে না। আর খিলাফত তো এমন একটি ব্যাপার যার সাথে সম্পৃক্ত পুরো উম্মাহ, যা পুরো উম্মাহর যৌথ একটি ব্যাপার। সুতরাং খিলাফতের প্রতিনিধি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই হাদীস আরও বেশি প্রযোজ্য।

---

[৯১] মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী, সনদ সহীহ

দুই.

চার খলীফার মধ্যে ইখতিয়ার বা 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' নির্ধারণের মাধ্যমে যে দুজন খলীফা হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন অর্থাৎ আবু বকর ও আলী রাযি., তাঁরা হয়েছেন জমহুর 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' নির্ধারণের মাধ্যমে। আবু বকর রাযি. কে খলীফা নির্ধারণের সময় সাহাবী সাদ বিন উবাদা রাযি. দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। আলী রাযি. কে খলীফা নির্বাচনকালে মুআবিয়া রাযি. সহ আরো অনেকে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন।

তিন.

খলীফা নির্ধারণের জন্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে শর্তটি পাওয়া যায় তা হচ্ছে, খলীফা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করতে হবে এবং তাদের সন্তুষ্টি ও সম্মতি আবশ্যক।

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, একদিন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. ওমর রাযি. কে একজনের ব্যাপারে বলছিলেন, যে বলেছে, 'ওমর রাযি. মৃত্যুবরণ করলে সে অমুককে বায়আত দেবে আল্লাহর শপথ! আবু বকরের বায়আতে কি কোন আকস্মিকতা ছিল?'

এটা শুনে ওমর রাযি. রেগে গেলেন আর বললেন,

إِنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ.

'ইনশাআল্লাহ আমি সন্ধ্যার সময় মানুষদের সামনে দাঁড়াব। আর ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে সতর্ক করব, যারা মানুষদের থেকে তাদের অধিকার হরণ করতে চায়।'

অতঃপর ওমর রাযি. সাহাবায়ে কেরামের সামনে নিজ খুৎবাতে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের আলোচনা করলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন:

ألا من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا.

‘সাবধান! মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করা ব্যতীত যে ব্যক্তি কাউকে বায়আত প্রদান করে তার অনুসরণ করা যাবে না এবং সে যার বায়আত গ্রহণ করেছে তারও অনুসরণ করা যাবে না; যাতে এতে করে উভয়ের মৃত্যু ডেকে আনা না হয়।’

ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন,

قلت والذي يظهر من سياق القصة أنّ إنكار عمر إنّما هو على من أراد مبايعة شخص على غير مشورة من المسلمين.

‘আমার কথা হল, ঘটনার ধরণ থেকে যা স্পষ্টষ্ট হয়: ওমর রাযি. ঐ ব্যক্তির বিরোধিতা করার কারণ হচ্ছে, মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করা ব্যতীত কেউ কাউকে বায়আত দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিল।’[৯২]

ওমর রাযি. উপরোক্ত মত ব্যক্ত করেন মসজিদে, সাহাবায়ে কেরামের জামাতের সামনে। আর সাহাবায়ে কেরাম কেউ তাঁর কথার বিরোধিতা করেননি; বরং সকলে বরণ করে নিয়েছেন।

এ থেকে স্পষ্ট হয়, খলীফা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুসলিমদের সন্তুষ্টি শর্ত। এটা সাহাবায়ে কেরামের ইজমা থেকে প্রমাণিত।

উসমান রাযি. এর শাহাদাতের পর লোকেরা যখন আলী রাযি. এর কাছে বায়আত দেওয়ার জন্য পিড়াপীড়ি করতে লাগল তখন তিনি বললেন,

لا تفعلوا فاني أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا فقالوا لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك قال ففي المسجد فان بيعتي لا تكون خفيا ولا تكون إلى عن رضا المسلمين.

---

[৯২] ফাতহুলবারী, খণ্ড:১২, পৃষ্ঠা:১৫৪

'না! তোমরা তা কর না। কেননা, আমি তোমাদের আমীর হওয়ার চেয়ে (ওযীর) সাহায্যকারী হওয়াকেই পছন্দ করি। লোকেরা বলল, না আল্লাহর শপথ আমরা আপনার কাছে বায়আত দেওয়া ছাড়া কোন কিছুতেই প্রস্তুত নই। তিনি বললেন, তাহলে বায়আত সংঘটিত করতে হবে মসজিদে। কেননা, আমার বায়আত গোপনে এবং মুসলিমদের সন্তুষ্টি ব্যতীত হতে পারে না।'[৯৩]

জমহুর 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' যদি কাউকে খলীফা নির্ধারণ করেন তাহলে তার ব্যাপারে উম্মাহ সন্তুষ্ট বলে প্রমাণিত হবে। কারণ 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' তারাই, যারা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন।

হ্যাঁ, তবে মুসলিমদের অল্প কিছু ব্যক্তির ভিন্নমত এখানে ধর্তব্য হবে না। কারণ এটা খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও বিদ্যমান ছিল।

চার.

উম্মাহর মুহাক্কিক আলেমগণ এ মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম আবু ইয়ালা রহ. বলেন,

لا تنعقد إلَّا بجمهور أهل الحَلِّ والعَقْد.

'জমহুর 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' ছাড়া খিলাফত সংঘটিত হবে না।'[৯৪]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

لو قُدِّر أنَّ عُمرَ وطائفةً معه بايعوه – يعني: أبا بكر – وامتنع سائرُ الصَّحابة عن البيعة، لم يَصِرْ إمامًا بذلك، وإنما صار إمامًا بمبايعة جمهور الصَّحابة، الذين هم أهلُ القُدرة والشوكة.

---

[৯৩] তারিখুত তবারী, খণ্ড:২, পৃষ্ঠা:৬৯৬। সনদ জাইয়্যিদ

[৯৪] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ লি-আবী ইয়ালা, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:২৩)

‘ধরে নিন, যদি ওমর রাযি. এবং তাঁর সাথে কতিপয় ব্যক্তিবর্গ আবু বকর রাযি. কে বায়আত দিতেন, আর অন্য সকল সাহাবী বিরত থাকতেন, তাহলে এর দ্বারা আবু বকর রাযি. খলীফা হতে পারতেন না। আবু বকর রাযি. খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন ক্ষমতা ও প্রভাবের অধিকারী জমহুর সাহাবাদের বায়আত দ্বারা।’[৯৫]

ইমাম জাহাবী রহ. বলেন,

ولا ريب أن الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضر فيه تخلف الواحد والإثنين ، ولو اعتبر ذلك لم تكن تنعقد إمامة.... ثم الواحد إذا خالف النص كان خلافه شاذاً .... وأيضاً في صحة الخلافة إلا اتفاق أهل الشوكة والجمهور ، قال عليه السلام : (عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة) وقال : (عليكم بالسواد الأعظم ، ومن شذَّ شذَّ في النار .)

‘নিঃসন্দেহে খিলাফতের ক্ষেত্রে যে ইজমা ধর্তব্য, তাতে এক-দুজনের অসম্মতি কোন প্রভাব ফেলবে না। যদি এক-দুজনের মতভেদকে গ্রহণ করা হত তাহলে কোন খলীফার খিলাফতই সংঘটিত হত না। উপরন্তু কোন একজন যদি শরয়ী বর্ণনার বিপরীত মত ব্যক্ত করে, তাহলে তার এই মতবিরোধটি ‘শায’ (বিচ্ছিন্ন কিছু) বলে গণ্য হবে। ঠিক এমনিভাবে খিলাফত সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রেও এক-দুজনের ভিন্নমত ধর্তব্য নয়; বরং প্রভাবশালী লোকদের ও জমহুর ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের’ ঐক্যমতই গ্রহণযোগ্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘তোমাদের উপর আবশ্যক হল জামাতের সাথে থাকা, কেননা আল্লাহ তাআলার সাহায্য জামাতের সাথে থাকে’। রাসূল সা.আরও বলেন, ‘তোমাদের উপর আবশ্যক হল বড় জামাতের সাথে থাকা, যে বিচ্ছিন্ন হবে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে জাহান্নামে যাবে।’[৯৬]

---

[৯৫] মিনহাজুস সুন্নাহ, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:৫৩১

[৯৬] আল-মুন্তাকা মিন মানহাজিল ই‘তেদাল, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:১৪৩

আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহ. বলেন,

ثم اعلم أن الحديث يدل على أن العبرة بمعظم جماعة المسلمين، فلو بايعه رجل واحد، أو اثنان، أو ثلاثة، فإنه لا يكون إماما مالم يبايعه معظمهم، أو أهل الحل والعقد.

‘জেনে রাখা আবশ্যক, এই হাদীসটি প্রমাণ করে, হক হচ্ছে মুসলিমদের অধিকাংশের জামাতের সাথে, যদি একজন, দুজন অথবা তিনজন বায়আত প্রদান করে, তাহলে এর দ্বারা সে খলীফা নির্বাচিত হবে না, যতক্ষণ না তাদের অধিকাংশ লোক অথবা ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ বায়আত প্রদান করেন।’[৯৭]

পাঁচ.

জমহুর ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের’ ঐক্যমত ছাড়া খিলাফতের উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না।

আমরা পূর্বে খিলাফতের উদ্দেশ্য আলোচনা করেছি। খিলাফতের এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব হবে, যখন জমহুরের সম্মতিক্রমে তা সংগঠিত হবে। খিলাফতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হল, শক্তি, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের। আর সেটা তখনই অর্জিত হবে, যখন জমহুর ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ তার সাথে একমত পোষণ করবেন। জমহুর উক্ত খলীফার ব্যাপারে সম্মত না হলে তা কখনোই সম্ভবপর নয়।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

"الإمامة عندهم – يعني أهل السنة – تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها ، و لا يصير الرجل إماماً حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة ، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان ، فإذا بُويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماماً ... و لهذا

---

[৯৭] ফয়জুল বারী, খণ্ড:৬ পৃষ্ঠা:৭৪

قال أئمة السلف : من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية ، فهو من أولى الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله ، فالإمامة ملك وسلطان.

'আহলুস সুন্নাহর কাছে খিলাফত সংঘটিত হয়, প্রভাবশালীদের সম্মতির মাধ্যমে। কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত খলীফা হতে পারবে না, যতক্ষণ না কর্তৃত্বের অধিকারীগণ তার খিলাফতের ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করবেন, যাদের আনুগত্যের মাধ্যমেই কেবল খিলাফতের উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে। কেননা খিলাফতের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে শক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যমে। যখন কারো হাতে এমন বায়আত সংগঠিত হবে, যার দ্বারা শক্তি ও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই সে ইমাম বা খলীফা হিসাবে গণ্য হবে।

আর এ কারণেই পূর্ববর্তী ইমামগণ বলেছেন, যদি কারও এমন শক্তি ও ক্ষমতা অর্জিত হয়, যার মাধ্যমে খিলাফতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে, সে-ই ঐ 'উলুল আমরের' অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ তাআলা যাদের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন; যতক্ষণ না তারা আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ প্রদান করে। মোটকথা, খিলাফত হচ্ছে রাজত্ব ও ক্ষমতা।'[৯৮]

খিলাফতের যোগ্য হওয়ার শর্তসমূহ:

১) মুসলিম হওয়া। (স্পষ্ট' বর্ণনায়)

২) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। (স্পষ্ট' বর্ণনায়)

৩) সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া। (স্পষ্ট' বর্ণনায়)

৪) পুরুষ হওয়া। (স্পষ্ট' বর্ণনায়)

৫) আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) ঠিক থাকা। (স্পষ্ট' বর্ণনায়)

---

[৯৮] মিনহাজুস সুন্নাহ, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:৫২৭

৬) স্বাধীন হওয়া, গোলাম না হওয়া। (স্পষ্ট' বর্ণনায়)

৭) কোরাইশী হওয়া। (স্পষ্ট' বর্ণনায়)

৮) খলীফা হতে নিজেই সচেষ্ট না হওয়া, চেয়ে না নেওয়া। (স্পষ্ট' বর্ণনায়)

৯) শারীরিক ও আভ্যন্তরীণ উপযুক্ততা ও সুস্থতা থাকা। (মুজতাহাদ ফীহ)

১০) মুজতাহিদ হওয়া। (মুখতালাফ ফীহ)[৯৯]

খলীফার দায়িত্বসমূহ:

খিলাফতের ১০টি দায়িত্ব:

أحدها : حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة.

এক. দীনের সকল স্থায়ী মূলনীতি ও যেসব মূলনীতির ব্যাপারে সালাফগণ একমত, তার উপর দীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা।'

والثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين.

দুই. বিবাদমান ব্যক্তিদের মাঝে আল্লাহ তাআলার বিধান বাস্তবায়ন ও কার্যকর করা এবং দুই পক্ষের ঝগড়া নিরসন করা।'

الثالث : حماية البيضة والذب عن الحريم.

তিন. ইসলামী ভূখণ্ডের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ইজ্জত-সম্মান হেফাজত করা।'

والرابع : إقامة الحدود.

চার. হুদুদ (আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তিসমূহ) বাস্তবায়ন করা।'

---

[৯৯] দেখুন, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, আল-মুজাজাহ ফী আহকামিল ইমারাহ

والخامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة.

পাঁচ. প্রতিরোধমূলক প্রস্তুতি ও প্রতিরক্ষা শক্তির মাধ্যমে সীমান্তগুলো সংরক্ষণ করা।'

والسادس : جهاد من عائد الإسلام بعد الدعوة.

ছয়. দাওয়াত দেওয়ার পর যারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।'

والسابع : جباية الفيء والصدقات.

সাত. জিযিয়া ও জাকাত আদায় করা।'

والثامن : تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير.

আট. কার্পণ্য ও অপচয় করা ব্যতীত বাইতুল মাল থেকে ভাতা নির্ধারণ করা ও আগ-পর না করে সঠিক সময়ে তা প্রদান করা।'

التاسع : استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء.

নয়. বিশ্বস্ত ও হিতাকাঙ্ক্ষীদেরকে দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া।'

العاشر : أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة.

দশ. গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলোতে স্বয়ং নিজে উপস্থিত থাকা ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা, যাতে উম্মাহর পরিচালনা ও মিল্লাতের হেফাজতের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া যায়।'[১০০]

---

[১০০] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা

খলীফার উপর জনগণের হকসমূহ:

আল্লামা মাওয়ারদী রহ. বলেন,

والذي يلزم الملك في حقوق الاسترعاء عليهم عشرة أشياء

أحدها : تمكين الرعية من استيطان مساكنهم وادعين

والثاني : التخلية بينهم وبين مساكنهم آمنين

والثالث : كف الأذى والأيدي الغالبة عنهم

والرابع : استعمال العدل والنصفة معهم

والخامس : فصل الخصام بين المتنازعين منهم

والسادس : حملهم على موجب الشرع في عباداتهم ومعاملاتهم

والسابع : إقامة حدود الله تعالى وحقوقه فيهم

والثامن : أمن سبلهم ومسالكهم

والتاسع : القيام بمصالحهم في حفظ مياههم وقناطرهم

والعاشر : تقديرهم وترتيبهم على أقدارهم ومنازلهم فيما يتميزون به من دين وعمل وكسب وصيانة

‘জনগণের ১০টি হক পূর্ণ করা শাসকের জন্য আবশ্যক

১. জনগণের জন্য স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

২. তাদেরকে তাদের বাসস্থানে নিরাপদে ও স্বাধীনভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করা।

৩. তাদের দিকে অগ্রসরমান কোন বিপদ বা অন্যায়ের হাতকে প্রতিহত করা।

৪. ন্যায় ও ইনসাফকারীদের তাদের দায়িত্বশীল বানানো।

৫. তাদের মধ্যে বিবাদ হলে তা মিটানো।

৬. ইবাদত ও মুআমালাতে তাদেরকে শরয়ী ওয়াজিবের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা।

৭. আল্লাহ তাআলার হদ ও হক তাদের মাঝে প্রতিষ্ঠা করা।

৮. তাদের চলার পথের নিরাপত্তা প্রদান করা।

৯. পুল তৈরি, পানি সংরক্ষণ এ ধরণের কল্যাণমূলক কাজগুলো আঞ্জাম দেওয়া।

১০. যোগ্যতা ও অবস্থা অনুযায়ী তাদেরকে দীক্ষা দেওয়া ও পরিচর্যা করা। যাতে দীন, কর্ম ও উপার্জন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা যোগ্যতা অর্জন করে।'[১০১]

সুন্নাহর আলোকে খিলাফার যুগ

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ.

'তোমাদের মাঝে যতদিন আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেন নুবুওয়াত থাকবে। তিনি যখন ইচ্ছা করবেন তা উঠিয় নিবেন। অতঃপর আসবে নুবুওয়াতের আদলে খিলাফত। আল্লাহ তাআলা যতদিন ইচ্ছা করবেন তা থাকবে। অতঃপর যখন উঠিয়ে নিতে ইচ্ছে করবেন তা উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর আসবে অন্যায় শাসন। আল্লাহ তাআলা যতদিন ইচ্ছা করেন তা থাকবে। অতঃপর যখন উঠিয়ে নিতে ইচ্ছা করবেন তা উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর

[১০১] তাসহীলুন নাযর

আসবে প্রতাপশালী জালিমের শাসন। আল্লাহ তাআলা যতদিন ইচ্ছা করবেন তা থাকবে। অতঃপর যখন উঠিয়ে নিতে ইচ্ছা করবেন তা উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর আসবে নুবুওয়াতের আদলে খিলাফত।’[১০২]

উপরোক্ত হাদীস থেকে শাসনব্যবস্থার যে ধারাবাহিকতা বুঝে আসে- নুবুওয়াত, নুবুওয়াতের আদলে খিলাফত, অন্যায় শাসন, প্রতাপশালী জালিমের শাসন, নুবুওয়াতের আদলে খিলাফত।

অপর হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أولُ هذا الأمرِ نبوةٌ ورحمةٌ، ثمَّ يكونُ خلافةٌ ورحمةٌ، ثمّ يكون مُلكاً ورحمةً، ثمّ يتكادمون عليه تكادُمَ الحُمُرِ، فعليكُم بالجهادِ، وإن أفضل جهادِكم الرِّباطُ، وإن أفضلَ رباطِكم عسقلانُ.

‘দীনের প্রথম অবস্থা হচ্ছে নুবুওয়াত ও রহমত। অতঃপর খিলাফত ও রহমত। অতঃপর সাম্রাজ্য ও রহমত। অতঃপর লোকেরা এর জন্য একে অপরের উপর গাধার পালের ন্যায় আঘাত করতে থাকবে। সুতরাং তোমাদের উপর আবশ্যক হবে জিহাদ করা, নিশ্চয় তোমাদের সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে রিবাত (সীমান্ত রক্ষা করা)। আর তোমাদের সর্বোত্তম রিবাত হচ্ছে, আস্কালানে (ফিলিস্তীনের গাজার পার্শ্ববর্তী একটি স্থান)।’

এ হাদীস থেকে অপর যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তা হচ্ছে, খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়ার পর পুনরায় খিলাফত আসার পূর্বে সব সাম্রাজ্য মুসলিমদের জন্য অকল্যাণকর হবে না; বরং কিছু সাম্রাজ্য হবে কল্যাণকর।

নুবুওয়াত

[১০২] মুসনাদে আহমদ, হাদীস:১৮৪৩০, সনদ সহীহ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের মাধ্যমে 'নুবুওয়াত ও রহমত' যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয় ১১তম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে।

'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ'

হাদীস শরীফে এসেছে,

عن سَفِينَةُ ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ.. رواه أحمد.

'সাফীনাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মাহর মধ্যে খিলাফত থাকবে ৩০বছর। অতঃপর আগমন ঘটবে সাম্রাজ্যের।'[১০৩]

এই সহীহ হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়, নুবুওয়াতের পর খিলাফতের স্থায়িত্ব ছিল ৩০বছর।

সুতরাং আবু বকর রাযি., ওমর রাযি., উসমান রাযি., আলী রাযি. এবং হাসান রাযি. এর শাসনকাল ছিল খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়ার যুগ। কেননা, সুন্নাহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত: খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়ার স্থায়িত্ব হবে নুবুওয়াতের পর ৩০বছর পর্যন্ত।

ইমাম ইবনু আবিল ইজ হানাফী রহ. বলেন,

وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهر وخلافة عمر عشر سنين ونصفا وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة وخلافة علي أربع سنين وتسعة أشهر وخلافة الحسن ستة أشهر.

---

[১০৩] মুসনাদে আহমদ, হাদীস:২১৯২৮, সনদ হাসান

'আবু বকর রাযি. এর খিলাফতকাল ছিল ২ বছর ৩ মাস। ওমর রাযি. এর খিলাফতকাল ছিল ১০ বছর ৬ মাস। উসমান রাযি. এর খিলাফতকাল ছিল ১২ বছর। আলী রাযি. এর খিলাফতকাল ছিল ৪ বছর ৯ মাস। হাসান রাযি. এর খিলাফতকাল ছিল ৬ মাস।'[১০৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত হয় ১১তম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে। আর ৪১তম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে হাসান ও মুআবিয়া রাযি. এর মধ্যে সমোঝোতা অনুষ্ঠিত হয়। মুআবিয়া রাযি. মুসলিমদের শাসনভার গ্রহণ করেন। আর এর মাধ্যমে খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়ার যুগও শেষ হয়।

ইমাম ইবনে কাছীর রহ. বলেন,

والدليل على أنه أحد الخلفاء الراشدين الحديث الذي أوردناه في دلائل النبوة من طريق سفينة مولى رسول الله ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: " الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا " وإنما كملت الثلاثون بخلافة الحسن بن علي.

'হাসান রাযি. যে খোলাফায়ে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত, এর প্রমাণ হচ্ছে ঐ হাদীস, যা আমরা 'দালায়িলুন নুবুওয়াতে' উল্লেখ করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোলাম সাফিনা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মাহর মধ্যে খিলাফত থাকবে ৩০ বছর। অতঃপর আগমন ঘটবে সাম্রাজ্যের।' আর এই ৩০ বছর পূর্ণ হয়েছে হাসান রাযি. এর খিলাফতের মাধ্যমে।'[১০৫]

---

[১০৪] শরহুল আকীদাতিত তাহাবিয়্যাহ, পৃষ্ঠা: ৫৪৫

[১০৫] আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড:৮,পৃষ্ঠা:১৭

খিলাফতের পর যে শাসনব্যবস্থার আগমন ঘটবে, হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় তা তিন ধরনের হবে: রহমতের শাসন, অন্যায়ের শাসন, অতঃপর প্রতাপশালী জালিমের শাসন।

রাজত্ব ও রহমত

হাদীসের মধ্যে খিলাফতের পর যে শাসনকে রহমত বলা হয়েছে, সেটি হচ্ছে মুআবিয়া রাযি. ও ওমর বিন আব্দুল আজীজ রাযি. সহ অন্যান্য ন্যায়পরায়ণদের শাসন। আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

وإتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة فان الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة وهو أول الملوك كان ملكه ملكا ورحمة كما جاء فى الحديث يكون الملك نبوة ورحمة ثم تكون خلافة ورحمة ثم يكون ملك ورحمة ثم ملك وجبرية ثم ملك عضوض وكان فى ملكه من الرحمة والحلم ونفع المسلمين ما يعلم أنه كان خيرا من ملك غيره.

‘উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, মুআবিয়া রাযি. এই উম্মাহর শাসকদের মধ্যে সর্বোত্তম সম্রাট-শাসক। কেননা, তাঁর পূর্বে যারা ছিলেন তারা ছিলেন ‘খোলাফায়ে নুবুওয়াহ’। তিনিই প্রথম সম্রাট-শাসক ছিলেন। তাঁর রাজত্ব ছিল রাজত্ব ও রহমত। যেমনটি হাদীসে এসেছে, শাসনব্যবস্থা হবে: নুবুওয়াত ও রহমত। অতঃপর খিলাফত ও রহমত। অতঃপর সাম্রাজ্য/রাজত্ব ও রহমত। অতঃপর রাজত্ব ও প্রতাপ। অতঃপর রাজত্ব ও অন্যায়। ‘তাঁর শাসনকালে দয়া, সহোন শীলতা ও মুসলিমদের কল্যাণ ছিল’ যা প্রমাণ করে ‘তার শাসন ছিল অন্য সকলের শাসনের চেয়ে উত্তম।’[১০৬]

---

[১০৬] মাজমূউল ফাতাওয়া, খণ্ড:৪, পৃষ্ঠা:৪৭৮

ইমাম ইবনু আবিল ইজ হানাফী রহ. বলেন,

وأول ملوك المسلمين معاوية ﷺ وهو خير ملوك المسلمين لكنه إنما صار إماما حقا.

'মুসলিমদের সর্বপ্রথম সম্রাট হচ্ছেন মুআবিয়া রাযি.। তিনি হচ্ছেন মুসলিমদের সর্বোত্তম সম্রাট-শাসক। আর তিনি হচ্ছেন একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক।'[১০৭]

অন্যায় শাসন

এটা হচ্ছে বনু উমাইয়া, আব্বাসী, ফাতিমী ও উসমানী শাসকদের শাসনকাল। যাদের শাসনব্যবস্থার মধ্যে ন্যায় ও অন্যায়ের মিশ্রণ ছিল। যাকে খিলাফতও বলা হয়। কিন্তু তা কখনোই নুবুওয়াতের আদলের খিলাফত ছিল না। তবে তাদের শাসনের মধ্যেও মুসলিমদের জন্য অনেক কল্যাণ নিহিত ছিল। অনেক আলেমগণ বলে থাকেন, ১৯২৪ সালে উসমানী স¤্রাজ্যের পতনের পর, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত শাসনব্যবস্থার 'অন্যায়ের শাসন' স্তরের পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রতাপশালী জালিম শাসন

এটা হচ্ছে শাসনব্যবস্থার ঐ স্তর, যার মধ্য দিয়ে আমরা অতিক্রম করছি। উসমানী সা¤্রাজ্যের পতনের পর থেকে এই তাগুতী শাসনব্যবস্থা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের উপর চেপে বসেছে। যে শাসনব্যবস্থার মধ্যে কল্যাণের লেশমাত্র নেই। আছে শুধু অন্যায়, জুলুম ও ফাসাদ।

আবার আসবে নুবুওয়াতের আদলে খিলাফত

ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ

---

[১০৭] শারহুল আকীদাতিত তাহাবিয়্যাহ, খণ্ড:২, পৃষ্ঠা:৩০২

‘অতঃপর আসবে নুবুওয়াতের আদলে খিলাফত।’

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে বর্তমান তাগুতী শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটলেই আসবে, নুবুওয়াতের আদলে খিলাফত।

খিলাফতকে ফিরিয়ে আনতে মুজাহিদীনের কোরবানী ও বিসর্জন

আজ ইসলাম, মুসলিম ও মুসলিমদের ভূখণ্ডগুলো দু-ধরণের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত। প্রথমত: ইয়াহুদী-নাসারা, হিন্দু-বৌদ্ধ কুফ্ফারের দ্বারা। দ্বিতীয়ত: তাদের তাবেদার তাগুত ও মুরতাদ শাসকদের দ্বারা। মুসলিম দেশগুলোতে হয়ত কাফেররা নিজেরাই দখলদারি কায়েম করে রেখেছে, অথবা তাদের এজেন্ট মুরতাদ শাসকরা দখলদারি করছে। আর এরাই হচ্ছে হাদীসে বর্ণিত প্রতাপশালী জালিম।

আর এই খিলাফতকে ফিরিয়ে আনতেই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান মুজাহিদগণ বিশ্বব্যাপী ক্রুসেডার ও তাগুত শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ আরম্ভ করেন। এর প্রধান সিপাহসালারের দায়িত্ব পালন করেন শায়েখ ওসামা রহ.। উম্মাহর উপর ইয়াহুদী ও ক্রুসেডার নাসারাদের আগ্রাসন রুখতে, জালিম তাগুতদের থেকে উম্মাহকে মুক্ত করতে, ‘খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়া’ ফিরিয়ে আনতে নির্দিষ্ট ছক অনুসারে ধাপে ধাপে আগে বাড়তে থাকে তানজিমু কায়েদাতিল জিহাদ।

তোরাবোরার চূড়া থেকে উদিত এই নূর পুরো বিশ্বে ছড়াতে থাকে। একের পর এক রণাঙ্গন সক্রিয় হয়। পাকিস্তান থেকে আলজেরিয়া, শাম থেকে সোমালিয়া ক্রুসেডার ও তাগুতদের বিরুদ্ধে জিহাদের আগুন প্রজ্বলিত হয়। এর জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হয় শায়েখ ওসামাসহ উম্মাহর অনেক সিপাহসালারকে। শাহাদাৎ বরণ করতে হয় হাজার হাজার মুজাহিদীনকে। রচিত হয় রক্তে রাঙা এক নতুন ইতিহাস।

সকল কোরবানির উদ্দেশ্য হল, মুসলিমদেরকে কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্ত করা। কাফেরগোষ্ঠী থেকে ইসলামের ভূখণ্ডগুলো ফিরিয়ে আনা। আল্লাহর জমিনে তাঁর শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করা। 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াকে' ফিরিয়ে আনা।

দাউলার পক্ষ থেকে খিলাফত ঘোষণা

'উম্মাহ খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' ফিরে আসার অপেক্ষায়। বিশ্ব মুজাহিদগণ এলক্ষে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। মুজাহিদগণ যে রণাঙ্গনসমূহে জিহাদ করছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল ইরাক। ইরাকের মুজাহিদগণ পরবর্তীতে সিরিয়াতে জিহাদ শুরু হওয়ার পর সেখানেও তাদের কাজের ব্যপ্তি ঘটান।

১৪৩৫ হিজরীর ১ম রমজান মোতাবেক ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জুন, ইরাকের মুজাহিদীন খিলাফত ঘোষণা করেন। ইরাকের মুজাহিদদের আমীর আবু বকর আল-বাগদাদীর হাতে তারা খিলাফতের বায়আত প্রদান করে। তাদের দাবি হচ্ছে, এটাই সেই 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' যার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দাউলার মুখপাত্র আবু মোহাম্মদ আল-আদনানী ঘোষণা করে-

ونبّه المسلمين: أنه بإعلان الخلافة؛ صار واجبًا على جميع المسلمين مبايعة ونصرة الخليفة إبراهيم حفظه الله، وتبطل شرعيّة جميع الإمارات والجماعات والولايات والتنظيمات، التي يتمدد إليها سلطانه ويصلها جنده.

আমি মুসলিমদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি, খিলাফত ঘোষণার মাধ্যমে সকল মুসলিমদের উপর- খলীফা ইব্রাহীম হাফি. কে বাইয়াত দেওয়া ও সাহায্য করা ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর সকল ইমরাত সকল দল ও সকল বিলায়াত

ও সকল তানযিমের শরয়ী বৈধতা বাতিল হিসাবে পরিগণিত হবে যেখানেই খলীফার কর্তৃত্ব প্রসারিত হবে ও তার সৈনিকরা পৌঁছবে।

আদনানী আরও বলেন,

وأما أنتم يا جنود الفصائل والتنظيمات؛ فاعلموا أنه بعد هذا التمكين وقيام الخلافة: بطلت شرعية جماعاتكم وتنظيماتكم، ولا يحل لأحد منكم يؤمن بالله: أن يبيت ولا يدين بالولاء للخليفة.

'আর সকল তানযীম ও গ্রুপের সৈনিকরা তোমরা জেনে রাখ! এই তামকীন ও খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর তোমাদের তানযীম ও দলসমূহের বৈধতা বাতিল হয়ে গেছে। আল্লাহতে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির জন্য বৈধ হবে না সে রাত্রি যাপন করবে অথচ খলীফার সাথে সম্পর্ককে দীন হিসাবে মেনে নেবে না।'[১০৮]

এটি কি খিলাফত? আমাদের উপর কি এর বায়আত দেওয়া ওয়াজিব?

প্রশ্ন হচ্ছে: এটি কি রাসূল সা. এর সেই প্রতিশ্রুত 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ'? আবু বকর আল-বাগদাদী কি বৈধ খলীফা? সকল মুসলিমদের কি এই খলীফার হাতে বায়আত দেওয়া ওয়াজিব? যদি কেউ বায়আত না দেয় তাহলে কি তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু?

উত্তর হচ্ছে: না এটি 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' নয়। আবু বকর আল-বাগদাদী কোন বৈধ খলীফাও নন। তার হাতে বায়আত দেওয়া কোন মুসলিমের উপর ওয়াজিবও নয়। তার হাতে বায়আত না দিয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার মৃত্যু জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুও হবে না।

---

[১০৮] দেখুন: দাউলার অফিসিয়াল মিডিয়া আল-ফুরকায় মিডিয়া থেকে প্রকাশিত, মুখপাত্র আবু মোহাম্মদ আল-আদনানীর বিবৃতি–هذا وعد الله

বায়আত ওয়াজিব না হওয়ার কারণসমূহ:

প্রথম কারণ:

খলীফা নির্বাচনের পদ্ধতি তিনটি: ইস্তিখলাফ, শুরা ও ইখতিয়ার। আবু বকর আল-বাগদাদী এই তিন পদ্ধতির কোন পদ্ধতিতেই খলীফা নির্বাচিত হননি। তাই তিনি কোন বৈধ খলীফা নয়।

তাদের দাবি হচ্ছে, বাগদাদী ইখতিয়ার তথা 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদে'র নির্বাচনের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচিত হয়েছে।

এর উত্তরে আমরা বলি- এটা শুধু তাদের মৌখিক অসাড় দাবি মাত্র, বাস্তবতার সাথে যার ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। আবু বকর আল-বাগদাদীকে যারা খলীফা নির্বাচন করেছে তারা কোনভাবেই 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' নয়।

আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' কারা। 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' হচ্ছে ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণ, যারা উম্মাহর নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যাদের সন্তুষ্টির উপর উম্মাহর সন্তুষ্টি নির্ভর করে। আর তারা হচ্ছেন, আহলুল হক- নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য আলেমগণ, ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উম্মাহর নেতৃত্ব প্রদানকারী সেনাপতিগণ এবং বিভিন্ন জিহাদী তানজীমের কমান্ডরগণ।

প্রথম কারণ: যারা বাগদাদীকে খলীফা নির্বাচন করেছেন

* যারা খলীফা নির্বাচনে পুরো উম্মাহর প্রতিনিধি নয় এবং তারা ঐ সংগঠনের সদস্য ছাড়া অন্য কোন জিহাদী সংগঠনের কারো সাথেই পরামর্শ করেনি।

* যাদেরকে বাগদাদী নিজেই উক্ত সংগঠনের বিভিন্ন পদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

* যারা নিজেরাই অপরিচিত। উম্মাহর কী নেতৃত্ব দিবে! ইরাক ও সিরিয়ার মুজাহিদীনগণই তাদের পরিচয়ই জানেন না।

* যাদের মাধ্যে এখনো পর্যন্ত এমন এক জনের নামও নেই, যে আলেম হিসাবে উম্মাহর কাছে পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য।

* ওমর শিশানী ছাড়া তাদের মাধ্যে এমন একজন ও নেই, ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদে যার উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা আছে; উম্মাহর জিহাদের নেতৃত্ব দেওয়া তো অনেক দূরের কথা।

উম্মাহর সাথে কোন ধরণের পরামর্শ করা ব্যতীত, নিজেদের সংগঠনের পক্ষ থেকে নির্বাচিত কোন এক ব্যক্তি কিভাবে পুরো উম্মাহর খলীফা হতে পারে? না তা শরীয়ত সমর্থন করে, আর না বিবেক সমর্থন করে।

এখানে সাহাবায়ে কেরামের সামনে ওমর রাযি. কর্তৃক প্রদত্ত সেই উক্তিই উল্লেখ করা যেতে পারে:

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, একদিন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. ওমর রাযি. কে এক জনের ব্যাপারে বলছিলেন, যে বলেছে, ‘ওমর রাযি. মৃত্যুবরণ করলে সে অমুককে বায়আত দেবে আল্লাহর শপথ! আবু বকরের বায়আতে কি কোন আকস্মিকতা ছিল?’

এটা শুনে ওমর রাযি. রেগে গেলেন আর বললেন,

إِنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ.

'ইনশাআল্লাহ আমি সন্ধ্যার সময় মানুষদের সামনে দাঁড়াব। আর ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে সতর্ক করব, যারা মানুষদের থেকে তাদের অধিকার হরণ করতে চায়।'

অতঃপর ওমর রাযি. সাহাবায়ে কেরামের সামনে নিজ খুৎবাতে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের আলোচনা করলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন,

ألا من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا.

'সাবধান! মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করা ব্যতীত যে ব্যক্তি কাউকে বায়আত প্রদান করে তার যেন অনুসরণ করা না হয় এবং সে যার বায়আত গ্রহণ করেছে তারও যেন অনুসরণ করা না হয়; যাতে এতে করে উভয়ের মৃত্যু ডেকে আনা না হয়।'

এমনিভাবে ওমর রাযি. যে ছয়জনকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করে খলীফা নির্বাচন করতে, তাদেরকে বলে দিয়েছিলেন:

من تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه.

'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করা ব্যতীত আমীর হতে চায়, তোমরা তার গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দেবে।'[১০৯]

অপর রেওয়াতে এসেছে,

من دعا إلى إمارة لنفسه من غير مشورة المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه

'যে ব্যক্তি মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করা ব্যতীত লোকদেরকে নিজের নেতৃত্বের দিকে ডাকবে, তোমাদের জন্য এটাই উচিৎ হবে, তোমরা তাকে হত্যা করে ফেলবে।'[১১০]

---

[১০৯] তাবাকাতু ইবনে সা'দ, খণ্ড:৩,পৃষ্ঠা:২৬১। সনদ সহীহ

আর এ জন্যই ওমর রাযি.এর শাহাদাতের পর, ছয়জনের পরামর্শক্রমে আব্দুর রহমান বিন আউফ রাযি. কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা নিম্মরুপ:

ইবনে জারীর তবারী রহ. বর্ণনা করেন:

ودار عبد الرحمن لياليه يلقى أصحاب رسول الله ﷺ، ومن وافى المدينة من أمراء الأجناد، وأشراف الناس يشاورهم، ولا يخلو برجل إلا أمره بعثمان

‘আব্দুর রহমান রাযি. রাতে রাতে ঘুরতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণ, মদীনার সেনাবাহিনীর আমীরগণ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করে এ ব্যাপারে পরামর্শ করতেন। যার সাথেই নিভৃতে কথা বলতেন সেই তাকে উসমানের ব্যাপারে পরামর্শ দিত।’

অতঃপর বায়আতের দিন সকলকে একত্রিত করে মিম্বারে উঠে আব্দুর রহমান বিন আউফ রাযি. বলেন,

أيها الناس إني قد سألتكم سرا وجهرا عن إمامكم، فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين إما علي وإما عثمان.

‘ওহে লোকসকল! আমি প্রকাশ্যে ও গোপনে আপনাদেরকে আপনাদের খলীফা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। আমি আপনাদেরকে এই দুজনের কোন একজনের বাইরে মতপেশ করতে দেখিনি। হয়ত উসমান নয়ত আলী।’[১১১]

ইবনে কাছীর রহ. বর্ণনা করেন,

---

[১১০] তারিখুল মদীনাহ, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা:৯৬৩

[১১১] তারিখুত তবারী, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা: ৩০১

نهض عبد الرحمن بن عوف ﷺ يستشير الناس فيهما ويجمع راي المسلمين برأي رؤس الناس واقيادهم جميعا واشتاتا مثنى وفرادى ومجتمعين سرا وجهرا حتى خلص الى النساء المخدرات في حجابهن وحتى سال الولدان في المكاتب.

'আব্দুর রহমান বিন আউফ রাযি. উসমান ও আলী রাযি. এর ব্যাপারে মানুষদের সাথে পরামর্শ করার জন্য ছুটতে থাকেন। সকল মুসলিমদের মতামতকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মতের সাথে মিলান। সকলের সাথে যৌথভাবে, পৃথক পৃথকভাবে, একজন একজন করে, দুজন দুজন করে, গোপনে ও প্রকাশ্যে পরামর্শ করেন। এমনকি পর্দার আড়ালের মহিলাদেরকেও তাদের পর্দার ভেতর থেকে মতামত জিজ্ঞাসা করেন। এমনকি মক্তবসমূহে বাচ্চাদেরকে পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করেন।'[১১২]

এই ছিল 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ'। এভাবেই নির্বাচিত হয়েছিলেন খোলাফায়ে রাশেদাহ। আর আমরা এমন খিলাফতের অপেক্ষাই আছি।

তাওহীদ ও জিহাদের মানহাজের সাথে পূর্ব থেকে পরিচিত মুহাক্কিক আলেমগণ তাদের খিলাফতকে সমর্থন করেননি। যেমন, শায়েখ আবু কাতাদাহ আল-ফিলিস্তিনী, শায়েখ আবু মুহাম্মদ আল-মাকদিসী, শায়েখ সুলাইমান আল-উলওয়ান, শায়েখ হানী আস-সিবায়ী প্রমুখ।

ময়দানে লড়াইরত মুহাক্কিক উলামাগণ যারা উম্মাহর কাছে পূর্ব থেকেই পরিচিত, তাঁরা সকলেই এই খিলাফতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

যেমন শায়েখ হারিছ গাজী আন নাজ্জারী, শায়েখ ইব্রাহিম রুবাইশ, শায়েখ আব্দুল্লাহ আল-মুহাইসিনী, শায়েখ সামি আল উরাইদী। এথেকে প্রমাণিত

---

[১১২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড:৭,পৃষ্ঠা:১৬৪

হল, আবু বকর আল-বাগদাদী ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ দ্বারা নির্বাচিত হন নি। নির্বাচিত হয়েছেন নিজ তানজীমের ও নিজের অধীন কয়েকজন আবেগতাড়িত ব্যক্তি দ্বারা। সুতরাং তিনি কোনভাবেই সকল মুসলিমের খলীফা হতে পারেন না।

দ্বিতীয় কারণ:

যদি তাদের দাবি মেনে নেওয়া হয়, দাউলার যারা বাগদাদীকে নির্বাচন করেছেন, তাদের মধ্যে ১/২ জন ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ ছিল, তবুও বাগদাদী খলীফা নন।

মুসলিমদের প্রথম খলীফা আবু বকর রাযি. এর খলীফা নির্ধারিত হওয়ার ব্যাপারে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন:

لو قُدِّر أنَّ عُمرَ وطائفةً معه بايعوه – يعني: أبا بكر – وامتنع سائرُ الصَّحابة عن البيعة، لم يَصِرْ إمامًا بذلك، وإنما صار إمامًا بمبايعة جمهور الصَّحابة، الذين هم أهلُ القُدرة والشوكة.

‘যদি ধরে নেওয়া হয়, ওমর রাযি. ও তাঁর সাথে কতিপয় লোক আবু বকর রাযি. কে বায়আত প্রদান করেছেন। আর বাকি সকল সাহাবী বায়আত দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন, তাহলে আবু বকর রাযি. খলীফা নির্বাচিত হতেন না। তিনি খলীফা হয়েছেন জমহুর সাহাবায়ে কেরামের বায়আতের মাধ্যমে, যারা শক্তি ও ক্ষমতারও অধিকারী ছিলেন।’

সুবহানাল্লাহ! আবু বকর রাযি. কে ছিলেন? উম্মাহর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের সঙ্গী। তাকে যদি ঐ ব্যক্তি বায়আত প্রদান করেন, যার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ‘আমার পর যদি কোন নবী হত তাহলে সে হত ওমর।’ শুধু তাই নয় তাঁর সাথে আরও কতিপয় সাহাবায়ে কেরামও যদি বায়আত

দেন;! কিন্তু অন্যরা বায়আত না দেন, তাহলে তিনি মুসলিমদের খলীফা হতে পারবেন না![১১৩]

যদি আবু বকর রাযি. খলীফা হতে হলে জমহুর 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' প্রয়োজন হয়, তাহলে প্রায় সকল 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' বাগদাদীর খিলাফতকে প্রত্যাখ্যান করার পরও কিভাবে তিনি খলীফা হোন, কিভাবে সকল মুসলিমের উপর তার হাতে বায়আত প্রদান ওয়াজিব হয়?

উসমান রাযি. এর খিলাফত সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম রহ. বলেন,

عثمان لم يصر إماما باختيار بعضهم، بل بمبايعة الناس له، وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان، ولم يتخلف عن بيعته أحد، قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علي: (ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان، كانت بإجماعهم)، فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إماما، وإلا فلو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماما.

'কয়েক জনের নির্ধারণের মাধ্যমে উসমান রাযি. খলীফা হোননি; বরং তিনি খলীফা হয়েছেন সকল মানুষের বায়আতের মাধ্যমে। সকল মুসলিম উসমান বিন আফফানকে বায়আত দিয়েছেন। কোন একজনও বায়আত প্রদান থেকে বিরত থাকেননি। হামদান বিন আলী থেকে বর্ণিত, ইমাম আহমদ রহ. বলেন, 'উসমান রাযি. এর বায়আতের চেয়ে অন্য কারো বায়আত শক্তিশালী ছিল না, তা হয়েছিল ইজমার মাধ্যমে।' যখন শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারীগণ বায়আত দিয়েছেন তখন তিনি খলীফা হয়েছেন। অন্যথায় যদি ধরা হয়, আব্দুর রহমান রাযি. তাঁর হাতে বায়আত দিতেন, কিন্তু আলী রাযি. বিরত

---

[১১৩] মিনহাজুস সুন্নাহ, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:৫৩১

থাকতেন, অথবা অন্যান্য প্রভাবশালী সাহাবীগণ বায়আত না দিতেন, তাহলে তিনি খলীফা হতেন না।’[১১৪]

ইমাম গাজালী রহ. বলেন,

ولو لم يبايعه غير عمر وبقى كافة الخلق مخالفين او انقسموا انقساما متكافئا لا يتميز فيه غالب عن مغلوب لما انعقدت الامامة.

‘যদি ওমর রাযি. ব্যতীত অন্য কেউ আবু বকর রাযি. কে বায়আত প্রদান না করত বরং সকলে বিরোধী হত, অথবা তারা সমান ভাগে ভাগ হয়ে যেত এবং তাদের মাঝে কাদের সংখ্যা বেশি তাও নির্ণয় করা সম্ভবপর না হত, তাহলে আবু বকর রাযি. এর খিলাফত সংঘটিত হত না।’[১১৫]

তিনি আরও বলেন,

ومدار جميع ذلك على الشوكة ولا تقوم الشوكة الا بموافقة الاكثرين من معتبري كل زمان.

‘খলীফা নির্ধারণের সম্পূর্ণ ব্যাপারটি নির্ভর করে ক্ষমতার উপর। আর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন সমসাময়িক গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্য থেকে অধিকাংশের সমর্থন তার পক্ষে থাকবে।’[১১৬]

---

[১১৪] মিনহাজুস সুন্নাহ, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:৫৩১

[১১৫] ফাদাইহুল বাতিনিয়্যাহ, পৃষ্ঠা:১৭৬/১৭৭

[১১৬] ফাদাইহুল বাতিনিয়্যাহ, পৃষ্ঠা:১৭৬/১৭৭

তৃতীয় কারণ:

বাগদাদী খলীফা নন, কারণ তার আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) ঠিক নেই। আর আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) হচ্ছে খিলাফতের যোগ্য হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় একটি শর্ত। যার ব্যাপারে উম্মাহর ইজমা বিদ্যমান।

আল্লামা মাওয়ারদী রহ. আল-আহকামুস সুলতানিয়্যায় খিলাফতের যোগ্যতা বিনষ্ট হওয়ার আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

فأما الجرح في عدالته وهو الفسق فهو على ضربين: أحدهما : ما تابع فيه الشهوة. والثاني : ما تعلق فيه بشبهة، فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على المنكرات تحكيماً للشهوة وانقياداً للهوى، فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها.

'আদালাতে সমস্যা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ফিসক। আর সেটা দুই প্রকার: এক. যা হয় প্রবৃত্তির কারণে। দুই. যা ঘটে সন্দেহের কারণে। আর দু'টির প্রথমটির সম্পর্ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে। অর্থাৎ, নফস ও প্রবৃত্তির তাড়নায় বর্জনীয় কাজে লিপ্ত হওয়া, অবৈধ কাজ করা। এটা এমন ফিসক, যার কারণে খিলাফতের যোগ্যতা থাকে না এবং (আগে খলীফা নির্বাচিত হয়ে গেলে এখন) তা বহাল থাকবে না।'[১১৭]

আল্লামা জাসসাস রহ. لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ 'জালিমরা আমার ওয়াদাপ্রাপ্ত হয় না', এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এক পর্যায়ে বলেন,

فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق وأنه لا يكون خليفة وأن من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه ولا طاعته.

'এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, ফাসিকের নেতৃত্বদান অগ্রহণযোগ্য। সে খলীফা হতে পারবে না। যদি কোনো ব্যক্তি ফাসেক অবস্থায় এই দায়িত্ব

---

[১১৭] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, খণ্ড-১,পৃষ্ঠা:১৭

গ্রহণ করে, তাহলে জনসাধারণের উপর তার অনুসরণ ও আনুগত্য আবশ্যক হবে না।’[১১৮]

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন,

"لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الامامة لفاسق.

‘উম্মাহর মাঝে এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, ফাসেককে খিলাফতের দায়িত্ব প্রদান বৈধ নয়।’[১১৯]

যে কারণে বাগদাদীর ‘আদালত’ প্রশ্নবিদ্ধ

- মিথ্যা বলা ও মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।
- ওয়াজিব বায়আত ভঙ্গ করা।
- মুসলিমদের রক্ত প্রবাহিত করা।

একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির খলীফা হওয়ার জন্য আলেমগণ প্রথম যে শর্তটি বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে, আদালত ঠিক থাকা। এটি হচ্ছে কারো খিলাফতের যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রথম শর্ত। আলেমগণ এ শর্তটির ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করেছেন।

একাধিক কারণে আবু বকর বাগদাদীর আদালত প্রশ্নবিদ্ধ হওয়াতে তিনি কোন ভাবেই মুসলিমদের খলীফা নন। তার হাতে উম্মাহর বায়আত দেওয়াও ওয়াজিব নয়।

---

[১১৮] আহকামুল কুরআন, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠাঃ ৮৬

[১১৯] তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:২৭০

চতুর্থ কারণ:

অনেকে খিলাফতের পক্ষে দলীল দিয়ে থাকেন এভাবে বাগদাদী 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' দ্বারা নির্বাচিত না হয়ে থাক, কিন্তু তিনি তো অস্ত্র দিয়ে বিজয় লাভ করেছেন। সুতরাং তিনি খলীফা। ইমাম নববী, ইমাম শাফী, ও আল্লামা আব্দুল ওয়াহহাব নজদীসহ অন্যান্য অনেক আলেম থেকে বর্ণিত আছে, খলীফায়ে মুতাগাল্লিবের (অস্ত্রের জোরে বিজিত) আনুগত্য করা ওয়াজিব। সুতরাং বাগদাদীর হাতে বায়আত দেওয়া আমাদের উপর ওয়াজিব।

যেমন ইমাম নববী রহ. বলেন,

وأما الطريق الثالث، فهو القهر والاستيلاء، فإذا مات الامام، فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة، وقهر الناس بشوكته وجنوده، انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين.

'খলীফা নির্ধারণের তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল। যেমন, ইমাম মৃত্যুবরণ করল, তখন ইস্তিখলাফ বা ইখতিয়ার ব্যতীত এমন কেউ খিলাফতের জন্য প্রবৃত্ত হল, যার মাঝে খলীফা হওয়ার শর্তাবলী বিদ্যমান। অতঃপর সে শক্তি ও সৈন্যবলে সকলকে সামলে নিল, তাহলে এমতাবস্থায় মুসলমানদের ঐক্য ধরে রাখার স্বার্থে তার খিলাফত কার্যকর হবে।'[১২০]

এর উত্তর:

খলীফা নির্বাচনের শরয়ী তিন পদ্ধতিই হচ্ছে বৈধ পদ্ধতি। আর এই চতুর্থ পদ্ধতি হচ্ছে অবৈধ পদ্ধতি। উলামায়ে কেরাম এই হারাম পদ্ধতিতে কেউ খলীফা নির্বাচিত হলেও তার আনুগত্য করতে বলেছেন, যাতে মুসলিমদের রক্ত না ঝরে এবং ঐক্য বিনষ্টনা হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যে ব্যক্তি

---

[১২০] রওদাতুত তলিবীন, খণ্ড:১০,পৃষ্ঠা:৪৬

এই অপরাধে লিপ্ত হবে, উম্মাহর হক ছিনতাই করবে সে অপরাধী হবে না; বরং তারা অবশ্যই অন্যায় ও কবিরাহ গুনাহকারী হবে। এর কারণে পরকালে আল্লাহ তাআলার কাছে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

সহীহ হাদীসে এসেছে, আব্দুর রহমান বিন আউফ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ومن تولى قوما بغير إذنهم فعليه لعنة الله.

'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের শাসক হবে তাদের সম্মতি ব্যতীত, তার উপর আল্লাহ তাআলার লানত।'[১২১]

যদি বাগদাদীকে ধরা হয়, তিনি এই পদ্ধতিতে খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন, তাহলে কখনোই এটা 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' হবে না বরং 'খিলাফত আলা মিনহাজিয যালিমীন' হবে। আর আমরা তো অপেক্ষা করছি 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়ার', যার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ

'অতঃপর আসবে নুবুওয়াতের আদলে খিলাফত।'

জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী যে অঞ্চলে তার ক্ষমতা আছে সে অঞ্চলের শাসক হবে। কোন এক-দুই অঞ্চল দখল করলে পুরো উম্মাহর উপর তাকে বায়আত দেওয়া আবশ্যক হবে না। কেউ যদি জোরপূর্বক অস্ত্র ঠেকিয়ে ক্ষমতা দখল করে, তাহলে সে উম্মাহর জন্য খলীফা নির্ধারিত হওয়া ও উম্মাহর উপর তার আনুগত্য ওয়াজিব হওয়ার জন্য ফকীহগণ কতিপয় শর্ত বর্ণনা করেছেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী হানাফী রহ. বলেন,

---

[১২১] মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, হাদীস নং ১৬৪৯, সনদ সহীহ

খলীফা হওয়ার চতুর্থ পদ্ধতি হচ্ছে, জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল। যখন কোন খলীফা মৃত্যুবরণ করে তখন যদি ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের’ সমর্থন বা পূর্ববর্তী খলীফার নির্ধারণ ব্যতীত কেউ খিলাফতে আসীন হয় এবং ইচ্ছায় বা ভয়ে লোকেরা তার ব্যাপারে একমত পোষণ করে, তাহলে সে এর মাধ্যমে খলীফা নির্ধারিত হবে। আর ভাল কাজে তার আনুগত্য করা মানুষের উপর ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফী রহ. বলেন,

كلّ من غلب على الخلافة بالسيف حتّى يسمّى خليفة ويجمع الناس عليه، فهو خليفة.

‘যে ব্যক্তি অস্ত্রের জোরে খিলাফতের আসন দখল করবে আর সে খলীফা নামে পরিচিত হবে এবং লোকেরা তার ব্যাপারে একমত পোষণ করবে সেই খলীফা হবে।’[১২২]

ফকীহ আহমদ বিন মোহাম্মদ বিন সাবী আল মালিকী রহ. বলেন,

أَنَّ الْمُتَغَلِّبَ لَا تَثْبُتُ لَهُ الْإِمَامَةُ إلَّا إنْ دَخَلَ عُمُومُ النَّاسِ تَحْتَ طَاعَتِهِ وَإِلَّا فَالْخَارِجُ عَلَيْهِ لَا يَكُونُ بَاغِيًا كَقَضِيَّةِ الْحُسَيْنِ مَعَ الْيَزِيدِ–حاشية الصاوي على الشرح الصغير.

‘জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারীর জন্য খিলাফত তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন ব্যাপকভাবে মানুষেরা তার আনুগত্যে প্রবেশ করবে। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকারী বিদ্রোহী বাগী বলে গণ্য হবে না। যেমনটি হুসাইন রাযি. ইয়াজিদের ব্যাপারে করেছিলেন।’[১২৩]

ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বলী রহ. বলেন,

---

[১২২] মানাকিবুশ শাফী লিল-বাইহাকী, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:৪৪৮

[১২৩] হাসিয়াতুস সবী, খণ্ড:১০, পৃষ্ঠা:২০৩

ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إماما يحرم قتاله والخروج إليه عليه.

'যদি কোন ব্যক্তি ইমামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে এবং তাকে পরাজিত করে তরবারির দ্বারা লোকদের উপর প্রভাব বিস্তার করে আর লোকেরা তাকে মেনে নেয় ও তার আনুগত্য স্বীকার করে এবং তার অনুসরণ করে তখন সে খলীফা হবে। তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ও অস্ত্র ধরা হারাম হবে।'[১২৪]

উম্মাহর গ্রহণযোগ্য ফকীহগণ বলেছেন, জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী তখনই খলীফা হিসাবে বিবেচিত হবে, যখন লোকেরা ভয়ে বা স্বেচ্ছায় তার আনুগত্য মেনে নেয়। এরপর তার আনুগত্য ওয়াজিব হবে ও তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ নিষেধ হবে।

বাগদাদীকে যদি জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারীর সাথেও তুলনা করা হয় তবুও তিনি খলীফা বলে বিবেচিত হবেন না। কারণ, পুরো উম্মাহ তো অনেক দূরের কথা, মুজাহিদদের দশভাগের একভাগও তাকে খলীফা হিসাবে মেনে নেয়নি এবং তার আনুগত্য স্বীকার করেনি।

পঞ্চম কারণ:

একজন খলীফার খিলাফতের আসনে সমাসীন হয়ে যে দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো পালন করতে হয় তা পালনের সক্ষমতা বাগদাদীর বা দাউলার নেই। তাই তাদের খিলাফত গ্রহণযোগ্য নয়। তারা খিলাফত ঘোষণার পর, তাওহীদবাদীদের মধ্যে বিভক্তি ও মুজাহিদীনের মাঝে রক্তপাত সৃষ্টি করা ছাড়া কোন কল্যাণই বয়ে আনেনি। আর তারা খিলাফতের কোন দায়িত্বও পালন করতে পারছে না। তাই এটা নাম সর্বস্ব খিলাফত বৈ কিছু নয়।

---

[১২৪] আল-মুগনী, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা:৬২

শরীয়ার নামের কোন ধর্তব্য নেই, ধর্তব্য হচ্ছে বাস্তবতার। তাই মুসলিমদের উপর এই খিলাফতের অধীনে বায়আত দেওয়া ওয়াজিবও নয়।

খলীফার দায়িত্ব ও খলীফার উপর জনগণের হকগুলো পূর্বে উল্লেখ করেছি, তার মধ্যে কয়টি দায়িত্ব তারা পালন করতে পারছে এবং কয়টি হক আদায় করছে? খিলাফত শিশুদের খেলনা বা কোন গানের কলি অথবা মুখের কোন বুলি নয়। এটি একটি দায়িত্ব। উম্মাহর সাথে একটি চুক্তি। নিজেকে খলীফা ঘোষণা করা মানে পুরো উম্মাহর দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেওয়া।

আবাসস্থলের ব্যবস্থা

খলীফার দায়িত্ব হচ্ছে, মুসলিমদের জন্য নিরাপদ স্থায়ী আবাসস্থলের ব্যবস্থা করে দেওয়া। আজ লক্ষ লক্ষ মুসলিম মা-বোন, অসহায় নারী-শিশুরা আশ্রয় শিবিরে মানবেতর জীবন যাপন করছে। খলীফা কি পারছেন বা পারবেন এই মুসলিমদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে? না! কখনোই না। তাহলে কিভাবে তাদের কাছে বায়আত চাওয়া হচ্ছে?

জান-মালের নিরাপত্তা

খলীফার দায়িত্ব হল, মুসলিমদের জান-মালের হিফাজত করা। কোটি কোটি মুসলিম কাফেরদের নির্যাতনের শিকার, হাজার হাজার মুসলিম তাদের বন্দীশালায় আবদ্ধ। খলীফা কি তাদের রক্ত রক্ষা করতে পারছে?

উম্মাহর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে স্বশরীরে উপস্থিতি

দাউলার ‘কথিত খলীফাকে’ জীবন যাপন করতে হয় লুকিয়ে লুকিয়ে। নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারেই সবসময় থাকতে হয় তটস্ত। একবার কিছু সময়ের জন্য জনসম্মুখে এসে সেই যে অদৃশ্য হয়েছেন আর সম্ভব হচ্ছে না উম্মাহর সামনে আসা। কিভাবে তার পক্ষে সম্ভব হবে উম্মাহর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে স্বশরীরে উপস্থিত হওয়া?

আল্লাহ তাআলার বিধান কার্যকর করা

খলীফার দায়িত্ব হল আল্লাহ তাআলার বিধান পূর্ণরূপে কার্যকর করা। হুদুদ-কিসাস কার্যকর করা, জনগণের বিবাদ মিটানো। অথচ আজ এই খিলাফতের অনেক 'বিলায়া' তাগুত শাসনের অধীনে। কিভাবে সম্ভব সেখানে আল্লাহ তাআলার বিধান বাস্তবায়ন করা?

এভাবে যদি আমরা একটা একটা করে খলীফার দায়িত্ব ও উম্মাহর হকগুলো দেখি, দেখা যাবে একটা হক আদায় করাও বাগদাদীর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না এবং নিকট ভবিষ্যতে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

মোটকথা এখন এই পরিস্থিতিই নেই যে, খলীফা উম্মাহর হক আদায় করবে এবং খিলাফতের বিধি-বিধান জনগণের মাঝে কার্যকর করবে। আর বাগদাদীর বা দাউলার এই ক্ষমতা নেই যে, তারা এই হক ও দায়িত্বগুলো আদায় করবে। এসব মৌলিক দায়িত্ব যিনি আঞ্জাম দিতে ব্যর্থ-বোধগম্য নয় তাঁর খিলাফত দাবির যৌক্তিকতা কোথায় খুঁজে পান দাউলার ভাইরা!

আল্লামা মাওয়ারদী রহ. খলীফার ১০টি দায়িত্ব উল্লেখ করে বলেন,

وَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حُقُوقِ الْأُمَّةِ فَقَدْ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ ، وَوَجَبَ لَهُ عَلَيْهِمْ حَقَّانِ الطَّاعَةُ وَالنُّصْرَةُ.

'যখন খলীফা উল্লিখিত উম্মাহর হকসমূহ পূর্ণ করবেন, তখন উম্মাহর জন্য ও উম্মাহর উপর আল্লাহ তাআলার যে হক আছে তা আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর তখনই খলীফার জন্য জনগণের উপর দুটি হক ওয়াজিব হবে এক. আনুগত্য; দুই. নুসরাত বা সাহায্য।'[১২৫]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

---

[১২৫] আল-আহকামুস্ সুলতানিয়্যাহ, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:১৭

فكون الرجل أميرا وقاضيا وواليا وغير ذلك من الأمور التي مبناها على القدرة والسلطان متى حصل ما يحصل به من القدرة والسلطان حصلت وإلا فلا.

'যে সমস্ত জিনিসের ভিত্তি শক্তি ও কর্তৃত্বের উপর, যেমন আমীর, বিচারক বা শাসক হওয়া, এগুলো তখনই অর্জিত হবে, যখন কর্তৃত্ব ও শক্তির অধিকারী হওয়ার উপকরণগুলো বিদ্যমান থাকবে। এসবের অনুপস্থিতিতে কেউ এগুলোর দাবি করার যোগ্য হবে না।'[১২৬]

এরপর শায়খুল ইসলাম রহ. এর একটা দৃষ্টান্ত টেনে বলেন,

وهذا مثل كون الرجل راعيا للماشية متى سلمت إليه بحيث يقدر أن يرعاها كان راعيا لها وإلا فلا فلا عمل إلا بقدرة عليه فمن لم يحصل له القدرة على العمل لم يكن عاملا والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم له وإما بقهره لهم فمتى صار قادرا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله.

'এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে চতুষ্পদ প্রাণীর একজন রাখালের ন্যায়, যখন তাকে রাখাল বানানো হবে এই হিসাবে যে, সে তা চরানোর যোগ্য, তাহলে সে রাখাল বলে পরিগণিত হবে। নতুবা সে রাখাল হওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কাজের সামর্থ্য ছাড়া কোন কাজের অধিকারী হওয়া যায় না। যার কাজের সামর্থ্য নেই সে কাজের কর্তা হতে পারে না। মানুষকে পরিচালনার শক্তি সাব্যস্ত হয় দুভাবে, ১.(বৈধ উপায়ে) তাদের আনুগত্যের মাধ্যমে। ২.(অবৈধ উপায়ে) তাদের উপর জোর খাটিয়ে। যখন সে আনুগত্য বা ক্ষমতার দ্বারা মানুষকে পরিচালনা করতে পারবে তখনই সে এমন শাসক হিসেবে গণ্য

[১২৬] মিনহাজুস সুন্নাহ, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:৫২৭

হবে, যে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের অনুকূলে আদেশ করলে তার আনুগত্য করতে হয়।'[১২৭]

ইমাম ইবনে আবিদীন শামী রহ. বলেন,

والإمام يصير إماما بأمرين بالمبايعة من الأشراف والأعيان ، وبأن ينفذ حكمه في رعيته خوفا من قهره وجبروته ، فإن بايع الناس الإمام ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه عن قهرهم لا يصير إماما.

'খলীফা হয় দুইটি বিষয়ের মাধ্যমে: গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানিতদের বায়আতের মাধ্যমে এবং তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের দাপটে তার হুকুম জনগণের মাঝে কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে। যদি লোকেরা ইমামকে বায়আত দেয়, কিন্তু তার অপারগতার কারণে তার হুকুম জনগণের মাঝে কার্যকর না হয়, তাহলে সে খলীফা হতে পারবে না।'[১২৮]

তিনি আরও বলেন,

يشترط مع وجود المبايعة نفاذ حكمه وكذا هو شرط أيضا مع الاستخلاف فيما يظهر ، بل يصير إماما بالتغلب ونفاذ الحكم والقهر بدون مبايعة أو استخلاف كما علمت.

'বায়আতের সাথে তার হুকুম কার্যকর হওয়াটাও শর্ত। এমনিভাবে ইস্তিখলাফের ক্ষেত্রেও এই একই শর্ত- যার বর্ণনা সামনে আসছে; বরং কেউ বায়আত বা ইস্তিখলাফ ছাড়া শুধু তাগাল্লুব (শক্তি প্রয়োগ করে), হুকুম কার্যকর করা এবং জোর খাটিয়েও খলীফা হতে পারে।'[১২৯]

---

[১২৭] মিনহাজুস সুন্নাহ, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:৫২৭

[১২৮] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা:৩৪

[১২৯] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা:৩৪

অতএব, বাগদাদী যেহেতু তার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম নন, জনগণের হক প্রদান করতে সক্ষম নন এবং তার হুকুম উম্মাহর মাঝে কার্যকর নয়, তাই সে খলীফা নয়। মুসলিমদের জন্য তার হাতে বায়আত হওয়াও আবশ্যক নয়।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

বাগদাদী কোরাইশী

দাউলার সমর্থক অনেক ভাইকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন তুমি তাদেরকে সমর্থন করছ বা কেন উক্ত খিলাফতকে আপনার কাছে সঠিক মনে হচ্ছে? তখন তাদের উত্তর হয়, কিভাবে তাদের খিলাফত সঠিক হবে না, অথচ বাগদাদী কোরাইশী? ভাইদের ধারণাটা এমন যে, এতদিন মুজাহিদগণ খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেননি কোরাইশী কাউকে না পাওয়ার কারণে। খিলাফত প্রতিষ্ঠা শুধু কোরাইশীর মধ্যে এসে আটকে ছিল। সুতরাং এখন আর বিলম্ব করার সুযোগ নেই।

অনেক ভাই আছেন, যারা শুধু এই কারণে দাউলার পক্ষপাতি যে, আবু বকর বাগদাদী কোরাইশী। এমন ধারণার কারণ হচ্ছে খিলাফত সম্পর্কে ভাইদের জানার পরিধি অনেক স্বল্প। ভাইদের সহজে বোঝার জন্য বলব, খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য ৩টি বিষয় লক্ষণীয়:

* খলীফা হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি কে, অথবা কে হবেন খলীফা?

* খলীফা নির্বাচিত হবে কিভাবে বা কারা নির্বাচন করবেন?

* কখন নির্বাচিত হবে অথবা খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ব পরিবেশ ও উম্মাহর অবস্থা কখন উপযোগী হবে।

ভাইদের যে বিষয়টা গভীরভাবে উপলব্ধি করা উচিৎ তা হচ্ছে, খিলাফত প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব করার কারণ এই নয় যে, উম্মাহর মাঝে খলীফা হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি কেউ ছিলেন না বা পাওয়া যাচ্ছিল না; বরং খলীফা হওয়ার জন্য যেসব সিফাত (বৈশিষ্ট্য) আবশ্যক সেসবের অধিকারী অনেক ব্যক্তি আলহামদুলিল্লাহ উম্মাহর মাঝে বিদ্যমান আছেন।

আর কোরাইশ, এটা ছোটখাট কোন বংশ নয়; বরং অনেক বড় বংশ। আরব-আযম, তথা পুরো বিশ্বজুড়ে এ বংশের হাজার হাজার মানুষ ছড়িয়ে আছেন, যাদের মাঝে অনেকে আলহামদুলিল্লাহ সালেহ ও মুত্তাকী আছেন এবং যাদের মাঝে অনেকে আল্লাহ তাআলার পথের মুজাহিদও।

কোন কোরাইশী ব্যক্তি খিলাফতের দাবি করলেই তাকে বায়আত দিতে হবে এবং তিনি মুসলিমদের খলীফা হবেন, সে যেই হোক না কেন এমন আকীদাহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের নয় রাফিজীদের। এ ধরণের আকীদাহকে প্রত্যাখ্যান করে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

أن هذا ليس قول أهل السنة والجماعة وليس مذهبهم أنه بمجرد مبايعة واحد قرشي تنعقد بيعته ويجب على جميع الناس طاعته وهذا وإن كان قد قاله بعض أهل الكلام فليس هو قول أئمة أهل السنة والجماعة بل قد قال عمر بن الخطاب ﷺ من بايع رجلا بغير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا.

‘নিশ্চয় এটা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদাহ নয় বা তাদের মাজহাব নয় যে, কোন একজন কোরাইশীকে বায়আত দিলেই সে খলীফা মনোনীত হয়ে যাবে এবং সকল মানুষের উপর তার হাতে বায়আত দেওয়া ওয়াজিব হবে। যদিও কতিপয় ‘আহলুল কালাম’ এমনটি বলেছেন, তবে এটা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ইমামদের কথা নয়; বরং ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. বলেছেন, মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করা ব্যতীত যে ব্যক্তি কাউকে বায়আত প্রদান করে, তার যেন অনুসরণ করা না হয় এবং সে যার

বায়আত গ্রহণ করেছে তারও যেন অনুসরণ করা না হয়, যাতে এতে করে উভয়ের মৃত্যু ডেকে আনা না হয়।’[১৩০]

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. এর খিলাফত

দাউলা সমর্থিত এক ভাই একটি প্রশ্ন করেছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. এর খিলাফত ছিল মক্কা-মদীনাসহ খুব সামান্য স্থানে, তবুও উলামায়ে কেরাম তাকে ‘আমীরুল মুমিনীন হিসাবে সম্বোধন করেন, তাহলে বাগদাদী কেন খলীফা হতে পারবেন না?

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. এর খিলাফত বা শাসনের ব্যাপারে এই ধারণাটি সঠিক নয়। তারিখ (ইতিহাস) সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে এমন সংশয় তৈরি হয়।

বাস্তবতা হচ্ছে, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. এর খিলাফত ছিল অনেক অনেক বিস্তৃত। জমহুরে উম্মাহ তাকে বায়আত প্রদান করেছিলেন। এর মাধ্যমেই তিনি আমীরুল মুমিনীন নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি মক্কা মদীনাসহ গোটা হিজাজ, ইয়েমেন, মিসর, ইরাক, খোরাসান ও শাম শাসন করেন।

ইমাম আহমদ রহ. আবু বকর বিন আইয়্যাশ রহ. থেকে বর্ণনা করেন,

ما بقي أرض إلا ملكها ابن الزبير إلا الأردن.

‘ইবনুয যুবাইর রাযি. জর্ডান ব্যতীত এমন কোন ভূমি ছিল না, যা অধিকার করেননি।’[১৩১]

ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

---

[১৩০] মিনহাজুস সুন্নাহ, খণ্ড:৩,পৃষ্ঠা:২৬৮

[১৩১] আস-সুন্নাহ, লি আবী বকর ইবনে খাল্লাল। হাদীস নং ৮৫৩

وبويع بالخلافة عند موت يزيد سنة أربع وستين، وحكم على الحجاز، واليمن، ومصر، والعراق، وخراسان، وبعض الشام.

'আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. ৬৪ হিজরীতে ইয়াজিদের মৃত্যুর পর খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন। তিনি হিজাজ, ইয়েমেন, মিশর, ইরাক ও শামের কিছু অঞ্চল শাসন করেন।'[১৩২]

ইমাম বাইহাকী রহ. বর্ণনা করেন, সাহাবী সাফওয়ান রাযি. ইবনে ওমর রাযি. কে জিজ্ঞাসা করেন,

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَبَايِعَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَدْ بَايَعَ لَهُ أَهْلُ الْعُرُوضِ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ وَعَامَّةُ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ : وَاللَّهِ لاَ أُبَايِعُكُمْ وَأَنْتُمْ وَاضِعُو سُيُوفِكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ.

'ওহে আবু আব্দির রহমান! কেন আপনি আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে বায়আত দিচ্ছেন না? অথচ তাকে বায়আত দিয়েছেন, জাজিরাতুল আরববাসী, ইরাকের অধিবাসীগণ, শামের জনসাধারণ? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! যতক্ষণ তোমরা তোমাদের তরবারি নিজেদের কাঁধের উপর রাখছ আমি তোমাদেরকে বায়আত দেব না।'[১৩৩]

উপরোক্ত প্রমাণ থেকে স্পষ্ট' হল, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রহ. এর খিলাফত সাব্যস্ত হয়েছে জমহুর উম্মাহর সন্তুষ্টি ও বায়আতের মাধ্যমে। সুতরাং তার সাথে বাগদাদীর খিলাফতকে তুলনা করা একটি অবান্তর বিষয়।

আরেকটি বিষয়: আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. কে উম্মাহর কিছু অংশ বায়আত প্রদান না করার কারণেই অনেক সালাফ তাকে আমীরুল মুমিনীন

---

[১৩২] সিয়ারু আলামিন নুবালা, অধ্যায়: আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা:৩৬৩

[১৩৩] আস-সুনানুল কুবরা, খণ্ড:৮,পৃষ্ঠা:১৯২, সনদ সহীহ

বলতে দ্বিমত পোষণ করেছেন এবং তাঁর শাসনকে খিলাফত হিসাবে গণ্য করেননি।

ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

ولم يستوسق له الامر، ومن ثم لم يعده بعض العلماء في أمراء المؤمنين، وعد دولته زمن فرقة، فإن مروان غلب على الشام ثم مصر، وقام عند مصرعه ابنه عبدالملك بن مروان، وحارب ابن الزبير، وقتل ابن الزبير رحمه الله، فاستقل بالخلافة عبدالملك وآله، واستوسق لهم الامر، إلى أن قهرهم بنو العباس بعد ملك ستين عاما.

'কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর এর বায়আত পূর্ণ হয়নি (সকলে দেয়নি)। আর এর ফলে কোন কোন আলেম তাঁকে আমীরুল মুমিনীনদের কাতারে গণ্য করেন না এবং তাঁর শাসনকে (মুসলিমদের মাঝে) বিভক্তির সময় বলে গণ্য করেন। কেননা, মারওয়ান প্রথমে শাম, অতঃপর মিশরের ক্ষমতা দখল করে। অতঃপর তার সন্তান আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান তার স্থলাভিষিক্ত হয় ও ইবনুয যুবাইর রাযি. এর সাথে যুদ্ধ করে এবং ইবনুয যুবাইর রাযি. কে হত্যা করে। অতঃপর এককভাবে আব্দুল মালিক ও তার পরিবার খিলাফত গ্রহণ করে এবং ৬০ বছর রাজত্ব করার পর বনু আব্বাসের কর্তৃত্ব লাভের পূর্ব পর্যন্ত খেলাফত তাদের হাতেই থাকে।'[১৩৪]

সুতরাং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. কে দিয়ে প্রমাণ পেশ করা কোনভাবে সমীচীন নয়। শুধু উম্মাহর কিছু অংশ তাঁকে বায়আত না দেওয়ার কারণে অনেক আলেমগণ তাকে আমীরুল মুমিনীন বলেননি। আর বাগদাদীকে পুরো উম্মঠঘ অনেক দূরের কথা মুজাহিদদের ১০ ভাগের এক ভাগও বায়আত প্রদান করেননি।

---

[১৩৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা, অধ্যায়: আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা:৩৬৩

তামকীন-বিহীন বিলায়াহ / প্রদেশ

দাউলার অদ্ভুত কর্মকান্ডের মধ্যে একটি হচ্ছে, তামকীন বিহীন বিলায়াহ/ প্রদেশ। অর্থাৎ কোন এক জিহাদেরভূমি থেকে দলছুট কিছু মুজাহিদ তাদেরকে বায়আত দিলেই তারা সেটাকে তাদের বিলায়াহ /প্রদেশ ঘোষণা করে। যেমনটি ঘটেছে, খোরাসান, ইয়েমেন, লিবিয়া ও সৌদিতে। অথচ এ সমস্ত এলাকাতে দাউলার কোন তামকীন নেই। এগুলো তাগুতী শাসনব্যবস্থার অধীনে।

তাদের সৈনিকরা সেখানে গোপনে অবস্থান করে। আর যুদ্ধটা হচ্ছে গরিলা যুদ্ধ। তাদের এই শক্তি নেই যে, তারা সেখানে আল্লাহ তাআলার বিধান পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করবে, জনগণকে পরিচালনা করবে, নিরাপত্তা দেবে এবং তাদের কাছে তাদের হক পৌঁছে দেবে। অথচ এমন এলাকাগুলোতেও তারা একাধিক বিলায়াহ খুলে বসেছে। যার কোন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

আলেমগণ বলেছেন কোন দাউলা (রাষ্ট্র) তখনই দাউলা বলে গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তার মাধ্যে তিনটি জিনিস বিদ্যমান থাকবে।

১. সালতাহ বা কর্তৃত্ব। যার মাধ্যমে জনগণের সকল সমস্যার সমাধান করা হবে এবং জনগণের উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত হবে। যেখানে থাকবে প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, শাসক শ্রেণি ইত্যাদি।

২. জনগণ।

৩. অঞ্চল, যেখানে জনগণ বসবাস করবে ও শাসকের আইন কার্যকর হবে।

এই তিনটির কোন একটি জিনিস অনুপস্থিত থাকলে তা দাউলা বলে ধর্তব্য হবে না।

অথচ দাউলা এমন অনেক প্রদেশ ঘোষণা করেছে, যা তাগুত শাসনের অধীনে। যেখানে পূর্ণ কর্তৃত্ব তাগুতদের, মুজাহিদগণ যেখানে আত্মগোপনে থেকে গরিলা যুদ্ধে লিপ্ত। যেমন, বেলায়াতুন নজদ তথা নজদ প্রদেশ। বেলায়াতুল হেজাজ বা হেজাজ প্রদেশ, বেলায়াতুল বাহরাইন বা বাহরাইন প্রদেশ, বেলায়াতুল খোরাসান বা খোরাসান প্রদেশ।

খিলাফত প্রতিষ্ঠার সময়

দাউলার সমর্থকগণ বারবার যে সংশয় উপস্থাপন করে থাকেন তা হল- খিলাফত প্রতিষ্ঠা একটা ওয়াজিব বিধান। আল-কায়েদা, তালিবান ও অন্যান্য জিহাদী গ্রুপগুলো এই ওয়াজিব পালন করছিল না। দাউলা এই ওয়াজিব আদায় করেছে।

এর উত্তর দেওয়ার পূর্বে আমি তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করি: একটু ভেবে দেখ-

মুজাহিদগণ তো জিহাদ শুরু করেছেন 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াকে' ফিরিয়ে আনার জন্যই। আল-কায়েদার যে পূর্ববর্তী শায়েখগণ আছেন, যাদেরকে দাউলা নিজেদের ইমাম বলে দাবি করে ও তাদের মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে বলে আওয়াজ তুলে, যেমন, শায়েখ ওসামা, শায়েখ আবু ইয়াহয়া আল-লিবী, শায়েখ আতিয়্যাতুল্লাহ আল-লিবী রহ. , বিশ্বব্যাপী তাদের তামকীন তো দাউলার চেয়ে অনেক বেশি ছিল ইয়েমেন, ইরাক, মালী, সোমালিয়া, খোরাসানের অনেক স্থান আয়ত্বাধীন ছিল , তবুও তারা কেন খিলাফত ঘোষণা করলেন না? অথচ তাদের জিহাদ ছিল খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য? আর তাদের ঘোষণা দাউলার চেয়ে ঐক্যের ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকরী হত? তারা কি এই ওয়াজিবের ব্যাপারে সজাগ ছিলেন না?

দাউলার সাবেক আমির আবু ওমর আল-বাগদাদী ও আবু হামজা আল-মুহাজির রহ. ছিলেন। আবু ওমর বাগদাদী রহ. ছিলেন কোরাইশী। তবুও তারা কেন খিলাফত ঘোষণা না করে দাউলা ঘোষণা দিয়েছিলেন? তারা কি এই ওয়াজিবের ব্যাপারে জ্ঞাত ছিলেন না?

আবু ওমর আল-বাগদাদী রহ. এর শাহাদাতের পর আমীর হলেন আবু বকর আল-বাগদাদী। যিনিও কোরাইশী। তবুও দাউলা কেন তখন খিলাফত ঘোষণা করল না? খিলাফত ঘোষণা করতে চারবছর পর্যন্ত বিলম্ব কেন?

হ্যাঁ, উত্তর এটাই যে তখন খিলাফত প্রতিষ্ঠার সময় হয়নি। সেই পরিবেশ ও পরিস্থিতি আসেনি। তাই আল-কায়েদার শায়েখগণ ও দাউলার আমীরগণ (যারা তখন আল-কায়েদারই শাখায় ছিলেন) এই উদ্যোগ গ্রহণ করেননি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তখন আর এখনকার মাঝে বিশ্ব পরিস্থিতির কী পরিবর্তন ঘটেছে? পূর্বের শায়েখগণ, দাউলা যাদের মানহাজের অনুসরণ করছে বলে দাবি করে, যেসব বাধ্য-বাধকতার কারণে তখনই খলীফা নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেননি, সেই বাধাগুলো কি এখন দূর হয়েছে?

এখানে আরেকটি লক্ষণীয় ব্যাপার হল: আল-কায়েদা, তালিবান বা অন্যান্য মুজাহিদীনের সাথে দাউলার মতভেদ কিন্তু খিলাফত ঘোষণার পর হয়নি; বরং দাউলা যখন খোঁড়া যুক্তি দিয়ে আমীরদের অবাধ্য হয়েছে, শামের অন্যান্য মুজাহিদীনের উপর জুলুম ও অন্যায়-রক্তপাত শুরু করেছে, অন্যান্য জিহাদী গ্রুপগুলোকে তাকফীর শুরু করেছে; তখন শায়েখ আইমান আল-কায়েদার পক্ষ থেকে তাদের এ সমস্ত কাজের ব্যাপারে নিজেদের দায়মুক্ত ঘোষণা করেন ও অন্যান্য মুহাক্কিক উলামা ও সেনাপতিগণ তাদের ব্যাপারে উম্মাহ কে সতর্ক করতে থাকেন।

আর সেই মুহূর্তে দাউলা তাদের খিলাফত ঘোষণা করে। সেই সময়টিই কি খিলাফত ঘোষণার জন্য উপযুক্ত সময় হিসাবে তাদের কাছে বিবেচিত হল? নাকি খিলাফত ঘোষণাকে তারা একটা চাদর হিসাবে ব্যবহার করল, যার মাধ্যমে নিজেদের অপকর্মকে ঢেকে রাখা যায়, যুবকদেরকে ধরে রাখা যায়? !

মুজাহিদীন উলামা ও শায়েখদের খিলাফত ঘোষণা না দেওয়ার কারণ

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি, খিলাফত কী, খলীফার দায়িত্ব কী, খলীফার উপর জনগণের হক কী। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, খিলাফত মুখে আওড়ানো কোন বুলির নাম নয়; বরং এটি উম্মাহ ও খলীফার মাঝে একটি চুক্তি। যে চুক্তি গ্রহণের পর খলীফা উম্মাহর অনেকগুলো দায়িত্ব গ্রহণ করে। আর এই দায়িত্বগুলো পালনের জন্যই খিলাফত ব্যবস্থা।

খিলাফত ঘোষণা হল, কিন্তু খলীফার কাজগুলো করা গেল না, তাহলে এই ঘোষণার দ্বারা উম্মাহর কী লাভ হবে ? আমরা তো দেখছিই কী হচ্ছে !

মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ খিলাফত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষে যেভাবে অগ্রসর হচ্ছিলেন হা হল:

১. ক্রুসেডারদের পতন ঘটানো, তাদের থেকে মুসলিম ভূখণ্ডগুলো মুক্ত করা।

২. ইয়াহুদী নাসারাদের এজেন্ট মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে জনগণকে জাগিয়ে তোলা, তাদের পতন ঘটানো।

৩. সমগ্র বিশ্বের জিহাদী জামাতগুলোর মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যরে বন্ধন দৃঢ় করা। সকলকে অভিন্ন আকীদাহ-মানহাজে নিয়ে আসা।

৪. উম্মাহর মাঝে দাওয়াতি কার্যক্রম বৃদ্ধি করা এবং গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম নিরপেক্ষতার ছোবল থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে ইসলামের পথে পরিচালিত করা।

এই চারটি জিনিস বাস্তবায়িত হলে ইনশাআল্লাহ খিলাফত প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হবে। উম্মাহর সন্তুষ্টিতে এবং 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের' নির্ধারণের মাধ্যমে কোন যোগ্য ব্যক্তিকে উম্মাহর খলীফা হিসাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। আর সেই খিলাফত হবে 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ'। সেই খলীফার পক্ষেই সম্ভব হবে খিলাফতের মহান দায়িত্ব পালন করা।

আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, তিনি উম্মাহ কে 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' দান করুন। (আমীন)

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

দাউলার আসল রূপ - পর্ব-৩

দাউলা কর্তৃক সৃষ্ট সংশয়সমূহ

দাউলা যখন মিথ্যা, অন্যায়-রক্তপাত ও তাকফীরের ক্ষেত্রে চরম বাড়াবাড়ির শিকার তখন মুজাহিদ শায়েখগণ তাদের ব্যাপারে উম্মাহকে সতর্ক করতে লাগলেন। তাদের সাথে সম্পৃক্ত মুজাহিদীনদেরকে হক পথ চেনাতে লাগলেন। তখন তারা নতুন এক চক্রান্ত নিয়ে মাঠে হাজির হল। আর তা হচ্ছে মুজাহিদীনের ব্যাপারে অপপ্রচার ও প্রোপাগান্ডা ছড়ানো। উদ্দেশ্যমূলকভাবে ছড়ানো হল নানা সন্দেহ-সংশয়।

এ পর্যায়ে আমরা তাদের সৃষ্ট সংশয়গুলো ধারাবাহিকভাবে নিরসন করার চেষ্টা করব।

যখন মুজাহিদীনের ফয়সালা তাদের প্রবৃত্তির অনুক,ল হল না, তখন উমারাদের মতামতকে অবজ্ঞা করে তারা নিজেদের মতামতের উপর বেঁকে বসল। আনুগত্য ভঙ্গ করল। আর তাদের এসব অপরাধকে ঢাকার জন্য তারা প্রথম যে সূর তুলল, তা হচ্ছে- আল-কায়েদার মানহাজ পাল্টে গেছে, বিকৃত হয়ে গেছে। দাউলার মুখপাত্র আবু মোহাম্মদ আল-আদনানী ‘মা কানা হাযা মানহাযানা’ নামক বয়ানে বলেন,

القاعدة انحرفت وتبدّلت وتغيّرت.

‘আল-কায়েদা পথভ্রষ্ট হয়েছে, পরিবর্তন হয়েছে, পাল্টে গেছে।’

তিনি আরও বলেন,

لقد انحرفت قيادة تنظيم القاعدة عن منهج الصواب.

‘তানযীমুল কায়েদার নেতৃত্ব সঠিক মানহাজ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে।’

আর এর স্বপক্ষে তারা কিছু খোঁড়া যুক্তি উপস্থাপন করতে আরম্ভ করল।

সংশয়:১

তাদের এক নম্বর অভিযোগ হচ্ছে, শায়েখ আইমান বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের তাগুত সেনাবাহিনীকে তাকফীর করেন না।

আদনানী বলেন,

وتصدع بردّة الجيش المصري والباكستاني والأفغاني والتونسي والليبي واليمني وغيرهم من جنود الطواغيت وأنصارهم

'আপনি (শায়েখ আইমান) ঘোষণা দিন, 'মিসর, পাকিস্তান, আফগান, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেন ও অন্যান্য দেশের তাগুত সেনাবাহিনী ও সাহায্যকারীরা মুরতাদ'।

জবাব:-

সুবহানাল্লাহ! শায়েখ আইমানকে বলা হচ্ছে, তিনি যেন তাওহীদের প্রথম রুকন 'কুফর বিত-তাগুত' আদায় করেন। তিনি তাগুতদেরকে তাকফীর না করায় তার তাওহীদ স্পষ্ট না।

সংশয় নিরসন এক.

শায়েখ আইমানের নেতৃত্বে কায়েদাতুল জিহাদের (আল-কায়েদার) আফগান শাখার ভাইয়েরা আফগানিস্তানে আফগান মুরতাদ সেনাবাহিনীকে হত্যা করছে। হিন্দুস্তান শাখার মুজাহিদীন পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ছে। জাযীরাতুল আরব শাখার মুজাহিদীন ইয়েমেনের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। সোমালিয়ার মুজাহিদীন আশ-শাবাব সোমালিয়ান তাগুত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। মুজাহিদগণ প্রতিদিন মুসলিম দেশের এ সমস্ত তাগুত বাহিনীর সদস্যদেরকে হত্যা করছে, বন্দী করছে, তাদের সম্পদ গণিমত হিসেবে গ্রহণ করছে।

শায়েখ আইমান ও আল-কায়েদার সৈনিকগণ শুধু এসকল তাগুত বাহিনীগুলোকে তাকফীর করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তাদেরকে হত্যা করছে, বন্দী করছে, তাদের সম্পদ গণিমত হিসেবে গ্রহণ করছে যা দিবালকের ন্যায় স্পষ্ট, কিন্তু আল্লাহ তাআলা যদি কাউকে অন্ধ ও ভ্রষ্ট করে দেন তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। আর কেউ যদি খারাপ উদ্দেশ্যে মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করতে চোখ বন্ধ করে এসব বলে বেড়ায় তাহলে তো আল্লাহ তাআলা তা দেখছেন।

দুই.

শায়েখ আইমান তাঁর অনেক লিখনি ও আলোচনায় এসকল শাসক ও তাদের সেনাসেনাবাহিনীকে তাকফীর করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা বলেছেন। তিনি পাকিস্তানী রাষ্ট্রব্যবস্থার কুফর প্রমাণের জন্য পৃথক একটি কিতাব পর্যন্ত রচনা করেছেন। শায়েখ বলেন:

فقد تغلّب على أهلها حكّام كفّار مجرمون، حكموا المسلمين بأحكام اليهود والنصارى، ووالوا أعداءالله تعالى... فهؤلاء الحكام كفّار بنصّ الكتاب والسنّة وإجماع سلف الأمّة، يجب على كلّ مسلم جهادهم باليد والمال واللسان، كلٌّ بحسب طاقته وقدرته، ولايؤثّر في ذلك أنّهم يتسمّون بأسماء المسلمين، ويتكلّمون بلسانهم، فلا فرق في إطلاق أحكام الكفر بين من كان من الكفارالأصليين ومن ينتسب زوراً وبهتاناً إلى هذا الدين.

'ইসলামী ভূখণ্ডগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে পাপিষ্ঠ কাফের শাসকবর্গ। তারা মুসলমানদেরকে শাসন করছে ইহুদী-নাসারাদের বিধান দ্বারা। তারা আল্লাহ তাআলার শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করছে। সুতরাং এ শাসকবর্গ কাফের। আর এটা কুরআন-সুন্নাহ ও পূর্বসূরীদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব হল, নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে জান মাল ও যবান দ্বারা জিহাদ করা। তারা যে মুসলমান নাম ধারণ করে আছে এবং তাদের ভাষাতেই কথা বলছে এ ক্ষেত্রে তার কোনই

কার্যকরিতা থাকবে না। আসল কাফের আর মিথ্যা ও বানোয়াটভাবে দীনের সাথে সম্পর্কযুক্ত কাফেরের মাঝে কুফরের হুকুম প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করা হবে না।'[১৩৫]

তিন.

শায়েখ আইমান আফগান জিহাদে যোগ দেওয়ার পূর্বে মিসরে 'জামায়াতুল জিহাদের' একজন উচ্চ পর্যায়ের আমীর ছিলেন। আর জিহাদী জামায়াতের তখন থেকেই এই আকীদা যে, এ সকল তাগুত শাসকরা মুরতাদ। সুতরাং দীন কায়েমের জন্য তাদের বিরুদ্ধে ও তাদের সৈনিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। তিনি সে সময় থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত নিজের জীবনটা অতিবাহিত করছেন এ সকল তাগুতী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে। হাজার হাজার মুসলিম যুবকের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। যারা এ সকল সৈনিকদেরকে তাকফীর করে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সেই মহান শায়েখ, যিনি এ পথেই নিজ যৌবন কাটিয়েছেন, নিজের দাঁড়িগুলো সাদা করেছেন, তাঁর ব্যাপারে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে, তাঁর তাওহীদ স্পষ্ট না, কারণ তিনি এই সৈনিকদেরকে তাকফীর করেন না।

সংশয়:২

শায়েখ আইমানের আকীদা ঠিক নেই, কারণ তিনি তাগুত, মুরতাদ, কুফফার ও এধরণের শব্দ সব সময় ব্যবহার না করে অন্য শব্দ ব্যবহার করেন। 'আলফাযে শরইয়্যাহ' কে সব সময় ব্যবহার করেন না।

আদনানী বলেন:

---

[১৩৫] মাআলিমুল জিহাদ, সংখ্যা:১, পৃষ্ঠা:২৭

......واستبدال نعتهم بالمتأمركين وغيرها من النعوت، وتُسمّيهم بماسمّاهم به ربّ العالمين: بالطواغيت والكفّار والمرتدّين، وعدم التلاعب بالأحكام والألفاظ الشرعية كقولك: الحكم الفاسد، والدستور الباطل، والعسكر المتأمركين.

'আমরা আপনাকে আহবান জানাচ্ছি আপনি এসমস্ত সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে 'আমেরিকান' বা এধরণের বিশেষণগুলো ব্যবহার করা ছেড়ে দিন। 'তাগুত, কুফফার, মুরতাদ', এ ধরণের যে সমস্ত নামে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সম্বোধন করেছেন সে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করুন। শরয়ী শব্দ ও বিধানসমূহ নিয়ে খেলা বন্ধ করুন। যেমন আপনি বলে থাকেন,- الحكم الفاسد (ভ্রষ্ট বিধান), الدستورالباطل (বাতিল সংবিধান), العسكرالمتأمركين আমেরিকান বাহিনী।'

জবাব:

আদনানী আল-কায়েদা ও শায়েখ আইমানের আকীদা/মানহাজ ভ্রান্ত হওয়ার যেসমস্ত কারণ উল্লেখ করেছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে, শায়েখ আইমানের শব্দ প্রয়োগ।

এক.

কি অবাক করা যুক্তি?!! কেউ যদি الحكم الكفري 'কুফরি বিধানের স্থানে কখনো الحكم الفاسد 'ভ্রষ্ট বিধান' বলে, الدستورالكفري 'কুফরী সংবিধান' এর স্থানে الدستورالباطل 'বাতিল সংবিধান' ব্যবহার করে, মুসলিম দেশের যে সমস্ত কুফরী বাহিনী আমেরিকার পক্ষ নিয়ে লড়াই করছে, তাদেরকে 'আমেরিকান বাহিনী' বলে, তাহলে কি সেটা শরয়ী শব্দ নিয়ে খেলা হবে? তার আকীদাহ মানহাজে সমস্যা আছে বলে মনে করা হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে দলীল নিয়ে আসো।

দুই.

শায়েখ আইমান তো তার লিখনি ও বক্তৃতার মধ্যে শত শত স্থানে, বরং হাজার হাজার স্থানে এসমস্ত আইন ও সংবিধানকে কুফরী সংবিধান বলে উল্লেখ করেছেন, এসমস্ত সংবিধানের অনুসারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের আহবান করেছেন। যে কেউ তার কিতাবগুলোর উপর দৃষ্টি বুলিয়েছে তার আলোচনা শুনেছে, সে নিশ্চিতভাবেই এটা স্বীকার করবে। সুতরাং তার এক, দুইটি বয়ান থেকে কিছু শব্দ নিয়ে এসে কিভাবে বলা হচ্ছে যে, তিনি শরয়ী পরিভাষা নিয়ে খেলা করছেন।

তিন.

শায়েখ আইমানের আলোচিত যে সমস্ত শব্দে আদনানী ভুল ধরেছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে,الدستور الباطل (বাতিল সংবিধান)। الدستور الكفري (কুফরী সংবিধান) এর স্থানে الدستور الباطل (বাতিল সংবিধান) ব্যবহার করাটা কি ‘আলফাযে শরইয়্যার সাথে খেলা করা? الباطل কি শরয়ী শব্দ নয়? অজ্ঞতা অজ্ঞের জন্য কত বড় বোঝা!! মহান আল্লাহ তাআলা কুরআনের একাধিক স্থানে এই বাতিল শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ ﴾

‘এর কারণ হচ্ছে, যারা কুফরী করেছে তারা বাতিলের অনুসরণ করে।’[১৩৬]

এখানে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের অনুসৃত বিধান এর ক্ষেত্রে বাতিল শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এখন তার উত্তর কী হবে?

চার.

---

[১৩৬] সূরা মোহাম্মদ, আয়াত:৩

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে ঐ মুখপাত্র যে বয়ানে শায়েখকে বলছে, তিনি শরয়ী শব্দ ব্যবহার করেন না, সেই বয়ানেই একাধিক স্থানে সে নিজে একই ভুলে (তার মতে) পতিত হয়েছে।

শায়েখ আইমান এসমস্ত বাহিনীগুলোকে العسكر المتأمركين বলেছেন, তাই এটা তাঁর অপরাধ হয়েছে, অথচ সে নিজেই " الجبهة الإسلامية" কে উক্ত বয়ানের মধ্যেই الجبهة السلوليّة বলেছে। جبهة النصرة কে جبهة الخائن الغادر বলেছে, অপর বয়ানে, " الجبهة الإسلامية কে جبهة آل سلول، جبهة الضرار বলেছে।

এখন তার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, এসব শব্দ ব্যবহার করার কারণে কি পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে হবে? উত্তর যদি হয় 'না' তাহলে এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেন আপনারা অপলাপ করছেন যিনি জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদে, এ পথেই শহীদ হয়েছে তার স্ত্রী, শহীদ হয়েছে তার সন্তান।[১৩৭]

আর উত্তর যদি হয় হ্যাঁ, তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনাদেরও কি আকীদা নষ্ট হয়েছে, মানহাজ পাল্টেছে? নাকি আপনারা সেই সমস্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾

'তোমরা কি অন্যদেরকে কল্যাণের উপদেশ দাও আর নিজেদেরকে ভুলে থাকো?'[১৩৮]

---

[১৩৭] 8: بيان: ثم بعنوان: نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين، مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي، الدقيقة

[১৩৮] বাকারা,আয়াত:৪৪

সংশয়:৩

শায়েখ আইমান হাফি:র আকীদাহ ঠিক নেই, কারণ, তিনি মিশরের সাবেক প্রেসিডেন্ট মুরসির প্রশংসা করেছেন, অথচ মুরসি মুরতাদ?

দাউলার প্রধান মুফতী তুর্কি বিন আলী শায়েখ মাকদিসির কাছে শায়েখ আইমানের ব্যাপারে লিখেছেন:

وتأمل في ثنائه على الطاغوت مرسي!

'আপনি তাগুত মুরসির ব্যাপারে তার (শায়েখ আইমানের) প্রশংসাটা একটু চিন্তা করুন!'

একইভাবে দাউলার মুখপাত্র আদনানী আল-কায়েদার পথভ্রষ্ট হওয়ার ও মানহাজ পরিবর্তনের প্রমাণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

وأصبح طاغوت الإخوان، المحارب للمجاهدين، الحاكم بغير شريعة الرحمن: يُدعى له، ويُترفَّق به، ويُوصف بأنه أمل الأمة، وبطل من أبطالها.

'ইখওয়ানের যে তাগুতগোষ্ঠি মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, রহমানের শরীয়তের বিপরীত বিধান দ্বারা বিচার ফয়সালা করে, তার জন্য দোআ করা হচ্ছে, তার প্রতি সহানুভূতি দেখান হচ্ছে। বলা হচ্ছে, সে নাকি উম্মাহর আশার পাত্র। উম্মাহর একজন বীর।

জবাব:

সুবহানাল্লাহ!! এই অভিযোগ স্পষ্ট মিথ্যা ছাড়া আর কি হতে পারে ! আমি এখানে শায়েখ আইমানের মুরসি সম্পৃক্ত বক্তৃতা অক্ষরে অক্ষরে তুলে ধরছি, পড়ুন ও আপনারাই সিদ্ধান্ত নিন:

وأنصحك مخلصًا لك النصيحة وراجيًا لك الهداية والتوفيق والتثبيت،

فأقول لك: لقد عاملت مع العلمانيين ووافقتهم، ومع الصليبيين وتنازلت لهم، ومع الأمريكان وأعطيت لهم الضمانات، ومع الإسرائيليين وأقررت بمعاهدات الاستسلام معهم، ومع عسكر مبارك الذين تربوا على مساعدات أمريكا فوافقتهم، ومع جلادي الداخلية فطمأنتهم،

فماذا كانت النتيجة؟

وأنت اليوم في امتحان عظيم، إما أنت تمسك بالحق غير متزلزل و لامتذبذب ولامتزحزح، فتطالب بحاكمية الشريعة في وضوح وجلاء، وترفض القضاء الفاسد، والقوانين العلمانية، والدستور العلماني، وتصر على تحرير كل شبر من ديار الإسلام المحتلة، وتأبى الاعتراف بأية معاهدة أو اتفاق يتنازل عنها،

وتعاهد ربك أنك ستجهر بالحق الذي يفرضه عليك شرعه، ولاتتنازل قيد أُنملة عن ذلك،فحينئذ أبشرك بأنك ستكون من أبطال هذه الأمة، ورموزها البارزة، وقادتها العظام، وستحشد الأمة في مصر والعالم الإسلامي خلفك في معركتها مع أعدائها،

وإن توفاك الله مخلصًا على ذلك فأبشر بحسن الخاتمة وعظيم الثواب فيها في آخرتك

‘আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি, একনিষ্ঠভাবে আপনার কল্যাণকামী হয়ে। আমি আপনার সৎপথ প্রাপ্তির প্রত্যাশা করি, প্রত্যাশা করি তাওফিক ও দৃঢ়তার।

আপনি সেক্যুলারদের সাথে কাজ করছেন, তাদের সাথে একমত পোষণ করছেন, আপনি ক্রুসেডারদের সাথে কাজ করছেন, তাদের জন্য নিজেকে নত করছেন, আমেরিকানদের সাথে কাজ করছেন, তাদেরকে জামানত দিয়েছেন। আপনি ইসরাঈলের সাথে কাজ করছেন, তাদের সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করছেন, মোবারকের সেই সেনাবাহিনীর সাথে কাজ করছেন, যারা প্রতিপালিত হয়েছে আমেরিকার সাহায্যে আপনি তাদের সাথে একমত পোষণ করছেন, দেশীয় জল্লাদদের সাথে কাজ করছেন এবং তাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন।

বলুন, এ সবের ফলাফল কী হল?!!!

আজ আপনি এক মহা পরীক্ষার মধ্যে পতিত। হয় আপনাকে কোন ধরণের দ্বিধা-দ্বন্ধ ব্যতিরেকে হককে আঁকড়ে ধরতে হবে, পরিষ্কার ও স্পষ্টরূপে শরয়ী বিধান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে, সেক্যুলার আইন, সেক্যুলার সংবিধান ও বাতিল শাসনব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কাফেরদের দ্বারা দখলকৃত ইসলামের প্রতি বিঘত ভূমিকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে, এমন কোন জোট ও চুক্তিতে আবদ্ধ হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে হবে, যাতে সামান্যও ছাড় দিতে হয়।

আল্লাহর সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন, সেই সত্যকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করার, যা শরীয়ত আপনার উপর ফরজ করেছে। আর এ ক্ষেত্রে আপনি এক ইঞ্চি পরিমাণও ছাড় দিবেন না। হ্যাঁ, আপনি যদি এসব করতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি, আপনি তখন হতে পারবেন এই উম্মাহর বীরদের একজন, অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন তাদের অনুসরণীয় ও আদর্শ ব্যক্তিদের মধ্যে, আপনি পরিগণিত হবেন উম্মাহর বীরদের মধ্যে, মিশর ও পুরো ইসলামীবিশ্ব থেকে উম্মাহ আপনার পিছনে একত্রিত হবে, শত্রুদের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে।

আল্লাহ তাআলা যদি আপনাকে এর তাওফীক দেন, এবং আপনি নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে যান তাহলে এ পথে জীবন গেলেও পরকালে অর্জন করবেন মহা প্রতিদান'।

আদনানী এই বক্তব্যের ব্যাপারে শায়েখ আইমানের উপর দুইটি অভিযোগ উত্থাপন করেছে:

১. শায়েখ আইমান 'তাগুত মুরসির' জন্য দুআ করেছেন।

২. তাকে উম্মাহর আকাঙ্খিত ও বীর বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এক.

শায়েখ আইমান বলেছেন, ‘আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি, একনিষ্ঠভাবে আপনার কল্যাণকামী হয়ে। আমি আপনার সৎপথ প্রাপ্তির প্রত্যাশা করি, প্রত্যাশা করি তাওফিক ও দৃঢ়তার !

শায়েখ আইমান তাঁর জন্য কল্যাণ কামনা করেছেন। মুরসি যদি কাফেরও হয়ে থাকে তবুও তার জন্য কল্যাণ কামনাকরা কি তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক?

আল্লাহ তাআলা হুদ আলাইহিস সালামকে তার কাফের স¤প্রদায় আদ জাতির কাছে পাঠালেন। তিনি তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি তার কাফের সম্প্রদায়কে বলেন,

﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴾

‘আমি তোমাদের কাছে আমার রবের নির্দেশনা পৌঁছাচ্ছি আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত কল্যাণকামী হয়ে।’[১৩৯]

এখানে আল্লাহ তাআলার নবী তার সম্প্রদায়কে দাওয়াত দেওয়াকালীন বলছিলেন, আমি তোমাদের জন্য কল্যাণকামী। একইভাবে শায়েখ আইমান তার সসম্প্রদায়ের একজন পথভ্র’কে দাওয়াত দেওয়ার সময় বলছিলেন, আমি আপনার জন্য কল্যাণকামী।

একটু ভাবুন, শায়েখের এই দাওয়াত কি তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক, নাকি দাওয়াতের ক্ষেত্রে নবীদের সুন্নহর অনুসরণ?

শায়েখ বলেন,

---

[১৩৯] সূরা আরাফ, আয়াত:৬৮

আমি আপনার সৎপথ প্রাপ্তির প্রত্যাশা করি, প্রত্যাশা করি তাওফিক ও দৃঢ়তার।

এখানে শায়েখ তার হিদায়াত, তাওফীক ও সুদৃঢ় পথে আসার আকাক্সক্ষা করেছেন।

এখন আপনারা বলুন, কোন কাফের, ফাসিক বা বিদআতির জন্য হিদায়েত ও তাওফীকের দোআ করা, সে যেন হিদায়েতের পথে দৃঢ় থাকে, এই দোআ করা কি হারাম? তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক?

দুই.

মুরসিকে উম্মাহর আকাঙ্খিত ও বীর বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এই অভিযোগ যে কত বড় মিথ্যা ও বানোয়াট, তা শায়েখের উপরোক্ত বক্তব্য পড়ে থাকলে যে কেউ বুঝতে পারবে। এখানে সেই কাজ করা হয়েছে, রাসূলের সাথে যা করা হয়েছিল ।

১. 'খিলাফতের' মুখপাত্র! আপনি সত্যবাদী হয়ে থাকলে বলেন, কোথায় শায়েখ মুরসিকে বীর বলে আখ্যায়িত করেছেন? কেন আপনি মাঝখানের পুরো অংশটুকু ঢেকে রেখে কিছু অংশ বিকৃতভাবে উপস্থাপন করলেন? এটা কি তাদলিস নয়? এই তাহলে 'খিলাফতের' একজন মুখপাত্রের আখলাক?

২. কোন একজন দায়ী এক কাফেরকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন- 'তুমি যদি ঈমান আন ও সৎকাজ কর, তাহলে তুমি জান্নাতে যাবে।' অপর একজন মুদাল্লিস (স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বক্তার ভাষ্যে পরিবর্তন সাধনকারী) এসে তার বাক্যের প্রথম অংশটি গোপন করলেন, 'তুমি যদি ঈমান আন ও সৎকাজ কর'। এখন সে বলতে শুরু করল এই দায়ীর আকীদা সহীহ নেই, তার তাওহীদ পরিষ্কার না। কারণ, সে এক কাফেরকে বলেছে, কাফের নাকি জান্নাতে

যাবে। আদনানী আপনি বলুন তো, সেই মুদাল্লিসের মাঝে আর 'খিলাফতের' মুখপাত্রের মাঝে পার্থক্য কোথায়?

সংশয়:৪

শায়েখ আইমানের আকীদা নষ্ট হয়ে গেছে, যার ফলে তিনি ওবামাকে মিস্টার (জনাব) বলে সম্বোধন করেছেন।

দাউলার প্রধান মুফতী তুর্কি বিন আলী শায়েখ মাকদিসীর কাছে শায়েখ আইমানের ব্যাপারে লিখেছেন,

وأخيرا أدعوك ياشيخي للتأمل في خطابات الشيخ أيمن الظواهري وخاصة الأخيرة منها. فتامل شيخي في قول الشيخ أيمن عن أوباما أو بوش " مستر "اه

'হে আমার শায়েখ! আমি সর্বশেষ আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি শায়েখ আইমানের বক্তব্যগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করুন! বিশেষ করে সর্বশেষ বক্তৃতাটি!

হে শায়েখ! আপনি চিন্তা করুন, শায়েখ আইমান, ওবামা অথবা বুশকে বলেছে 'মিস্টার'।'

জবাব:

এই অভিযোগটি হচ্ছে দাউলার 'খিলাফতের' সব চেয়ে বড় মুফতীর। এই অভিযোগ থেকে যেভাবে তার অজ্ঞতা প্রকাশ পায়, একইভাবে ফুটে ওঠে আদনানীর অনুসরণে বাক্যের কিছু অংশ গোপন করে অপর কিছু অংশকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃত করে উপস্থাপন নীতি। যেমন, খিলাফত তেমন তার মুখপাত্র !

এক.

আমি বলি, মুফতী সাহেব হাতটি সরান, আমাদেরকে একটু পুরো বাক্যটি দেখতে দিন:

"مستر أوباما"،عسى أن يكوا نقصم ظهوركم على أيدى مجاهدى أمةالإسلام بإذن الله حتى تستريح الدنيا ويستريح التاريخ من إجرامكم وصلفكم وكذبكم

'মিস্টার ওবামা! আশা করি, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় অচিরেই মুসলিম উম্মাহর মজাহিদীনের হাতে তোমাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে। আর এর ফলে তোমাদের অন্যায়, দাম্ভিকতা ও মিথ্যা থেকে মুক্তি পাবে পৃথিবী, আর সাথে সাথে মুক্তি পাবে ইতিহাস।'

পাঠকগণ নিশ্চয় বুঝেছেন, এখানে শায়েখের ভাষাশৈলী। মুফতী সাহেব আপনি যদি বুঝতে না পারেন, তাহলে সেটা আপনার জন্য বিপদ। আর যদি বোঝার পরও অভিযোগ তোলেন, তাহলে সেটা মহা বিপদ। আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন আপনি কোন বিপদে পতিত।

দুই.

যে ব্যক্তির সামান্য ভাষাজ্ঞান আছে, সেও তো এই প্রশ্ন তুলবে না। তারা কুরআনের এই আয়াতগুলোর ব্যাপারে কী বলবে:

জাহান্নামে জাহান্নামীকে বলা হবে-

﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾

'স্বাদ নাও, আপনি তো সম্মানী সম্ভ্রান্ত'।[১৪০]

উক্ত আয়াতে বলা হচ্ছে, জাহান্নামীকে সম্মানী বলে তুচ্ছ করা হবে।

একইভাবে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের ব্যাপারে বলেন,

---

১৪০ দুখান, আয়াত:৪৯

﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

আর আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দিন।[141]

সংশয়:৫

শায়েখ আইমানের আকীদা নষ্ট হয়ে গেছে। কারণ তিনি তার দিকনির্দেশনার মধ্যে বলেছেন- 'বৌদ্ধ, মুশরিক ও অন্যান্যদের সাথে মুসলিমরা নিরাপদ ও শান্তিতে বসবাস করবে'।

একইভাবে দাউলার মুখপাত্র আদনানী আল-কায়েদার পথভ্রষ্টহওয়ার বা মানহাজ পরিবর্তন হওয়ার প্রমাণ উল্লেখ করতে গিয়ে তাচ্ছিল্লোর সুরে বলেন,

وأصبح النصارى المحاربون، وأهل الأوثان من الهندوس والسيخ وغيرهم :شركاءالوطن؛ يجب العيش فيه معهم بسلام واستقرار ودعَة

'(আল-কায়েদার কাছে) আমাদের সাথে যুদ্ধরত নাসারারা, হিন্দু, শিখ ও অন্যান্য মূর্তিপূজকরা হয়ে গেছে স্বভূমির অধিবাসী। তাদের সাথে নাকি নিরাপদে ও শান্তিতে বসবাস করা আবশ্যক !?'

দাউলার প্রধান মুফতী তুর্কি বিন আলী শায়েখ মাকদিসীর কাছে শায়েখ আইমানের ব্যাপারে লিখেছেন,

وتأمل في توجيهاته الأخيرة وأننا لابد أن نتعايش مع البوذيين والمشركين وغيرهم في سلام و دعة!!

'আপনি একটু তাঁর সর্বশেষ দিকনির্দেশনাটি চিন্তা করে দেখুন, (তিনি বলেছেন) আমাদের উপর আবশ্যক হল, বৌদ্ধ, মুশরিক ও অন্যান্যদের সাথে নিরাপদে ও শান্তিতে থাকা।'

---

১৪১ ইনশিকাক, আয়াত:২৪

জবাব:

এখানেও খিলাফতের সব চেয়ে বড় মুফতী ও মুখপাত্র সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে অসৎ উদ্দেশ্যে সেটাকে বিকৃতরূপে উপস্থাপন করেছে,

সাধারণ দিকনির্দেশনার মধ্যে মুজাহিদীনের উদ্দেশ্যে শায়েখের বক্তব্য ছিল,

عدم التعرض للنصارى والسيخ والهندوس في البلاد الإسلامية، وإذا حدث عدوان منهم، فيُكتفى بالرد على قدرالعدوان، مع بيان أننا لا نسعى إلى أن نبدأهم بقتال، لأننا مشغولون بقتال رأس الكفر العالمي، وأننا حريص ونعلى أن نعيش معهم في سلام ودعة إذا قامت دولة الإسلام قريبا إنشاء الله.

'মুসলিমদের ভূখণ্ডগুলোতে বসবাসরত হিন্দু, শিখ ও নাসারাদের সাথে দ্বন্ধে না জড়ানো। যদি তাদের পক্ষ থেকে কোন সীমালঙ্ঘন দেখা যায়, তাহলে এই সিমালঙ্ঘনের সমপরিমাণ জবাব দিয়ে ক্ষান্ত করব। আর এর কারণ স্পষ্ট করছি যে, আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করতে চাচ্ছি না, কেননা আমরা বর্তমানে আন্তর্জাতিক কুফরের প্রধানদের সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত। আর আমরা এব্যাপারে আগ্রহী যে, অচিরেই যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে ইনশাল্লাহ, তখন আমরা তাদের সাথে নিরাপদে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারব।'

শায়েখ এখানে দুটি ব্যাপারে বলেছেন। এক, তাদের বিরুদ্ধে এখন যুদ্ধে না জড়ানো। কারণ, আমরা বর্তমানে আন্তর্জাতিক কুফরের লিডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। দুই. আমাদের আগ্রহ হচ্ছে, ইসলামী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের সাথে যুদ্ধে না জড়িয়ে শান্তিতে থাকা। কারণ, মুসলিম দেশের কাফেরদের ব্যাপারে আমাদের ইচ্ছা এটাই, তারা ইসলামের সকল শর্ত মেনে নিয়ে আমাদের সাথে বসবাস করবে। হ্যাঁ, তবে যদি তারা এর ব্যাতিক্রম করে,

তখন প্রমাণিত হবে, এব্যাপারে তাদের আগ্রহ নেই। তখন তাদের ব্যাপারে ফয়সালা তো আলহামদু লিল্লাহ আমাদের জানা আছে।

প্রিয় ভাই! এখন আপনি আদনানীর বক্তব্যটি আবার পড়ুন,

(আল-কায়েদার কাছে) আমাদের সাথে যুদ্ধে রত নাসারারা এবং হিন্দু, শিখ ও অন্যান্য মূর্তিপূজকরা হয়ে গেছে স্বভূমির অধিবাসী। তাদের সাথে নাকি নিরাপদে ও শান্তিতে বসবাস করা আবশ্যক?

লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হল, তিনি কিভাবে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করেছে।

আরেকটি ব্যাপারে তিনি মিথ্যা বলেছেন: শায়েখ বলেছেন, মুসলিম দেশে বসবাসরত নাসারাদের কথা; হারবীদের (যুদ্ধেরতদের) কথা নয়। কিন্তু সে বয়ানে বলেছে ঐ সমস্ত নাসারাদের কথা, যারা আমাদের সাথে যুদ্ধরত। আর শরীয়তের ব্যাপারে জ্ঞানের অধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তি নিশ্চয় জানেন, কোন এক-দুই দেশের নাসারারা যদি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকে তাহলে এর কারণে পৃথিবীর সব নাসারারা হারবী (যুদ্ধরত) নাসারাদের হুকুমে পড়বে না। মক্কার ইয়াহুদী গোত্রগুলোর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ‘সিয়াসতেই”এটি পরিষ্কার করে দেয়।

সংশয়:৬

আল-কায়েদা পথভ্রষ্ট হয়েছে

ইরানের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। তারা ইরানে আক্রমণ করে না এবং দাউলাকেও আক্রমণ করতে বারণ করেছে।

শায়েখ আইমান সাধারণ রাফিজীদেরকে স্পষ্টভাবে তাকফীর করে না। তিনি বলেন, তাদের তাকফীরের ব্যাপারে আলেমদের ভিন্ন ভিন্ন মত আছে।

সেদিকে ইঙ্গিত করে আদনানী বলেছে,

فليسجّل التاريخ أنّ للقاعدة دَينٌ ثمينٌ في عنُقِ إيران.

'ইতিহাস লিখে রাখুক, ইরানের ঘাড়ে আল-কায়েদার মূল্যবান ঋণ রয়েছে।'

তিনি আরও বলেন,

وأن الرافضة المشركين الأنجاس: فيهم أقوال، وهم موطن دعوة لاقتال.

এক.

ইরানে আক্রমণ করতে বারণ করা

* যে ব্যক্তি নববী সিয়াসত সম্পর্কে অবগত, সে নিশ্চয় জানে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি সিয়াসত ছিল, শত্রু যথাসম্ভব কমিয়ে রাখা। একসাথে সবাইকে শত্রু না বানানো। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে যুদ্ধ করেছেন কুরাইশদের সাথে। তখন তিনি ইয়াহুদীদের সাথে চুক্তি করেছিলেন, যুদ্ধে জড়ান নি।

* তাদের 'খিলাফত' প্রতিষ্ঠার এক বছর হল, তারা তো এখনও ইসরাইলে আক্রমণ করল না, মুসলিমদের প্রথম কেবলা মুক্ত করল না। এখন যদি কেউ বলে, তারা ইয়াহুদীদের দালাল, কারণ খিলাফতের প্রথম কাজ ইয়াহুদীদেরকে তাদের পাওনা পরিশোধ করা, প্রথম কেবলা মুক্ত করা?

* তাদের দাবি হচ্ছে, 'শায়েখ আইমান আল-কায়েদাকে গোমরাহ করেছেন। শায়েখ ওসামা তাদের ইমাম, তারা শায়েখ ওসামার মানহাজের উপর অটল আছে। তারাই শায়েখ ওসামার আসল উত্তরসূরী। শায়েখ আবু ইয়াহয়া, শায়েখ আতিয়্যাতুল্লাহ তাদের সেনাপতি'। আল্লাহর ওয়াস্তে তারা বলবে কি? ইরানের সাথে আল-কায়েদার এই অবস্থান কি শায়েখ ওসামা ইমারাতের দায়িত্বে থাকার সময় থেকেই নয়? তখন কি শায়েখ আবু ইয়াহয়া আল-

কায়েদার শরীয়া বিভাগের প্রধান ছিলেন না? শায়েখ আতিয়্যাতুল্লাহ কি তখন জীবিত ছিলেন না?!

আদনানী! আল-কায়েদার এই মানহাজ তো শায়েখ আইমান পরিবর্তন করেন নি বরং এটি হচ্ছে আপনাদের (তাদের মুখের দাবি অনুযায়ী) নেতাদের মানহাজ। সত্য করে বলুন, নেতাদের মানহাজ কে পরিবর্তন করছে? শায়েখ আইমান, নাকি আপনারা?

দুই.

সাধারণ রাফিজীদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করা

শায়েখ আইমান সাধারণ রাফিজীদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন যুদ্ধ কৌশল হিসাবে। কারণ এর ফলে শত্রু বেড়ে যায় এবং যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। আর কাফের নেতারাও এটাই কামনা করে। কারণ আল-কায়েদার মূল টার্গেট ছিল, আমেরিকা ও ইসরাঈল। আর এই যুদ্ধকৌশল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত থেকেই পাওয়া যায়।

তিন.

রাফিজীদেরকে তাকফীর না করা

রাফিজীদের আকীদাহ-বিশ্বাসগুলো নিশ্চিতভাবে ‘কুফরে আকবর’ বা বড় কুফর। কিন্তু রাফিজীদের যারা জনসাধারণ আছে, তাদেরকে ব্যাপকভাবে তাকফীরে মুয়াইয়ান (প্রত্যেককে নির্দিষ্টভাবে কাফের সাব্যস্ত) করা হবে কি না, এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে:

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. রাফিজী জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে (আম ভাবে) তাকফীর করতে বারণ করেছেন।[১৪২]

শায়েখ মাকদিসী হাফি.ও একই মত পোষণ করেছেন।[১৪৩]

সাধারণ শিয়াদেরকে তাকফীর করার ব্যাপারে এরকম অনেক আলেমদের ভিন্নমত থাকার কারণে শায়েখ বলেছিলেন, তাদেরকে তাকফিরের ব্যাপারে অনেকের ভিন্নমত আছে।

হায় আফসোস! এ কারণে কি শায়েখ আইমানের আকীদা নষ্ট হয়ে গেছে! আল-কায়েদা পাল্টে গেছে!!

অথচ, শায়েখ অনেক আগেই এ ব্যাপারে একটি রিসালা লিখেছেন, موقفنا من إيران الرافضية (ইরানের রাফিজীদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান)। সেখানে তিনি তাদের কুফরী আকীদাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে সর্বশেষে শায়েখ লিখেন:

فهذه العقائد من إعتقدها بعد إقامة الحجة عليه؛ يصير مرتداً عن دين الإسلام، ومن كان جاهلاً، واعتقد هذه الأصول الفاسدة بناء على أحاديث ظنها صحيحة، ولم يبلغه الحق فيها، أو كان عامياً جاهلاً فهو معذور بجهله، على التفصيل المعروف في كتب الأصول (راجع: " مبحث الجهل والعذر به " في كتاب " الهادي إلى سبيل الرشاد.

‘হুজ্জত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পরও যদি কেউ এসমস্ত আকীদা পোষণ করে, সে দীনত্যাগী মুরতাদ হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি জাহেল হয়, কিছু ভুল ঘটনাকে সঠিক মনে করে এ সমস্ত ভ্রান্ত নীতিগুলোকে বিশ্বাস করে,

---

[১৪২] দেখুন, মিনহাজুস সুন্নাহ: ১/২২৮, মাজমুল ফাতওয়া: ২/ ১০৭।

[১৪৩] দেখুন, ১০/৭/২০১৫ তে আল-জাযিরাতে দেয়া শায়েখের সাক্ষাৎকার

আর এ ব্যাপারে তার কাছে হক না পৌঁছে, অথবা সে হয় অজ্ঞ, সাধারণ জনতা; তাহলে তার অজ্ঞতার কারণে তার ওযর গ্রহণ করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে (তাকে অপারগ আখ্যায়িত করতে হলে) উসূলের কিতাবে যে প্রসিদ্ধ আলোচনা আছে তার ভিত্তিতে করতে হবে।’[১৪৪]

এটাই হচ্ছে রাফিজীদেরকে তাকফীরের ক্ষেত্রে শায়েখ আইমানের অবস্থান, যেটা হচ্ছে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. সহ অন্যান্য ইমাদের অভিমত। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ধূম্রজাল তৈরির কোনই সুযোগ নাই।

সংশয়:৭

আল-কায়েদা শায়েখ ওসামার মানহাজ থেকে সরে গেছে কারণ, তারা দেশে-দেশে সাধারণ মুসলিমদের সরকার বিরোধী গণআন্দোলনগুলোকে সাপোর্ট করে।

এই গণআন্দোলনকারীদেরকে সাপোর্টের ব্যাপারে আদনানী বলে,

لقد أصبحت القاعدة تجري خلف ركب الأكثرية، وتسمّيهم الأمة؛ فتداهنهم على حساب الدين.

‘আল-কায়েদা বর্তমানে সংখ্যাধিক্যের পিছনে ছুটতে আরম্ভ করেছে, সংখ্যাগুরুদেরকেই উম্মাহ হিসাবে আখ্যায়িত করছে। ফলে দীনের নামে তাদের সাথে তোষামোদ করছে।’

জবাব:- এক.

সুবহানাল্লাহ! লিবিয়া, সিরিয়া ও মিসরে জালিম তাগুত সরকারকে হটাতে যেসমস্ত মানুষ আন্দোলন করছে, তারা কি উম্মাহ নয়? আল-কায়েদা তাদেরকে উম্মাহ বলেছে, এটা কি তার অপরাধ? এটাই কি তার মানহাজ

[১৪৪] রাফিজী ইরানের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান-৪

পরিবর্তনের কারণ? দাউলা কি তাদেরকে উম্মাহ মনে করে না? তাদেরকে সঠিক পথ দেখানো, তাদের আন্দোলন যেন সঠিক পথে চলে, ধীরে ধীরে সশস্ত্র আন্দোলনে রূপ নেয়, এ জন্য তাদেরকে উপদেশ দেওয়া কি অপরাধ? তাই সেটাকে দীনের নামে তোষামোদ বলে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে?!!

দুই.

বলুন, শায়েখ ওসামার মানহাজ থেকে কারা সরে গেছে? আল-কায়েদা, নাকি দাওলা? শায়েখ ওসামাকে তো আপনারাও নিজেদের ইমাম বলে দাবি করেন, তাঁর মানহাজের উপর আছন বলে বিশ্বাস করেন, তাহলে উম্মাহর প্রতি শায়েখ উসামার শেষ রিসালাটি নীচের লিংক থেকে মনোযোগ দিয়ে শুনুন।[১৪৫]

কে পাল্টে গেছে? কে শায়েখ ওসামার মানহাজ থেকে সরে গেছে? শায়েখ ওসামার এই বয়ান তো ছিল আরব বসন্তকে লক্ষ্য করে। এ বয়ানের শিরোনামই তো ছিল ‘আরব বসন্ত’। তিনি তো নিজেই এই আরব বসন্তকে সাপোর্ট করেছেন। তারপরও কি আপনারা শায়েখ আইমানকে মিথ্যা অপবাদ দিবেন? শুনে রাখুন, একদিন আপনাদেরকে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াতে হবে!!

তিন.

আপনারা তো শায়েখ আবু ইয়াহয়া ও শায়েখ আতিয়্যাতুল্লাহকে নিজেদের ইমাম বলে দাবি করেন, তাদের পথে অবিচল আছেন বলে চিৎকার করেন, তাহলে শুনে দেখুন দুই শহীদের আলোচনা, যেখানে তারা জনগণের এই

[১৪৫] http://www.youtube.com/watch?v=v6f0nv7SAjM

আন্দোলনগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন, এগুলোকে সাহায্য করতে বলেছেন:[১৪৬]

চার.

আল-কায়েদা জাযীরাতুল আরবের সাবেক আমির শায়েখ নাসির আল-উহাইশী রহ. এর অডিও রিসালা শুনে দেখুন যাতে তিনি শায়েখ আইমানকে বায়আত দিয়েছিলেন। এর মধ্যেও তিনি একই ব্যাপারে আলোচনা করেছেন,[১৪৭]

পাঁচ.

আল-কায়েদা নিজেকেই পুরো উম্মাহ মনে করে না; বরং উম্মাহর একটা অংশ মনে করে। তারা জিহাদকে কোন জামাত বা দাউলার জিহাদ থেকে বের করে পুরো উম্মাহর জিহাদে পরিণত করার চেষ্টা করছে। এই জিহাদে পুরো উম্মাহর অংশ গ্রহণের লক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। তারা এই উম্মাহর জন্যই নিজেদের জীবনগুলো কুরবান করে যাচ্ছে। তারা উম্মাহকে ভালবাসে। তাদের কাছে উম্মাহ নিজেদের অনুসারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উম্মাহর জন্য আন্দোলন উম্মাহকে সাথে নিয়েই করতে হবে। তাই উম্মাহকে জাগিয়ে তোলার বিকল্প নেই। আর এ জন্যই আল-কায়দা উম্মাহকে সক্রিয় করতে পর্যায়ক্রমে এগোনোর দূরদর্শী পরিকল্পনাগুলো ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করে চলেছেন। হ্যাঁ, এটাই শায়েখ ওসামার মানহাজ, আলহামদু লিল্লাহ আল-কায়েদা এই মানহাজের উপর অটল আছে। ইনশাআল্লাহ সামনেও থাকবে।

---

[146] টেক্সট - http://dorarmouba3tara.blogspot.com/2014/10/blog-post_99.html
ভিডিও- https://www.youtube.com/watch?v=NvIH5OrUIZM

[১৪৭] http://www.youtube.com/watch?v=zEDQCO4b50Y

শেষ কথা

প্রিয় উম্মাহ! আপনাদের সচেতন ও সজাগ করার লক্ষেই মূলত ‘দাউলা’র ফিৎনা সম্পর্কে আমাদের এ উদ্যোগ। জানি অনেকে আশাহত হচ্ছেন। ভাবছেন, মুসলিম উম্মাহর ভাগ্যে বুঝি দুরাশাই লেখা আছে। না, এমনটি ভাবার সুযোগ মুমিনদের নেই। রাসূল সা. বলেছেন, ‘আমার উম্মাহর দৃষ্টান্ত হল, মেঘমালার মতো। মেঘমালার কোন অংশে কল্যাণ ও বরকত রয়েছে তা যেমন জানা যায় না; তেমনি উম্মাহর কোন অংশে কল্যাণ নিহিত তা বলাও সম্ভব নয়। তাই আশাহত হওয়ার কিছু নেই। যা সত্য তা আমাদের মানতে হবে, যা মিথ্যা তাকে মিথ্যাই বলতে হবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা। পরিশেষে কবির ভাষায় বলি-

মিথ্যা ভেদিয়া সত্য উঠুক জেগে

সত্যের ছকা বাজিয়া উঠুক বেগে।

****